মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যালেমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। এরপর তিনি আল্লাহ্র বাণী পাঠ করেন, ‘আর এরকমই হয়ে থাকে তোমার পালনকর্তার পাকড়াও, যখন তিনি কোন জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুলুমের দরুন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অতীব যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠোর’ *(হূদ ১১/১০২; বুখারী হা/৪৬৮৬)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২৪

যুলুম-নির্যাতন ও অপশাসনের শৃংখলমুক্ত বাংলাদেশ
চাই সুশাসন, ন্যায়বিচার ও ইনছাফ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧، عدد : ١٢، صفر وربيع الأول ١٤٤٦ هـ/ سبتمبر ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

সীরাত কোর্সে অংশগ্রহণ করে **পবিত্র ওমরাহ পালনের** সুযোগ নিন

৩ মাস ব্যাপী
সীরাত কোর্স
(অনলাইন)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর
অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম
হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী
ঘরে বসে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের অনন্য প্লাটফর্ম।

পুরস্কার
পবিত্র ওমরাহ সফর (৩ জন) ও রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন।
বিশেষ পুরস্কার ১০,০০০/- (৭ জন) অথবা সমমূল্যের বই।

কোর্সে যা থাকছে-
- ৩০টি লাইভ ক্লাস
- ক্লাস নোট
- ক্লাসের ভিডিও
- কুইজ টেস্ট
- সার্টিফিকেট

কোর্সের সময় : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, প্রতি রবি ও বুধবার রাত ৮:৩০-১০টা পর্যন্ত
ক্লাস শুরু : ২রা অক্টোবর; বুধবার।
কোর্স ফী : ২০০০ টাকা
উপহার হিসাবে প্রত্যেকের জন্য থাকছে 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | যোগাযোগ : ০১৬০৬-৩২৫২০২
www.academy.hfeb.net | hfonlineacademy | hfonlineacademy | hfonline.ac@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউয়াল	১৪৪৬ হি.
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪৩১ বাং
সেপ্টেম্বর	২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে হাদীছ :**
  - ফিৎনা কালে বাতিল ক্বিয়াস সমূহ থেকে সাবধান ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধ :**
  - পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ *(শেষ কিস্তি)* ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - কুরআন নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে? ১১
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - শারঈ মানদণ্ডে ঈদে মীলাদুন্নবী ১৭
    -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান : স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২৩
- **সময়ের ভাবনা :**
  - কোটা সংস্কার থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের পথে ২৯
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **শিক্ষাঙ্গন :** ৩১
  - পরামর্শ হোক শিক্ষকের সাথে *-সারওয়ার মিছবাহ*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - হাদিয়া অন্তর পরিবর্তন করে *-নাজমুন নাঈম* ৩৩
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - অতি রোমান্টিকতা ও বৈবাহিক জীবনের টানাপোড়েন ৩৪
    -সারওয়ার মিছবাহ
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- **স্বাস্থ্যকথা :** ৩৮
  - চিয়া সিড খাওয়ার দারুণ কিছু উপকারিতা
  - লাল না সাদা ডিম; মুরগী, হাঁস না কোয়েলের ডিম? কোনটির পুষ্টিগুণ বেশী?
- **কবিতা :** ৩৯
  - নববার্তা ▸ মহাপুরুষ ▸ সাংবাদিক ▸ শাসক ওমর (রাঃ)
- **বিশেষ প্রতিবেদন :** ৪০
  - কোটা আন্দোলন : ৩৬ দিনে ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের পতন *-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ*
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮
- **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

স্বভাবধর্মের বিকাশ চাই!

গত ১লা জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে যা ঘটে গেল, তা রীতিমত বিস্ময়কর। যা পৃথিবীর তাবৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে দারুণ ঝাঁকুনি দিয়েছে। মেধা আল্লাহ্র দান। কিন্তু যখনই সেই মেধার স্বাভাবিক বিকাশে ও তার মূল্যায়নে সরকার নানাবিধ কোটা চাপিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তখন শিক্ষার্থীরা তাদের বৈধ অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হয়। কিন্তু সরকার প্রধান সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের নাতি-পুতি' বলে আখ্যায়িত করে কঠোর হস্তে দমনের নির্দেশ দেন। ফলে পুলিশ অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের বুকে ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার প্রকাশ্যে পুলিশ গুলি চালায় ও সেখানেই তাকে উপর্যুপরি গুলি করে হত্যা করে। এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ফলে একটি শান্ত আন্দোলন অশান্ত হয়ে ওঠে। তখন গণতন্ত্রের মানসকন্যা বলে খ্যাত শেখ হাসিনা ৫ই আগস্ট সোমবার গণভবনে তারই নিযুক্ত সেনাপ্রধানের বেঁধে দেওয়া ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে তড়িঘড়ি বঙ্গভবনে গিয়ে পদত্যাগ পত্রে সই করেন। অতঃপর বোন রেহানাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তার পুরানো আশ্রয় আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ভারতে। যে দেশটির প্রতি তার কোন প্রতিবেশী দেশ কখনোই খুশী নয়। অন্য কোন দেশ তাকে আশ্রয় দিতে রাযী হচ্ছে না। ভিজিট ভিসার দেড় মাস মেয়াদের বেশী তিনি ভারতে থাকতে পারবেন না। তখন দেখা যাবে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আশ্রিত আসামের স্বাধীনতাকামী উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে তারই করা 'বন্দী বিনিময় চুক্তি' বলে ভারত তাকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবে। ফলে হাসিনার তৈরী ফাঁদে হাসিনা নিজেই আটকে যাবেন। যা তিনি কখনই ভাবেননি। অতঃপর হত্যা, গণহত্যা ও সর্বোচ্চ দায়িত্বে খেয়ানতের বিরুদ্ধে 'মানবতা বিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে' মামলা হবে। যার পরিণতিতে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। কারণ এখন তার অনুগত আপিল বিভাগ ও প্রধান বিচারপতি নেই। সেই সঙ্গে যোগ হবে প্রধান আসামী হিসাবে ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পিলখানায় ৫৭ জন ফ্রন্টলাইন বিশেষজ্ঞ চৌকষ সেনা কর্মকর্তা সহ ৭৪ জন বিডিআর হত্যার মামলা। কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর গুলি চালিয়ে শেখ হাসিনা যেভাবে পদত্যাগ করে পালিয়েছেন, ১৯৭১ সালে টিক্কা খান তেমনি 'মেট্টি চাহিয়ে, আদমী নেহী, অর্থাৎ মাটি চাই, মানুষ নয়' বলে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে হারিয়েছিলেন। *(পিলখানা সম্পর্কে দ্র. সম্পাদকীয়, 'আমরা শোকাহত, স্তম্ভিত, শংকিত' ১২/৬ সংখ্যা, মার্চ'০৯)*।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ভারতের সাথে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি সই করে যে স্বাধীন (!) বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায়, সেখানে সংবিধানে ভারতের চাপানো ৪টি মূলনীতি যুক্ত করা হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। যা কখনোই এদেশের গণ মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসের অনুকূলে ছিল না। কোনদিন এর উপরে গণভোটও হয়নি। ফলে মানুষের স্বভাবধর্মের বিরোধী এইসব মতবাদের তলায় পিষ্ট এদেশের ৯১ শতাংশ মুসলিম নাগরিক সর্বদা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করেছে। এদেশের রাজনীতিতে চলেছে দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা। যেখানে ইলিশ মাছ ও পুঁটি মাছে কোন প্রভেদ নেই। সম্মানী-অসম্মানী কোন ভেদাভেদ নেই। যেখানে কালো টাকা ও দলীয় সশস্ত্র ক্যাডারদের কদর বেশী। যেখানে ঘুষ ও দুর্নীতির অবাধ লাইসেন্স থাকে। যেখানে শিক্ষামন্ত্রীরা হয় দেশের চিহ্নিত নাস্তিক ও ইসলামের শত্রু। দেশের অর্থনীতি চলে সূদের ভিত্তিতে। যা মানুষের রক্ত শোষণ করে। এদেশের বিচার বিভাগে চলে বিগত যুগের ফেলে আসা অন্যায়ভাবে কারাগারে পচানোর নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থা। ২রা আগস্ট শুক্রবার জুম'আর খুৎবায় আমরা সূরা নিসা ৭৫ আয়াত উদ্ধৃত করে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিলাম 'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ হ'তে তুমি আমাদের উদ্ধার কর। আর তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য একজন নেতা নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত কর'। সেদিন সারা দেশের মানুষ যেন একই প্রার্থনা করেছিল। আর তাতে সাড়া দেন সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। ফলে ৫ই আগস্ট সোমবার বাংলাদেশের বুক থেকে আওয়ামী দুঃশাসনের জগদ্দল পাথর নেমে যায়। মানবতা হাফ ছেড়ে বাঁচে।

এক্ষণে আমাদের একান্ত কামনা বাংলাদেশে স্বভাবধর্ম ইসলামের অবাধ ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটুক! আল্লাহ বলেন, 'অতএব তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' *(রূম ৩০/৩০)*। যে স্বভাবধর্মকে ধ্বংস করে পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্র। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত লক্ষাধিক মুমিনের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু *(ছহীহাহ হা/২৭০০)*। ইসলামে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যেখানে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলে কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্র দেওয়া সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ, নদী-সাগর ও মহাসাগর যেমন সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর, আল্লাহ প্রেরিত ইসলামের বিধান সমূহ তেমনি সকলের জন্য সমভাবে কল্যাণকর। দুই দিকে কুফরিস্তান ও একদিকে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত ৩য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রটি ইসলামী চেতনা নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকুক, এই মুহূর্তে আমরা সেই প্রার্থনা করি।

রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য আমরা জাতির নিকটে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করতে চাই।- **(১)** রাষ্ট্রীয় আইনের মূল উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ। যেখানে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল নিহিত রয়েছে। **(২)** অভ্যুত্থানকারীদের সম্মিলিত প্রস্তাবে দেশের একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। যিনি ইসলামী জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে যোগ্য হবেন। (৩) প্রেসিডেন্ট একটি সীমিত সংখ্যক 'মজলিসে শূরা' বা পার্লামেন্ট মনোনয়ন দিবেন। যারা তাঁকে ইসলামী বিধান মতে পরকালীন স্বার্থে সুপরামর্শ দিবেন। প্রয়োজনে রাষ্ট্রের অন্যান্য গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও দেশপ্রেমিক পত্র-পত্রিকা উক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। **(৪)** দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবে না। প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়া হবে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহ থাকবে। মানবসেবা ও প্রশাসনকে দিক-নির্দেশনা দান হবে সকল সংগঠনের মূল লক্ষ্য। **(৫)** আইন, বিচার ও প্রশাসন বিভাগের কাঠামো আপাতত ঠিক রেখে চেয়ার থেকে দেশবিরোধী ও চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের সরিয়ে দিতে হবে এবং তদস্থলে আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোকদের বসাতে হবে। পলাতক ও দেশের অর্থ পাচারকারীদের পাচারকৃত অর্থ দ্রুত ফেরত এনে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, দক্ষিণ কোরিয়া স্বাধীন হওয়ার পর পাচারকারীদের আটক করে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে ৯০% পাচারকৃত অর্থ ফেরৎ আনতে সক্ষম হয়েছিল। কথিত 'আয়না ঘর' নামক নির্যাতন কক্ষগুলি চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে এবং যারা এগুলি করেছে, তাদেরকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে। প্রচলিত দীর্ঘসূত্রী বিচারব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামের প্রত্যক্ষ বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি সমূহ চালু করতে হবে। প্রচলিত সূদী অর্থনীতি বাতিল করে নিখাদ ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে। যাতে দেশে যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার না পাওয়া যায়। যেমনটি হয়েছিল ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন! *(স.স.)*।

ফিৎনা কালে বাতিল ক্বিয়াস সমূহ থেকে সাবধান

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ. قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ- رواه الدارمى-

শাক্বীক্ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ফিৎনা তোমাদের আচ্ছন্ন করবে। যার মধ্যে বড়রা বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বেড়ে উঠবে। আর সেটিকেই লোকেরা সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করবে। যখন তা পরিবর্তন করা হবে, তখন লোকেরা বলবে, সুন্নাতকে পরিবর্তন করে ফেলা হ'ল! তারা জিজ্ঞেস করল, হে আবু আব্দুর রহমান! এটা কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে দরবেশের সংখ্যা বেশী হবে এবং বিশেষজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে। নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা হ্রাস পাবে। আখেরাতের কাজের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করা হবে' *(দারেমী হা/১৯১)*।

২১শে রামাযান ক্বদর রাতে বা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সোমবার 'ইক্বরা' বিসমে রব্বেকা... প্রথম ৫ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) 'নবুঅত' লাভ করেন। তার কয়েকদিন পর সূরা মুদ্দাছ্ছির প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হলে তিনি 'রিসালাত' লাভ করেন। ১ম অহি-কে 'অহিয়ে নবুঅত' এবং ২য় অহি-কে 'অহিয়ে রিসালাত' বলা যেতে পারে। অতঃপর তাঁর দিন-রাতের দাওয়াতে মক্কায় সংস্কারের যে ঢেউ ওঠে, তা কেবল মক্কা নয় পুরা আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যে মুহাম্মাদ কখনোই লেখাপড়া শিখেননি, তিনি নুযূলে অহি-র মাধ্যমে সসীম জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অসীম জ্ঞানের সন্ধান পেলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, হে চাদরাবৃত! উঠে দাঁড়াও! ভোগবাদী মানুষকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচাও! সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কর! শিরকী জাহেলিয়াতের কলুষময় পোষাক ঝেড়ে ফেল! মানুষের মনোজগতে ও কর্মজগতে আমূল সংস্কার সাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো! তাকে জানিয়ে দাও দুনিয়া নয়, আখেরাতে জান্নাত লাভই হবে মানুষের পার্থিব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

শুরু হ'ল নতুনের শিহরণ ও আন্দোলন। কিন্তু ইবলীসের শিখণ্ডীরা বসে থাকেনি। তারা এর বিরুদ্ধে নানাবিধ সন্দেহ-সংশয় ও দুনিয়াবী লোভ-লালসার জাল বিস্তার করে চলল। ফলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হ'ল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-দুর্বল বিশ্বাসী লোকদের ভিড় জমলো। অবশেষে রাসূলকে মদীনায় হিজরত করতে হ'ল। সেখানে দেখা দিল কপট বিশ্বাসী, ইহূদী-খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের সশস্ত্র বাধা। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসীদের সামনে কিছুই টিকেনি।

ইসলামের বিজয় ঠেকানোর জন্য শয়তান সকল যুগে ইসলামের নামে যেসব ফাঁদ পেতে রাখে, তার কিছু নমুনা নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। যাতে জান্নাত পিয়াসী মুমিন সেসব থেকে সতর্ক থাকে। যেমন-

(১) শা'বী (২১-১০৩ হি.) বলতেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা ক্বিয়াসের অনুসারী হও, তাহ'লে অবশ্যই হালালকে হারাম করবে ও হারামকে হালাল করবে' *(দারেমী হা/১৯৮)*।

(২) আবু ক্বিলাবাহ (মৃ. ১০৪ হি.) বলেন, তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের নিকটে বসবে না এবং তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। কেননা আমি এ ব্যাপারে আশংকামুক্ত নই যে, তারা তোমাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করবে না। কিংবা তোমাদের চেনা-জানা বিষয়গুলিকেও তারা তোমাদের নিকটে সন্দেহপূর্ণ করে তুলবে' *(দারেমী হা/৪০৫)*।

(৩) নাফে' (মৃ. ১১৭ হি.) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। জওয়াবে তিনি বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, সে বিদ'আত উদ্ভাবন করেছে। অতএব যদি সে বিদ'আত সৃষ্টি করে থাকে, তাহ'লে তুমি তাকে আমার সালাম জানাবে না' *(দারেমী হা/৪০৭)*।

(৪) মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (৪০-১২৩ হি.) বলেন, মুসলিম বিন ইয়াসার (মৃ. ১০০ হি.) বলতেন, তোমরা অবশ্যই ঝগড়া ও বিতর্ক হ'তে সাবধান থাকবে। কেননা সেটা হ'ল একজন আলেমের অজ্ঞতার মুহূর্ত এবং এর দ্বারা শয়তান তার পদস্খলনের সুযোগ খুঁজবে' *(দারেমী হা/৪১০)*।

(৫) মাকহূল (১১২ হি.) হ'তে বর্ণিত, ওয়াছিলাহ বিন আসক্বা' (রাঃ) বলেন, আমরা যখন তোমাদের নিকটে হাদীছের অর্থ বর্ণনা করি, তখন সেটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে' *(দারেমী হা/৩২৪)*।

(৬) জারীর বিন হাযেম (মৃ. ১৭০ হি.) বলেন, হাসান বছরী (২১-১১০ হি.) এমনভাবে হাদীছ বর্ণনা করতেন যাতে মূল (অর্থ) একই হ'ত, কিন্তু শব্দ সমূহ পৃথক হ'ত' *(দারেমী হা/৩২৬)*।

(৭) আব্দুল্লাহ বিন যামরাহ (৮১ হি.) কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই অভিশপ্ত। কেবল কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষা অর্জনকারী এবং কল্যাণের শিক্ষা দানকারী ব্যতীত' *(দারেমী হা/৩৩১)*।

(৮) অহাব বিন মুনাব্বিহ (৩৪-১১৪ হি.) বলেন, যে সময়টুকু ইল্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই সময়টুকু (নফল) ছালাত আদায়ের চাইতে আমার নিকটে অধিক প্রিয়। হয়তো তাদের কেউ এমন কথা শুনবে যা দ্বারা সে সারা বছর কিংবা আমৃত্যু উপকৃত হবে' *(দারেমী হা/৩৩৫)*।

(৯) হাসান বিন ছালেহ (১০০-১৬৯ হি.) বলেন, লোকেরা

যেভাবে তাদের খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী, তেমনিভাবে তারা তাদের দ্বীনের বিষয়ে ইলমের মুখাপেক্ষী' *(দারেমী হা/৩৩৬)*।

বাতিল ক্বিয়াস সমূহের কিছু নমুনা

১. আক্বীদা বিষয়ে : (১) (হানাফী মাযহাব মতে) ঈমান ও তাওহীদ বিষয়ে সকল মুমিন সমান' *(মুক্বাদ্দামা হেদায়া ১/২০)*। (তাহ'লে কি নবী ও তার উম্মতের ঈমান সমান?) (২) ফাসেক মুসলমান সাধারণ ফিরিশতাদের চাইতে উত্তম' *(দুর্রে মুখতার ১/২৪৫)*। (৩) ঈসা (আঃ) অবতরণ করে ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী নির্দেশ দিবেন *(দুর্রে মুখতার ১/২৪)*। (৪) খিযির ইমাম আবু হানীফার নিকটে ৩০ বছর ইল্‌ম শিখেছেন'। খিযির থেকে ইমাম কুশায়রী ৩ বছরে তা হাছিল করেন এবং হাযারও গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর সেগুলি সিন্দুকে ভরে 'জীহূন' নদীতে আমানত রাখেন। শেষ যামানায় ঈসা (আঃ) অবতরণ করে ঐ কিতাব সমূহ বের করে আনবেন ও তা দেখে আমল করবেন' *(দুর্রে মুখতার ১/২৪)*। (৫) রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকল নবী আমার জন্য গর্ব করে। আর আমি আবু হানীফার জন্য গর্ব করি। আবু হানীফা আমার উম্মতের প্রদীপ্ত ভাস্কর' *(দুর্রে মুখতার ১/২২)*। (৬) فلعنة ربنا أعدادَ رَمْل + على من ردَّ قولَ أبي حنيفةَ 'আমাদের প্রতিপালকের বালু কণা সম অগণিত লা'নত বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে + যে ব্যক্তি আবু হানীফার কথা রদ করে (অর্থাৎ গ্রহণ না করে) *(দুর্রে মুখতার ১/২৬)*। অথচ 'ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ তাদের ইমামের দুই তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার বিরোধিতা করেছেন' *(দুর্রে মুখতার ১/২৪)*। (৭) আবু হানীফা ও তার দুই প্রধান শিষ্যের কথা ছহীহ হাদীছের বিপরীত হলে তাদের ইমামদের কথার উপরে আমল করবে, হাদীছের উপরে নয়' *(মুক্বাদ্দামা হেদায়া ১/১১০)*। (৮) অথচ হেদায়া-র গুরুত্ব সম্পর্কে ভূমিকাতে বলা হয়েছে, إنَّ الهدايةَ كالقرآنِ قد نَسخَتْ + ما أُلِّفَتْ قبلَها في الشَّرعِ من كُتُب 'নিশ্চয় হেদায়া হ'ল কুরআনের ন্যায় + যা শারঈ বিষয়ে ইতিপূর্বে রচিত সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে'। এই কিতাবে নিয়ত মুখে বলা 'সুন্দর' হওয়ার পক্ষে লেখক বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হি.) মত প্রকাশ করায় হানাফী সমাজে মুখে 'নাওয়াইতু আন' পড়ার বিদ'আত চালু হয়েছে *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪৬ পৃ. টীকা-১১২)*।

২. ইস্তেঞ্জা বিষয়ে : (১) ইস্তেঞ্জার প্রথমে ও শেষে বিসমিল্লাহ বলবে' *(আলমগীরী ১/৬ পৃ.)*। (২) মানুষের পেশাব মুষ্ঠি ভরে গেলেও ছালাত হয়ে যাবে। পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই' *(হেদায়া ১/২২৬; দুর্রে মুখতার ১/২৫২)*। (৩) যেসব পশুর মাংস হালাল সেসব পশুর পেশাব যদি কাপড়ের এক চতুর্থাংশ ভরে যায় তাতে ছালাত জায়েয হবে' *(হেদায়া ১/২২৭)*। (৪) এমনকি সমস্ত কাপড়ও যদি ভিজে যায় তাতেও জায়েয হবে' *(ইমাম মুহাম্মাদ, কুদূরী ১৭)*।

৩. শূকর ও কুকুর বিষয়ে : (১) শূকর নাপাক নয়' *(আবু হানীফা, দুর্রে মুখতার ১/২৭১)*। (২) শূকরের বেচা-কেনা জায়েয' *(মুনিয়াতুল মুছল্লী ৪৭)*। (৩) কুকুর নাপাক নয়' *(আবু হানীফা, দুর্রে মুখতার ১/১০৫, হেদায়া ১/৯৪, ১১১, ১২৮)*। (৪) কুকুর বেচা-কেনা জায়েয' *(হেদায়া ১/১১২)*। (৫) কুকুরের চামড়া দিয়ে জায়নামায বানানো জায়েয' *(দুর্রে মুখতার ১/১০৫; হেদায়া ১/১১২)*। (৬) শূকরের চামড়া দাবাগত করলে তা পাক হয়ে যায়' *(মুনিয়াতুল মুছল্লী ৪৭)*। (৭) শূকর ব্যতীত অন্য হারাম পশু বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করলে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ, চর্বি ও মাংস পবিত্র হয়ে যায়' *(হেদায়া ৪/১৭২; মুনিয়াতুল মুছল্লী ৪৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে সব পশুর মাংস হারাম, সেসব পশু যবেহ করলে তার মাংস হালাল' *(হেদায়া ১/১১২; শরহ বেক্বায়া ৪৮)*।

এখানে গযনীর বিখ্যাত শাসক সুলতান মাহমূদ (৩৬১-৪২১ হি.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি উঁচুদরের একজন হানাফী আলেম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আত-তাফরীদ' হানাফী ফিক্বহের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইলমে হাদীছের প্রতি তিনি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। মন্ত্রী পরিষদসহ বড় বড় শায়েখদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করতেন এবং তার ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন। এতে তিনি অধিকাংশ হাদীছ শাফেঈ মাযহাবের অনুকূলে পেতেন। ফলে তার হৃদয়ে শাফেঈ মাযহাবের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। একদিন তিনি মার্ভে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের ফক্বীহদের একত্রিত করে যেকোন একটি মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানালেন। তখন তারা সকলে এ মর্মে একমত হলেন যে, সুলতানের সম্মুখে দুই মাযহাবের পদ্ধতিতে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা হবে। অতঃপর তিনি তা পর্যবেক্ষণ করে যেটি সঠিক, সুন্দর ও বিশুদ্ধ মনে করবেন সেটি গ্রহণ করবেন।

অতঃপর যুগশ্রেষ্ঠ ফক্বীহ, হাফেয ও দুনিয়াত্যাগী আলেম শায়েখ আবুবকর ক্বাফফাল আল-মারওয়াযী (৩২৭-৪১৭ হি.) প্রথমে শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে পবিত্র পানি দিয়ে ওযূ করলেন। অতঃপর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে ক্বিবলামুখী হয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে ছালাত শুরু করলেন। অতঃপর যথাযথভাবে ছালাতের আহকাম ও আরকানসহ খুশূ-খুযূ সহকারে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করলেন। অতঃপর সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছালাত শেষ করলেন। কেননা এরূপ পদ্ধতি ব্যতীত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ছালাত বৈধ মনে করতেন না।

এরপর তিনি হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত বৈধ পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের প্রস্তুতি শুরু করলেন। প্রথমে তিনি কুকুরের দাবাগত করা চামড়া পরিধান করে তার এক চতুর্থাংশে নাপাকি লাগিয়ে নিলেন। অতঃপর খেজুরের পচা রস (নাবীয) দিয়ে ওযূ করলেন। এসময় খেজুরের পচা রসের দুর্গন্ধে মাছি ও মশা তাকে ঘিরে ধরল। অতঃপর ক্বিবলা সামনে করে তিনি ফার্সী ভাষায় তাকবীর দিয়ে ছালাত শুরু করলেন।

ফার্সীতে ক্বিরাআত دو برگ سبز (এটি সূরা রহমানের ৬৪ আয়াত مُدْهَامَّتَانِ -এর ফার্সী অনুবাদ) পাঠ করলেন। এরপর রুকূতে গেলেন। রুকূ থেকে মাথা ভালোভাবে না উঠিয়েই সিজদায় চলে গেলেন। অতঃপর মাটিতে ঠোকর দিলেন ও দু'সিজদার মাঝে স্থস্থির বৈঠক করলেন না। অতঃপর রুকূ থেকে মাথা না উঠিয়েই তাশাহহুদের বৈঠকে বসলেন। অতঃপর বায়ু নিঃসরণ করলেন এবং সালাম না ফিরিয়েই ছালাত শেষ করলেন। অতঃপর সুলতান মাহমূদকে বললেন, এটিই হ'ল হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ছালাতের পদ্ধতি।

তখন সুলতান মাহমূদ বললেন, এটি যদি হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ছালাতের পদ্ধতি না হয়, তাহ'লে আমি আপনাকে হত্যা করব। কারণ কোন দ্বীনদার ব্যক্তি এরূপ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় বৈধ বলতে পারেনা। উপস্থিত হানাফী আলেমগণ তাদের ফিক্বহে এরূপ ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বিদ্যমান থাকাকে অস্বীকার করলেন। তখন ক্বাফফাল হানাফী ফিক্বহের কিতাবসমূহ নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেগুলি আনা হ'লে সুলতান মাহমূদ একজন খৃষ্টান পণ্ডিতকে তা পাঠ করতে বললেন। অতঃপর যখন তিনি হানাফী ফিক্বহের কিতাব পাঠ করলেন, তখন সুলতান মাহমূদ বুঝতে পারলেন যে, ক্বাফফাল হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ীই ছালাত আদায় করেছেন। তিনি সত্য বুঝতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে শাফেঈ মাযহাব গ্রহণ করলেন' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭/৪৮৭ পৃ.)*।

এভাবে তিনি মূলত হাদীছকে অগ্রাধিকার দিলেন, মাযহাবকে নয়। ফলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। যেমন ঐতিহাসিক মোল্লা মুহাম্মাদ ক্বাসেম হিন্দুশাহ ঈরানী ওরফে ফিরিশতা (৯৭৮-১০২১ হি.) তাকে 'আহলেহাদীছ' বিদ্বানদের মধ্যে গণ্য করেছেন *(তারীখে ফিরিশতা, কানপুর, ভারত: নওলকিশোর ছাপা ১৩০১ হি., ১ম মাক্বালাহ, ১/৩ পৃ.; থিসিস, পৃ. ২৪১)*।

৪. তায়াম্মুম বিষয়ে : (১) তায়াম্মুমে তারতীব শর্ত নয়' *(শরহ বেক্বায়া ৫৭)*। (২) কাদায় তায়াম্মুম করা জায়েয' *(হেদায়া ১/১৪৫; আলমগীরী ১/৩৫)*। (৩) শূকর বা কুকুরের পিঠের ধুলাবালিতে তায়াম্মুম করা জায়েয' *(আবু হানীফা, হেদায়া ১/১৪৭)*। (৪) জানাযা ও ঈদের ছালাতের জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। যদিও পানি মওজূদ থাকে' *(দুর্রে মুখতার ১/১১৫)*।

৫. মাসাহ বিষয়ে : মোযার উপরে মাসাহ করার কথা ভুলে গেলে এবং হঠাৎ মোযার উপরে পানি পড়ে গেলে, মাসাহ সঠিক হবে' *(শরহ বেক্বায়া ৬২; বেহেশ্তী জেওর ১/৯৩)*।

৬. আযান বিষয়ে : আযান ফার্সী বা যেকোন ভাষায় দেওয়া জায়েয। যদি লোকে বুঝতে পারে যে আযান হয়েছে' *(দুর্রে মুখতার ১/২২৫; হেদায়া ১/৩৪৯)*।

৭. ছালাত বিষয়ে : (১) ছালাতে যদি কেউ ছিয়ামের নিয়ত করে তবে সেটি জায়েয' *(দুর্রে মুখতার ১/২০৫)*। (২) আরবী জানা থাকলেও ছালাত যেকোন ভাষায় শুরু করা জায়েয' *(দুর্রে মুখতার ১/২১০, ২২৪; আলমগীরী ১/৯৩)*। (৩) শুরুতে আল্লাহু আকবরের স্থলে আল্লাহুল আকবর বা আল্লাহ কাবীর বা আল্লাহুল কাবীর, ইয়া আল্লাহু আকবা-র অথবা ইয়া আল্লাহুল আকবা-র বলা জায়েয' *(আবু ইউসুফ, দুর্রে মুখতার ১/২২৪; কুদূরী ২২; হেদায়া ১/৩৪৫)*। (৪) ছালাতের মধ্যকার সকল দো'আ যেকোন ভাষায় জায়েয' *(আবু হানীফা, দুর্রে মুখতার ১/২২৪ ও ২৫; শরহ বেক্বায়া ৯২; হেদায়া ১/৩৪৯)*। (৫) আরবী জানা সত্ত্বেও ক্বিরাআত ব্যতীত সকল দো'আ অন্য ভাষায় পড়া জায়েয' *(আবু হানীফা, দুর্রে মুখতার ১/২২৫)*। (৬) সুবহানাকাল্লা হুম্মা ছানা পড়ার সময় হাত উঁচু করে ধরে রাখবে এবং ছানা শেষ হলে হাত বাঁধবে' *(দুর্রে মুখতার ১/২২৬)*। (৭) মহিলারা বুকে হাত বাঁধবে' *(হেদায়া ১/১৫১; দুর্রে মুখতার ১/২২৬)*। (যদিও মহিলাদের জন্য খাছ করার কোন দলীল নেই)। (৮) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ তাহরীমী। তবে ছালাত শুদ্ধ হবে' *(দুর্রে মুখতার ১/২৫২; আলমগীরী ১/১৫০)*।

(৯) জানাযার ছালাতে যদি কেউ ছানার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ে তবে সেটা জায়েয *(দুর্রে মুখতার ১/৮৭, ১১৪)*। (১০) কোন কোন বিদ্বান বলেন, আমি যদি ছালাতে মুক্তাদী হই, সূরা ফাতিহা না পড়ি, তাহ'লে ইমাম শাফেঈ আমাকে তিরস্কার করবেন। আর যদি পড়ি, তাহ'লে ইমাম আবু হানীফা ক্রুদ্ধ হবেন। সেজন্য আমি মুক্তাদী না হয়ে ইমামতি করাকেই বেছে নিয়েছি' *(দুর্রে মুখতার ১/২৫৬)*। (১১) যদি সূরা ফাতিহার পরিবর্তে কুরআনের অন্য কোন অংশ পড়ে, তাতে ফরয আদায় হয়ে যাবে' *(হেদায়া ১/৪২৫)*। (১২) জেহরী বা সের্রী কোন ছালাতেই মুক্তাদী কোন ক্বিরাআত পড়বে না' *(হেদায়া ১/৪২৮)*। (১৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়লে তার মুখে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও পাথর মারবে' *(হেদায়া ১/৪৩৭)*। (১৪) সশব্দে আমীন বলা ও রুকূর আগে বা পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা মাকরূহ' *(মুনিয়াতুল মুছল্লী ৮৮, ৮৯)*। (১৫) সিজদা কেবল নাক অথবা কপালের উপর দেওয়া জায়েয *(হেদায়া ১/৩৭৫)*। (১৬) মহিলারা সিজদার সময় পেটকে তাদের দু'রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে' *(দুর্রে মুখতার ২২৪; আলমগীরী ১/১৬)*। (১৭) মহিলারা বৈঠকে বসার সময় দুই পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপরে বসবে' *(হেদায়া ১/৩৯১; শরহ বেক্বায়া ১০৬)*। (১৮) মহিলাদের জামা'আত মাকরূহ তাহরীমী ও বিদ'আত' *(হেদায়া ১/৪৫০)*। (১৯) মাইয়েতের ক্বাযা ছালাতের জন্য কাফফারা জায়েয' *(দুর্রে মুখতার ১/৩৪৬)*।

(২০) খুৎবা যদি এক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পরিমাণ হয়, সেটাই যথেষ্ট হবে *(শরহ বেক্বায়া ১৪৭)*। (এটাতে মানুষ সন্তুষ্ট হবে না ভেবে এখন 'খুৎবা পূর্ব বয়ান' নামে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করা হয়েছে। যা বিদ'আত)। (২১) জুম'আ ও ঈদায়েনের ছালাত গ্রামে জায়েয নয়, শহরের বড় জামে মসজিদ ব্যতীত' *(শরহ বেক্বায়া ১৪৭, ১৫০; হেদায়া ১/৬৪১)*। (২২) জুম'আর দিন রূহ সমূহ একত্রিত হয় *(দুর্রে মুখতার ১/৩৮৩)*। (সম্ভবত এ কারণেই জুম'আ ও ঈদের দিন লোকেরা কবর যিয়ারতে গমন করে)। (২৩) গ্রামে বা বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রথম জুম'আ পড়া জায়েয নয়। সেকারণ

(জুম'আর ছালাতের পর) 'এহতিয়াত্বী যোহর' ৪ রাক'আত পড়তে হবে' *(আবু হানীফা, দুর্রে মুখতার ১/৩৭১)*। (২৪) ঈদুল আযহার তাকবীর সরবে বলা বিদ'আত *(হেদায়া ১/৬৭৪)*। (২৫) জোর করে আনা পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয' *(শরহ বেক্বায়া ৫৫৯)*। (২৬) গ্রামে ঈদুল আযহার ছালাতের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয। অতএব (শহরে) ঈদুল আযহার ছালাতের পূর্বে কুরবানী করার হীলা বা কৌশল এই যে, পশুটি গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে ছালাতের পূর্বে যবহ করবে' *(দুর্রে মুখতার ৪/১৮৫; বেহেশতী জেওর ৩/৪৭)*।

৮. যাকাত বিষয়ে : (১) কাউকে পুরস্কার দেওয়ার নামে যাকাত দিলে এবং অন্তরে নিয়ত করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে' *(বেহেশতী জেওর ৩/৩৫)*। (২) যাকাত না দেওয়ার হীলা এই যে, যার নিকটে নেছাব পরিমাণ সম্পদ আছে বছর শেষ হওয়ার পূর্বে এক দিরহাম দান করে দিবে অথবা কিছু দিরহাম নিজের সন্তানদের 'হেবা' করে দিবে, যাতে সম্পদ নেছাব থেকে কমে যায় এবং যাকাত ওয়াজিব না হয়'। ইমাম আবু ইউসুফ বছরের শেষে তার স্ত্রীকে সম্পদ 'হেবা' করে দিতেন। অতঃপর পরের বছর তার স্ত্রীর সম্পদ নিজের নামে 'হেবা' করে নিতেন। যাতে যাকাত মওকূফ হয়ে যায়'। ইমাম গাযালী বলেন, এটি সঠিক। কেননা এটি দুনিয়াবী ফিক্বহ। কিন্তু আখেরাতের জন্য ক্ষতি। এটি হ'ল ক্ষতিকর ইল্‌মের দৃষ্টান্ত' *(গাযালী, এহইয়াউল উলূম (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ ১/১৮)*। (৩) যে ব্যক্তি যাকাতের টাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে চায়, তার হীলা এই যে, যাকাত কাউকে দিয়ে দিবে। অতঃপর সে সেটি মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করবে' *(দুর্রে মুখতার ১/৪৩৭)*।

৯. ফিদইয়া বিষয়ে : যদি কোন ব্যক্তি তার পিতার ক্বাযা ছিয়ামের ফিদইয়া না দিতে চায়, তার হীলা এই যে, দুই সের গম কোন ফকীরকে দিয়ে দিবে। অতঃপর তার নিকট থেকে হেবা হিসাবে চেয়ে নিবে, যতদিন ক্বাযা ছিয়ামের ফিদইয়া শেষ না হয়, ততদিন সে এভাবে করবে' *(আলমগীরী ৪/১০৪৪)*।

১০. হজ্জ বিষয়ে : মদীনা হারাম নয় (হানাফীদের নিকট) *(দুর্রে মুখতার ১/৬১৯)*। (যা হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী)।

১১. বিবাহ বিষয়ে : (১) 'নিকাহে মুতা' বা ঠিকা বিবাহ জায়েয, যুফার (রহঃ)-এর নিকট' *(শরহ বেক্বায়া ২৩৮)*। (২) মোহর হিসাবে মদ বা শূকর প্রদান করলেও বিবাহ জায়েয হবে' *(শরহ বেক্বায়া ২৪৯)*।

১২. দুধপান বিষয়ে : দুধপানের মেয়াদ আবু হানীফার নিকট আড়াই বছর এবং ইমাম যুফারের নিকট ৩ বছর *(শরহ বেক্বায়া ২৬১; কুদূরী ১৭০)*। (অথচ কুরআনে এসেছে পূর্ণ ২ বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

১৩. তালাক বিষয়ে : পিতা যদি তার মেয়েকে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দেয়, তাহ'লে সাবালিকা হওয়ার পর মেয়ে ঐ বিয়ে বাতিল করতে পারবে না' *(হেদায়া ২/৪১)*। (অথচ সাবালিকা হওয়ার পর অনিচ্ছুক হ'লে মেয়ে ঐ বিয়ে বাতিল করতে পারে *(আবুদাঊদ হা/২০৯৬; মিশকাত হা/৩১৩৬)*।

১৪. বংশ নির্ধারণ বিষয়ে : (১) স্বামীর বসবাস যদি এমন দূরত্বে হয়, যা এক বছরেও সাক্ষাৎ হয় না। অথচ ৬ মাস পরেই যদি স্ত্রীর বাচ্চা হয়, তাহ'লেও ঐ সন্তান জারজ হবে না। বরং এটি ঐ স্বামীর জন্য কেরামত হিসাবে গণ্য হবে' *(দুর্রে মুখতার ২/১৪০)*। (২) স্বামী কয়েক বছর বিদেশে আছে, এদিকে স্ত্রীর সন্তান হয়েছে। তথাপি এটি স্বামীর সন্তান হবে। জারজ নয়' *(বেহেশতী জেওর ৪/৬৯)*।

১৫. ইদ্দত পালন বিষয়ে : স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতকালে স্ত্রীর ৩দিন কালো পোষাক পরা জায়েয' *(দুর্রে মুখতার ২/২২৯)*। (অথচ এটি রাফেযী শী'আ ও খৃষ্টানদের রীতি)।

১৬. দণ্ডবিধি বিষয়ে : (১) অল্প বয়স্কা মেয়ে বা মৃতা বা পশুর সাথে সঙ্গম করলে তার কোন দণ্ড নেই' *(দুর্রে মুখতার ২/৪০২)*। (২) মাহরাম নারী (মা, বোন, মেয়ে, খালা, ফুফু প্রমুখ)-এর সাথে যদি কেউ হারাম জেনেও বিয়ে করে এবং হালাল মনে করে সঙ্গম করে, তাহ'লে তার কোন দণ্ড নেই' *(আবু হানীফা, দুর্রে মুখতার ২/৪১৪; হেদায়া ২/৪৫৭)*। (৩) যবরদস্তী যেনা করায় বা মজুরী দিয়ে যেনা করায় কোন শাস্তি নেই *(দুর্রে মুখতার ২/৪১৬; আলমগীরী ২/৬১১)*। (৪) রাষ্ট্রপ্রধান যেনা করলে তার শাস্তি নেই' *(দুর্রে মুখতার ২/৪১৭; হেদায়া ২/৪৬৩; শরহ বেক্বায়া ৩৩২)*। (৫) লেওয়াতাত বা পায়ু পথে সঙ্গম করায় কোন শাস্তি নেই' *(আবু হানীফা, শরহ বেক্বায়া ৩৩১; কুদূরী ২২৬)*। (৬) কাফন চোরের কোন শাস্তি নেই' *(দুর্রে মুখতার ২/৪৫২)*। (৭) কারো দুধ, মাংস, কাঠ, ঘাস, ফল, মাঠের দাঁড়ানো ফসল, মসজিদের দরজা, কারু কুরআন ও কারো সম্পদ লুট করায় কোন শাস্তি নেই' *(শরহ বেক্বায়া ৩৩৭)*। (৮) বায়তুল মাল বা সরকারী সম্পদ চুরি করলে শাস্তি নেই' *(শরহ বেক্বায়া ৩৩৮)*। (৯) হানাফী যদি শাফেঈ হয়ে যায়, তাহ'লে তাকে শাস্তি দিতে হবে' *(দুর্রে মুখতার ২/৪৪৩; আলমগীরী ২/৭০২)*। তার সাক্ষ্য কবুল হবে না এবং বিয়ের উকীল হিসাবে তার সাক্ষ্য কবুল হবেনা' *(দুর্রে মুখতার ৩/২৯৭)*। (যদিও বলা হয় চার মাযহাব ফরয এবং চার মাযহাবই সত্য)

১৭. নেশাদার দ্রব্য বিষয়ে : (১) মদ খেয়ে বমি করার পর তার কোন শাস্তি নেই। এমনকি গন্ধ চলে যাওয়ার মদ্যপানের স্বীকৃতি দিলেও তার কোন শাস্তি নেই' *(আলমগীরী ২/৬২৭)*। (২) ৯ পেয়ালা মদ খাওয়ার পর নেশা না হলে এবং ১০ম পেয়ালা খাওয়ার পর নেশা হলে ১০ম পেয়ালাটাই হারাম। আগের ৯ পেয়ালা হারাম নয়' *(দুর্রে মুখতার ৪/২৬৪)*। (৩) মদ ব্যতীত অন্যান্য মাদক দ্রব্যে যতক্ষণ নেশা না আসে, ততক্ষণ তা পান করা হারাম নয়' *(হেদায়া ২/৪৭৬)*। (সম্ভবত এ কারণেই হুক্কা, তামাক, জর্দা, গুল, বিড়ি-সিগারেট, ভাং ইত্যাদিকে অনেকে 'মাকরূহ' বলে জায়েয করে নেন)।

অতএব জান্নাত পিয়াসী মুমিনগণ সাবধান! আল্লাহ আমাদের এসব বাতিল ক্বিয়াস থেকে বিরত থাকার তওফীক দিন।-আমীন!

[সূত্র : 'হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ' লেখক : মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী; তাছহীহ : ছহীহ বুখারীর অনুবাদক ও ভাষ্যকার আল্লামা দাউদ রায (ইদারাহ দাওয়াতুল ইসলাম, মুমিনপুরা, বোম্বাই-১১, তাবি.]

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

৬. দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা :

মানব জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে। কিন্তু তা যদি মানুষকে ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে অনুপ্রাণিত করে এবং আখেরাত থেকে ভুলিয়ে না রাখে তবে তা নিন্দনীয় নয়। যেমন জমি কর্ষণ করে ফল-ফসল উৎপাদন ও তা ভোগ করা; বিবাহ-শাদী করা, সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন করা। যাতে মানববংশ অব্যাহত থাকে। এসব শরী'আত সম্মত। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ নিতে ভুলো না। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ (ছাদাক্বা) কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তুমি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

পক্ষান্তরে নিন্দনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, যা মানুষকে দুনিয়ামুখী করে, মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দেয়, আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দেয়। এটা থেকেই মহান আল্লাহ বান্দাকে সাবধান করেছেন। কারণ এগুলো হচ্ছে ঐসব লোকের বৈশিষ্ট্য যাদের দ্বীনদারী নেই এবং আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি অবশ্যই তাদেরকে পাবে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্যদের চাইতে অধিক আসক্ত, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে সে যেন হাযার বছর বেঁচে থাকে। অথচ এরূপ দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুতঃ তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/৯৬)*। সুতরাং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষায় কোন কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণ রয়েছে নেক আমলে। কেননা দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মৃত্যু থেকে গাফেল রাখে, আখেরাত ভুলিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، 'ছাড় ওদেরকে। ওরা খানা-পিনা করতে থাকুক আর দুনিয়া ভোগ করতে থাকুক। আশা-আকাঙ্ক্ষা ওদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। অতঃপর শীঘ্র ওরা জানতে পারবে' *(হিজর ১৫/৩)*। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، 'বান্দা যখন দীর্ঘ আশা করে, তখন তার আমল খারাপ হয়ে যায়'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার এক সফরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করে পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আর একটু সামনে গেলেই তো পানি পাওয়া যেত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا يُدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ، 'আমি কিভাবে জানব, আমি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি-না?'[২] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، 'তুমি দুনিয়াতে অপরিচিত ব্যক্তি বা পথিকের মত হয়ে থাকো'। এরপর থেকে ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হ'লে সকালের আশা করো না এবং সকালে উপনীত হ'লে সন্ধ্যার আশা করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে তুমি তোমার জীবনকে কাজে লাগাও'।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম হ'তে জাগ্রত হ'লে তাঁর গায়ে মাদুরের দাগ দেখা গেল। আমরা বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার জন্য যদি একটি নরম বিছানার ব্যবস্থা করতাম! তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির বৈ কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল'।[৪]

মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বৃদ্ধ লোকের হৃদয় দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা'।[৫] তিনি আরো বলেন, نَجَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِاليَقِينِ وَالزُّهْدِ، وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالبُخْلِ وَالأَمَلِ، 'এ উম্মতের প্রথম দিকের লোকেরা দৃঢ় বিশ্বাস ও দুনিয়া বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে। আর এ উম্মতের শেষ দিকের লোকেরা কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে ধ্বংস হবে'।[৬] সুতরাং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আবূ আব্দুর রহমান আস-সালামী বলেন, আলী (রাঃ) একবার কূফায় দেওয়া এক ভাষণে বলেন, 'হে জনগণ! আমি তোমাদের দু'টি জিনিসকে সবচেয়ে বেশী ভয় পাই, অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে আখেরাত ভুলিয়ে দিবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ তোমাদেরকে হক থেকে বিচ্যুত করে দিবে। সাবধান! দুনিয়া পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে এবং আখেরাত এগিয়ে আসছে। আর প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে একদল মানুষ। অতএব তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার গোলাম হয়ো না। কেননা আজকের দিনটি কর্মের দিন,

১. *শানক্বীতী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ২/২৫৩।*

২. *আহমাদ হা/২৬১৪; ছহীহাহ হা/২৬২৯, সনদ হাসান।*
৩. *বুখারী হা/৬৪১৬; তিরমিযী হা/২৩৩৩; মিশকাত হা/১৬০৪।*
৪. *তিরমিযী হা/২৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৯; মিশকাত হা/৫১৮৮।*
৫. *বুখারী হা/৬৪২০; মুসলিম হা/১০৪৬; আহমাদ হা/১০৫১৯।*
৬. *ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৪০, হাসান লিগায়রিহী।*

www.at-tahreek.com

যেখানে ফলাফল নেই। আর কালকের দিনটি ফলাফলের দিন, যেখানে কর্ম নেই'।[৭]

সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোককে দেখলে আমি আশ্চর্য হই- (১) সেই ব্যক্তি, যে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মৃত্যুকে নিয়ে আদৌ চিন্তা করে না। অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, (২) মৃত্যু থেকে গাফেল ব্যক্তি, অথচ মৃত্যুর পরেই তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যাবে, (৩) সেই ব্যক্তি, যে গাল ভরে হাসে, কিন্তু সে জানে না যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি রাগান্বিত'।[৮]

আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করে, মহান আল্লাহ তাকে চারভাবে সম্মানিত করেন, (১) তাকে আল্লাহ্র অনুগত্যে অবিচলতা দান করেন। (২) তার পার্থিব দুশ্চিন্তা হ্রাস করে দেন। (৩) তাকে স্বল্প উপার্জনের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করেন এবং (৪) তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন'।[৯]

৭. অবৈধ দৃষ্টিপাত :

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষরা যেমন আদিষ্ট তেমনিভাবে মহিলারাও। কোন যুবক-যুবতীর চরিত্র নষ্ট হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যত্রতত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ। এছাড়া লজ্জাস্থান হেফাযতের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গণ্য করা হয়- ব্যভিচার সম্পর্কিত আলোচনা, অশ্লীল গল্প-উপন্যাস ও কবিতা পড়ার নেশা, শয়তানের কুমন্ত্রণা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, দীর্ঘ আশা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, নিয়ন্ত্রণহীন সুখভোগ এবং সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের লাগাতার অবহেলা ইত্যাদি। কাজেই উপরোক্ত বিষয় থেকে সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লজ্জাস্থান হেফাযতের পূর্বে নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে খবর রাখেন। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। আল্লাহ আরো বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি এবং অন্তর সমূহ যা লুকিয়ে রাখে' *(গাফির ৪০/১৯)*।

আল্লাহ অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে চোখের অপব্যবহার না হয় এবং অবৈধ দৃষ্টিপাত হ'তে তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায় *(নূর ২৪/২৭-২৮)*।

কোন ব্যক্তি চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরী'আত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সে অনেকগুলো গোনাহ বিশেষভাবে ব্যভিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। তেমনিভাবে তার ধার্মিকতাও অনেকাংশে রক্ষা পাবে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চোখ বা দৃষ্টিশক্তি। আর তা হেফাযত করা লজ্জাস্থানকে হেফাযত করার শামিল। হাদীছে এসেছে,

'উবাদাহ ইবনুছ ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ে যামানাত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামীন হব- ১. যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে, ২. যখন প্রতিশ্রুতি দেবে বা পূরণ করবে, ৩. যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হবে, তা পরিশোধ করবে, ৪. নিজের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাযত করবে, ৫. নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখবে, ৬. নিজের হস্তদ্বয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখবে'।[১০]

হঠাৎ কোন হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেলে তা দ্রুত ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، 'হে আলী! (কোন বেগানা নারীকে) একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার নয়'।[১১]

রাসূল (ছাঃ) হারাম দৃষ্টিকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মন দ্বারাও ব্যভিচার হয়ে থাকে। তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যভিচার। যাকে বাস্তবেই ব্যভিচার বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয়ই করবে। চোখের ব্যভিচার হ'ল দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা (যৌন উদ্দীপক কথা বলা)। আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[১২]

কিন্তু মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, 'আদম সন্তানের জন্য তাক্বদীরে যেনার অংশ যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যেনা তাকানো, কানের যেনা যৌন উদ্দীপক কথা শোনা, মুখের যেনা আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের যেনা (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা আর পায়ের যেনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যেনা হ'ল চাওয়া ও প্রত্যাশা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[১৩]

দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ কোন কিছু দেখার পরই তা মনে জায়গা করে নেয়। ফলে তার প্রতি মনে ভাবনা তৈরী হয়। আর ভাবনা থেকেই তা পাওয়ার জন্য মনে কামনা-বাসনা জন্মে। দীর্ঘ দিনের কামনা প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোন কর্ম সংঘটিত হয়। এজন্য দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে

৭. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৬১৪; বাগাভী, শরহুস সুন্নাহ হা/৪০৯৩; আহমাদ ইবনে হাম্বল, ফাযাইলুছ ছাহাবাহ হা/৮৮১।*
৮. *ইমাম গাযালী, ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন ৪/৪৫৪; মিফতাহুল আফকার ১/১৩০।*
৯. *আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃঃ ২২৫।*
১০. *হাকেম হা/৮০৬৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৭১; আহমাদ হা/২২৭৫৭; ছহীহাহ হা/১৪৭০; মিশকাত হা/৪৮৭০।*
১১. *আবু দাউদ হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৩১১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৩।*
১২. *বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; আবু দাউদ হা/২১৫২; ইরওয়া হা/১৭৮৭; ছহীহুল জামে' হা/১৭৯৭।*
১৩. *মুসলিম হা/২৬৫৭।*

হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, غُضُّوا أَبصارَكم، وكُفُّوا أَيديَكم، واحفَظوا فُروجَكم، 'তোমাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী কর, হস্তদ্বয় নিয়ন্ত্রণ কর এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত কর'।[১৪]

৮. অবসর সময় :

সময় আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য নে'মত। যাকে দুনিয়াবী বা পরকালীন কল্যাণে কাজে লাগানো কর্তব্য। বিশেষত পরকালীন মুক্তি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজে তা ব্যয় করা উচিত। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও। এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও' *(শারহ ৯৪/৭-৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ، 'এমন দু'টি নে'মত আছে, যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিমজ্জিত, তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর'।[১৫]

দুনিয়াবী ব্যস্ততা মানুষকে এক অজানা গন্তব্যের দিকে দ্রুতগতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব কাজে অত্যধিক ব্যস্ততার সাথে সময় অতিবাহিত করছে। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পিছনে মানুষ বিদ্যুতের গতিতে ছুটে চলেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন পেশা ছাড়াও মানুষের কাছে আছে মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, নোট, আইপ্যাডের মত সময় ব্যয় করার অত্যাধুনিক ডিভাইস সমূহ। ফেসবুকে ঢুকলেই আর যেন বের হওয়ার মত সুযোগ মিলে না। ইউটিউবের খবরগুলো যেন একটির চেয়ে অন্যটির আকর্ষণ অত্যধিক। টুইট করে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাতারে শামিল হওয়া যেন বর্তমানে ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টাচ স্ক্রীনের উপর স্ক্রলিং করেই সময় অতিবাহিত করছে। এক গবেষণা থেকে জানা গেছে, বর্তমানে এ্যান্ড্রয়েড ফোন তথা টাচ ফোন ব্যবহারকারী একজন মানুষ দৈনিক অন্তত ১৭ হাযার বার আঙ্গুল স্পর্শ করে থাকে। চিন্তা করুন, একদিন বা ২৪ঘণ্টা ফোন যদি না থাকে, তাহ'লে হাত, চোখ, মন-মানসিকতা কতটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। অথচ এটাও ভাবার সময় নেই। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার কলামিস্ট সুমন রহমানের গবেষণা থেকে জানা যায়, অধিকাংশ মানুষ তার অবসর সময় অতিবাহিত করেন টেলিভিশন দেখে। তন্মধ্যে সিনেমা দেখেই সময় কাটায় ৪২.৬ শতাংশ মানুষ। এছাড়াও ইউটিউব, ফেসবুক, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, লাইভ ক্রিকেট খেলা, ফুটবল, কুস্তি ইত্যাদি অনুপোকারী অনুষ্ঠান দেখে মানুষ সময় কাটায়।[১৬] এভাবে গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, অবসর সময় মানুষ কোন না কোনভাবে অতিবাহিত করে। অধিকাংশ মানুষ তার অবসর সময়গুলো অপ্রয়োজনীয়, অনুপকারী কাজে ও অবহেলায় নষ্ট করে দেয়। অথচ অবসর সময়কে ভাল কাজ ও ফলদায়ক চিন্তা-গবেষণায় অতিবাহিত করা উচিত। কেননা অবসর আল্লাহ প্রদত্ত অনন্য নে'মত। যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন থাকে। তাই এমন কল্যাণকর কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখা কর্তব্য, যাতে করে সময়ও অতিবাহিত হয়, নেকীও অর্জন করা যায় এবং সময়ের আবর্তনে তা স্থায়ী রূপ লাভ করে।

আল্লামা ত্বীবী বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য এমন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন পুঁজির অধিকারী ব্যবসায়ীর সাথে। যে ব্যক্তি তার পুঁজি ঠিক রেখে ব্যবসায় লাভের আশা করে। এক্ষেত্রে তার ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসা করতে মনোযোগী হ'তে হবে এবং সততা ও নিপুনতাকে আবশ্যিক করে নিতে হবে। যাতে সে প্রতারিত না হয়। সুতরাং সুস্থতা ও অবসর হচ্ছে পুঁজি। আর তার জন্য কর্তব্য হ'ল আল্লাহ্র সাথে ঈমান সহকারে মু'আমালা করা এবং কুপ্রবৃত্তি ও দ্বীনের শত্রুর সাথে লড়াই করা। যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করে লাভবান হওয়া যায় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়া যায়। আল্লাহ্র বাণী, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، 'আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে'? *(ছফ ৬১/১০)*। আর তার জন্য কর্তব্য হ'ল প্রবৃত্তির আনুগত্য ও শয়তানের সাথে মু'আমালা পরিহার করা। যাতে তার পুঁজি ও লাভ বিনষ্ট না হয়'।[১৭]

ছাহাবায়ে কেরাম সময়কে অত্যধিক মূল্যায়ন করতেন। যেমন- একদা আবূ মূসা আশ'আরী ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) ক্বিয়ামুল লায়ল (রাত্রি জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি ইবাদতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রা অবস্থায় ঐ আশা রাখি যা ইবাদত অবস্থায় রাখি।[১৮]

৯. জিহ্বার নিয়ন্ত্রণহীনতা :

কখনো অযথা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না। কথা বলার ইচ্ছা হ'লেই চিন্তা করতে হবে, এতে কোন ফায়দা আছে কি-না? যদি তাতে কোন ধরনের ফায়দা না থাকে তাহ'লে সে কথা বলবে না। আর যদি তাতে কোন ধরনের ফায়দা থেকে থাকে তাহ'লে দেখবে, এর চাইতে আরো উপকারী কোন কথা আছে কি-না? যদি থেকে থাকে তাহ'লে তাই বলবে, অন্যটা নয়। কথার মাধ্যমেই অন্যের মনোভাব বুঝা যায়। ইয়াহয়া বিন মু'আয (রহঃ) বলেন, অন্তর হচ্ছে ডেগের ন্যায়। তাতে যা রয়েছে অথবা দেয়া হয়েছে তাই রন্ধন হ'তে থাকবে। বাড়তি কিছু নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের ন্যায়। যখন কেউ কথা বলে তখন সে তার মনোভাবই ব্যক্ত করে। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোন

১৪. মু'জামুল কাবীর ৮/২৬২ পৃঃ, হা/৮০১৮; ছহীহুল জামে' হা/১২২৫, ২৯৭৮।
১৫. বুখারী হা/৬৪১২; তিরমিযী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৫১৫৫।
১৬. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮শে জুলাই, ২০১৭।
১৭. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ), ফৎহুল বারী, ১১/২৩০।
১৮. বুখারী হা/৬৯২৩, ২২৬১; মুসলিম হা/১৮২৪।

পাত্রে রাখা খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে পারেন। ঠিক তেমনিভাবে কারোর মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই টের পাবেন।

মন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং মন যদি কোন খারাপ কথা বলতে প্ররোচিত করে তখন জিহ্বার মাধ্যমে তার সহযোগিতা করা থেকে বিরত থকাতে হবে। তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ হবে নিশ্চয়ই এবং গুনাহ কিংবা তার অঘটন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ، ‘কোন বান্দার ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। তেমনিভাবে কোন বান্দার অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়’।[১৯]

সাধারণত অন্তর, মুখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমেই অধিকাংশ অঘটন ঘটে। তাই রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল কোন জিনিস মানুষকে বেশীর ভাগ জাহান্নামের সম্মুখীন করে? তিনি বলেন, الْفَمُ وَالْفَرْجُ ‘মুখ ও লজ্জাস্থান’।[২০]

একদা রাসূল (ছাঃ) মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে জান্নাতে যাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার উপযোগী আমল বলে দেয়ার পর আরো কিছু নেক আমলের কথা বলেন। এমনকি তিনি সকল ভালো কাজের মূল, কাণ্ড ও চূড়া সম্পর্কে বলার পর বলেন,

‘আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলবো যার উপর এ সবই নির্ভরশীল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনি দয়া করে তা বলুন। অতঃপর তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদেরকে কথার জন্যও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু‘আয! একমাত্র কথার কারণেই বিশেষভাবে সেদিন মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[২১]

অনেক সময় একটি কথাই মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত এমনকি তার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, ‘জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ ওকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, কে সে? যে আমার উপর কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? অতএব (আল্লাহ তাঁর উপর শপথ-কারীকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দিলাম’।[২২]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَاٰخِرَتَهُ، ‘সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! লোকটি এমন কথাই বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধ্বংস করে দিয়েছে’।[২৩]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ‘বান্দাহ কখনো কখনো বাছবিচার ছাড়াই এমন কথা বলে ফেলে যার দরুন সে জাহান্নামে এতদূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় যতদূর দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝের ব্যবধান’।[২৪]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، ‘তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ উক্ত কথার দরুনই ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে দেন’।[২৫]

এসব কারণেই রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সর্বদা ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ‘যে আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে’।[২৬] অতএব জিহ্বার কাজ খুবই সহজ। কিন্তু তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

স্মর্তব্য যে, আমাদের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তা যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ، ‘মানুষ যাই বলুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য দু’জন অতন্দ্র প্রহরী (ফেরেশতা) তার সাথেই রয়েছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। মানুষ তার জিহ্বা সংক্রান্ত দু’টি সমস্যায় সর্বদা ভুগতে থাকে। একটি কথার সমস্যা এবং অপরটি চুপ থাকার সমস্যা।

জিহ্বার মাধ্যমে যেসব গুনাহ হয়ে থাকে :

গালিগালাজ করা *(বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪)*, গীবত বা পরনিন্দা করা *(হুজুরাত ১২)*, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা *(নূর ২৪/৪)*, মিথ্যা কথা বলা *(কলম ৬৮/৮; আবূ দাউদ হা/৪৯৮৯)*, ঝগড়া করা *(বুখারী হা/৩৪, ২৪৬৯; মিশকাত হা/৫৬)*, হারাম খাদ্য খাওয়া *(নিসা ৪/২৯; মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*, সাক্ষাতে মানুষকে অপমান করা *(হুমাযাহ ১)*, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া *(বুখারী হা/৬৮৭১)*, অহেতুক কথাবার্তা বলা *(বুখারী হা/১৯০৩)*, অন্যকে লা‘নত করা *(তিরমিযী হা/২০১৯; মিশকাত হা/৪৮৪৮)*, দ্বিমুখী হওয়া *(বুখারী হা/৩৪৯৪)*, কথার দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়া *(মুসনাদে আহমদ হা/৯৬৭৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৬০)* ইত্যাদি। *[ক্রমশঃ]*

---

১৯. আহমাদ হা/১৩০৭১; ছহীহাহ হা/২৮৪১; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৫৪।
২০. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৩২২; আদাবুল মুফরাদ হা/২৯২।
২১. তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৪; আহমাদ ৫/২৩১, ২৩৭।
২২. মুসলিম হা/২৬২১; মিশকাত হা/২৩৩৪; ছহীহাহ হা/১৬৮৫।
২৩. আবূ দাউদ হা/৪৯০১।
২৪. বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮।
২৫. তিরমিযী হা/২৩১৯; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪০।
২৬. বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭-৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২।

www.at-tahreek.com

কুরআন নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

কুরআন মানব জীবনের সংবিধান। এটা স্রেফ ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটা মানুষের জীবনবোধের কথা বলে। আখেরাত ও দুনিয়াবী জীবনের সার্বিক কল্যাণের বার্তা তুলে ধরে। এই কিতাব মুমিন বান্দার হৃদয়ে সৃষ্টি করে ঈমানের বুনিয়াদ। এলাহী দ্যোতনায় তার জীবনকে করে তোলে সুরভিত ও সুসজ্জিত। অন্তরজগৎকে তাক্বওয়ার বারিধারায় সিক্ত করে দু'চোখ ছাপিয়ে প্রশান্তির বান ডেকে আনে। কুরআনের ছোঁয়ায় বান্দার জীবন আখেরাতমুখী হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হয় তার একমাত্র লক্ষ্য। তবে শুধু তেলাওয়াত করে কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়; বরং যারা ঈমানী চেতনায় কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, জীবনকে কুরআনের রঙে রঙিয়ে তোলার চেষ্টা করে, কেবল তারাই কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হ'তে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআনের শাব্দিক তেলাওয়াত ও অর্থ বুঝে তেলাওয়াত :

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কুরআন তেলাওয়াত দুই প্রকার- (১) শাব্দিক তেলাওয়াত। এই তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী লাভ করা যায়।[১] (২) হুকমী বা প্রায়োগিক তেলাওয়াত। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করে এর যাবতীয় বিধি-বিধানকে অনুধাবন করে আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা।[২] মোটকথা চিন্তা-ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করাই হ'ল হুকমী তেলাওয়াত। মূলতঃ এই তেলাওয়াতের জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বিধান

আল্লাহ্র জাত ও সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা নিষিদ্ধ। তবে আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি ও তাঁর ছিফাত নিয়ে চিন্তা করতে বান্দা আদিষ্ট। মহান আল্লাহ তাঁর কালাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন তেলাওয়াত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। তবে শুধু তেলাওয়াতের জন্য কুরআন নাযিল করা হয়নি; বরং কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষ যেন তেলাওয়াতের পাশাপাশি চিন্তার মাধ্যমে এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করে এবং এর বিধান অনুযায়ী তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করে। এজন্য কুরআন অনুধাবন করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، 'তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। তিনি বলেন, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، 'তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? নাকি তাদের কাছে কোন (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি) এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে আসেনি?' *(মু'মিনূন ২৩/৬৮)*। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, أفلا يتفكرون فيرون تصديق بعضه لبعض وما فيه من الواعظ والذكر والأمر والنهي، وأن أحداً من الخلق لا يقدر عليه، 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, তবে তো তারা দেখতে পেত- কুরআনের এক অংশ অপর অংশকে সত্যায়ন করছে। আর জানতে পারত- এতে কি নছীহত, উপদেশ, আদেশ ও নিষেধ রয়েছে। সৃষ্টিকূলের কেউ কুরআনের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম নয়'। নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব।[৩]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأ القرآن وتدبره ولم يعمل به فقد هجره، 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে কুরআনকে পরিত্যাগ করল। যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না, সে-ও কুরআনকে পরিত্যাগ করল। আর যে কুরআন তেলাওয়াত করল এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করল, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করল না, সে ব্যক্তিও কুরআনকে পরিত্যাগ করল'। তারা সবাই আল্লাহ্র সেই আয়াতে শামিল হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا– '(সেদিন) রাসূল বলবে, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।[৪]

সুতরাং আমল করার ঐকান্তিক মানসিকতা নিয়ে কুরআন অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। কারণ কুরআনের আয়াত নিয়ে শুধু গবেষণা করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং এর প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করাও আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا

---

* *এমফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; সনদ ছহীহ।*

২. *ইবনু ওছাইমীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃ. ৬৩।*

৩. *নবাব ছিদ্দীক হাসান খান, ফাৎহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আছরিয়্যাহ, ১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.) ৩য় খ., পৃ. ১৮৬।*

৪. *আবূ যর ক্বালামূনী, ফাফিরূর ইলাল্লাহ, পৃ. ২৯৫; ই'লামুল আছহাব, পৃ. ৬০৬।*

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، 'আর তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে। তারপর তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে বলে, এইমাত্র উনি কি বললেন? ওরা হ'ল সেই সব লোক যাদের অন্তর সমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৬)*।

ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা ছাড়া কুরআন না শোনে। কারণ এটা কাফেরদের বদ অভ্যাস। সুতরাং একজন মুসলিম যখন কুরআন তেলাওয়াত করবে বা শুনবে, তখন পূর্ণ মনোযোগের সাথে সেটা শ্রবণ করবে এবং গভীর চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্র কালাম অনুধাবনের চেষ্টা করবে। শুধু কুরআনের ক্ষেত্রে নয়; বরং আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের হাদীছ উভয় ক্ষেত্রেই আমল করার উদ্দেশ্য নিয়ে তা অনুধাবনে প্রবৃত্ত হ'তে হবে।[৫]

মোটকথা কুরআনের প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের জন্য কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা যরূরী। আর সেই চিন্তা-গবেষণা হ'তে হবে পূর্ণ ঈমান ও ইখলাছের সাথে, যাতে এর মাধ্যমে বান্দার হৃদয় আল্লাহমুখী হয় এবং তাঁর আনুগত্যে সার্বিক জীবন পরিচালনা করার ইলাহী প্রেরণা জাগ্রত হয়।

কিভাবে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করব?

সালাফে ছালেহীন ও ওলামায়ে কেরাম কুরআন অনুধাবনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করেছেন এবং এর আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নানাবিধ উপায় বর্ণনা করেছেন। কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কয়েকটি স্তর আছে। কারণ ফক্বীহ-মুজতাহিদগণের কুরআন অনুধাবন আর সাধারণ মুসলমানের কুরআনের অনুধাবনের মাত্রা কখনই সমান হ'তে পারে না। সুতরাং আমরা এখানে সাধারণ মুসলমানের জন্য কুরআন নিয়ে চিন্তা করার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

১. আরবী ভাষা জানা :

কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য সর্বপ্রথম আরবী ভাষা জানা আবশ্যক। কেননা মহান আল্লাহ আরবী ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন ব্যতীত সঠিকভাবে কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এজন্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে আরবী ভাষা জানা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।[৬]

ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'আরবী ভাষা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষা জানা ফরয। কারণ কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আর আরবী ভাষাজ্ঞান ছাড়া এই ফরয বিধান পালন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণতা পায় না, তা অর্জন করাও ওয়াজিব'।[৭] যেহেতু তৎকালীন সময়ে অনারবদের জন্য আরবী ভাষা জানা ব্যতিরেকে কুরআন অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না, কুরআনের কোন তরজমা ছিল না। সেহেতু সেই সময় আরবী ভাষা জানা আবশ্যক ছিল।

তবে বর্তমানে যেহেতু বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে, প্রসিদ্ধ তাফসীরের অনুবাদ হয়েছে এবং নির্ভরযোগ্য আলেমদের মাধ্যমে বিবিধ তাফসীর সংকলিত হয়েছে, সেহেতু আবরী ভাষা জানেন না এমন ব্যক্তিও কুরআন অনুধাবনে সচেষ্ট হ'তে পারেন। তবে এর মানে এই নয় যে, আবরী ভাষা জানার কোন চেষ্টাই তিনি করবেন না; বরং প্রত্যেক মুসলমান সাধ্যানুযায়ী আবরী ভাষা জানার চেষ্টা করবেন। কারণ আরবী ভাষা জানার মাধ্যমে আল্লাহ্র কালামের যত গভীরে প্রবেশ করা যায়, কুরআনের ভাষার লালিত্যে যেভাবে অবগাহন করা যায়, এর শব্দালংকার ও বাক্যশৈলীতে যেভাবে বিমোহিত হওয়া যায়– ভিন্ন ভাষার তরজমা পড়ে সেটা আদৌ সম্ভব নয়। তাই কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হ'লে আরবী ভাষা জানার কোন বিকল্প নেই।

২. কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর অধ্যয়ন করা :

আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হ'লেও পবিত্র কুরআনের এমন অনেক আয়াত পাওয়া যাবে, যেখানে শুধু আরবী ভাষার পাণ্ডিত্য দিয়ে সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই কুরআন বোঝার জন্য ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও বিশুদ্ধ তাফসীরের দারস্থ হ'তে হয়। কারণ কুরআন অনুধাবনের শর্ত হ'ল– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন বুঝেছেন, সেভাবেই বুঝার চেষ্টা করা। কারো মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাখ্যা অথবা নিজের মনগড়া অর্থ দিয়ে কুরআন বোঝার চেষ্টা করা যাবে না। নইলে বিপথগামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য বিশুদ্ধ তাফসীর অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। আর আমরা যেহেতু বাংলাভাষী, আমাদের জন্য বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম কুরআনের অনুবাদ করেছেন।[৮] তবে যার-তার অনূদিত কুরআনের তরজমা পড়া থেকে বিরত থাকা যরূরী। কেননা বাংলাভাষী অনেকেই কুরআন তরজমা করতে গিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহ্র ছিফাত সম্বলিত আয়াতের অনুবাদ করার ক্ষেত্রে। সুতরাং অনুবাদ পড়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্র কালাম নিয়ে তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

৩. মনোযোগী হৃদয়ে নিয়মিত কুরআন চর্চা করা :

মনোযোগী না হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করলে মর্মের গভীরে প্রবেশ করা এবং এর মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا، 'এটি এক

---

৫. তাফসীরুল উছায়মীন (সূরা আন'আম) পৃ. ১৩৫।
৬. মুহাম্মাদ মুনীর মুরসী, (মিসর : আলামুল কুতুব, আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ১৪২৫হি./২০০৫খৃ.) পৃ. ২৫৯।
৭. ইবনে তায়ামিয়া, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম, ১/৫২৭।
৮. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এবং মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব অনূদিত পবিত্র কুরআনের নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদ 'তরজমাতুল কুরআন' নিত্যদিনের পাঠ্যতালিকায় থাকতে পারে।- লেখক।

বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। অত্র আয়াতে মনোযোগী হয়ে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি কুরআন শ্রবণ করার সময়ও মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*।

অত্র আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের প্রাক্কালে চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছালাতের মধ্যকার এবং বাহিরের সকল তেলাওয়াত এখানে অন্তর্ভুক্ত। আর মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করার অর্থ হ'ল- উপস্থিত মন নিয়ে গভীর অভিনিবেশে কুরআন শ্রবণ করা, যেন আয়াতের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যায়। কেউ যদি এই দু'টি গুণ অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকবে এবং চিন্তাশীল হয়ে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করে, তবে সে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারায় সিক্ত হবে।[৯]

সুতরাং কুরআন তেলাওয়াত এবং শ্রবণের সময় গভীর মনোযোগী হ'তে হবে। তাহ'লে কুরআন থেকে আলো গ্রহণ করা সম্ভব হবে, আল্লাহ্র কালাম নিয়ে ভাবনার সাগরে ডুব দেওয়া যাবে এবং চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হবে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যদি জানতো অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে কত কল্যাণ নিহিত আছে, তাহ'লে তারা সব কাজ ফেলে রেখে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে তেলাওয়াত করবে, তখন একটা আয়াত অতিক্রম না করতেই সে তার অন্তরের রোগমুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। একই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করবে। হয়ত আয়াতটি একশ' বার পড়বে। সারা রাত ধরে পড়বে। সুতরাং অনুধাবন না করে ও না বুঝে কুরআন খতম করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে বুঝে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা অধিকতর উত্তম। এটাই হবে তার হৃদয়ের জন্য অধিক উপকারী এবং ঈমান প্রাপ্তি ও কুরআনের স্বাদ আস্বাদনে অধিকতর উপযোগী'।[১০] কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত ও আলোকিত হওয়ার জন্য নিয়মিত কুরআন অনুধাবন করা যরূরী।

কুরআন নিয়ে চিন্তা করার স্বরূপ

১. চিন্তাশীল হৃদয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা :

আল্লাহ্র কালাম নিয়ে গভীর মনোনিবেশে চিন্তা না করলে এর মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আরবী ভাষায় দক্ষতা যাদের আছে, তারা এই কুরআন নিয়ে যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই তারা নতুন নতুন বিষয়ের জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ বলেন, وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ– 'আর আমরা তোমার পূর্বে অহি সহ কেবল পুরুষদেরই পাঠিয়েছিলাম। যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর। প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও কিতাব সহ। আর আমরা তোমার নিকটে কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ চিন্তাশীল বান্দারাই কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার তাওফীক্ব অর্জন করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ هَذَّ الشِّعْرِ، وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، 'তোমরা কবিতার মতো দ্রুত কুরআন পাঠ করো না এবং এটাকে নষ্ট খেজুরের মতো ছিটিয়ে দিয়ো না। এর আশ্চর্য বিষয় নিয়ে একটু ভাবো। কুরআন দিয়ে দিলকে একটু নাড়া দাও। (তেলাওয়াতের সময়) সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের একমাত্র চিন্তা না হয়'।[১১] বিশর ইবনে সার্রী (রহঃ) বলেন, إِنَّما الآيةُ مثلُ التمرة، كلما مضغتَها استخرجت حلاوتَها، 'কুরআনের আয়াত খেজুরের মত। তুমি এটা যখনই চিবাবে, তখনই এর মিষ্টতা বের করতে পারবে'।[১২] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কুরআন নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাদাব্বুর করা এবং এর অর্থ বোঝার জন্য চিন্তা-ফিকির করার চেয়ে বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারী ও তার মুক্তির নিকটবর্তী কোন আমল নেই। কারণ এটি বান্দাকে ভালো-মন্দের নির্দেশাবলী, এর পথসমূহ, এর উপকরণ, উদ্দেশ্য, পরিণতি, ফলাফল, ভালো-মন্দ লোকের শেষ ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করে। এই কুরআন তাকে সৌভাগ্যের উপকরণ এবং উপকারী জ্ঞান-ভাণ্ডার দান করে। তার অন্তরে ঈমানের শিকড় মযবূতভাবে প্রোথিত করে, এর ভিত্তি সুদৃঢ় করে, তার অন্তরে দুনিয়া-আখেরাত এবং জান্নাত-জাহান্নামের সঠিক চিত্র তুলে ধরে। অন্যান্য জাতির অবস্থা, তাদের থেকে বিভিন্ন সময় আল্লাহ কি কি

---

৯. তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩১৪।
১০. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, ১/১৮৭।
১১. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ, ১/৩২৯।
১২. বদরুদ্দীন যারকাশী, আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন, মুহাক্কিক্ব : মুহাম্মাদ আবুল ফায়ছাল ইবরাহীম (বৈরূত, লেবানন : দারু ইহ্য়াইল কুতুব আল-আরাবিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৩৭৬হি./১৯৫৭খৃ.), ১/৪৭১।

www.at-tahreek.com

পরীক্ষা নিয়েছেন সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এবং তাকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভের স্থানসমূহ দেখিয়ে দেয়'।[১৩]

এজন্য শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْقِرَاءَةُ الْقَلِيلَةُ بِتَفَكُّرٍ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ بِلَا تَفَكُّرٍ، 'না বুঝে অনেক বেশী কুরআন তেলাওয়াত করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অল্প তেলাওয়াত করা অতি উত্তম'।[১৪] বান্দা যখন চিন্তা-গবেষণা করে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং এর বিধি-বিধান উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, তখন তার হৃদয়ে কুরআনের প্রভাব পড়ে। সেই অমলিন প্রভাবে তার হৃদয়জুড়ে এলাহী নূর বিচ্ছুরিত হয়। তার আমল-আখলাকু থেকে কুরআনের সুবাস ছড়ায়। সেই সুবাসে মুগ্ধ হয় জগদ্বাসী।

ড. মুছতফা সিবা'ঈ (রহঃ) বলেন, 'মুমিনের অন্তরে কুরআনের প্রভাব পড়ে এর মর্মার্থের কারণে; শাব্দিক সুর ব্যঞ্জনার কারণে নয়। যারা কুরআনের প্রতি আমল করে তাদের তেলাওয়াতের মাধ্যমে হৃদয় প্রভাবিত হয়, কিন্তু যারা কুরআনকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের সুমধুর বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তর প্রভাবিত হয় না। কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনরাই পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যখন কুরআনের মর্ম তাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছিল। যখন কুরআনের বিধান তাদের মনের কপাট খুলে দিল, তখন তারা এর মাধ্যমে বিশ্বকে জয় করে নিয়েছিল। কুরআনের নীতিমালা যখন তাদের আখলাকে ফুটে উঠল, তখন তারা পৃথিবীতে রাজত্ব কায়েম করেছিল। সুতরাং এই কুরআনের মাধ্যমেই আবারো সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব'।[১৫]

২. আমল করার উদ্দেশ্য নিয়ে তেলাওয়াত করা :

অধিকাংশ মুসলমান কুরআন তেলাওয়াত করে শুধু ছওয়াব ও বরকত লাভের জন্য। কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সংকল্প নিয়ে এবং এর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার মানসিকতা নিয়ে তেলাওয়াতকারীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। যদিও কুরআন তেলাওয়াত শ্রেষ্ঠ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর তেলাওয়াতে অশেষ নেকী হাছিল হয়। কিন্তু শুধু ছওয়াব ও বরকত লাভের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অহি-র বিধান বাস্তবায়নের জন্য মহান আল্লাহ মানবজাতির উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আমল করার জন্য। সেজন্য আমল করার নিয়তেই কুরআন তেলাওয়াত করা কর্তব্য। তাকে বলা হ'ল- কুরআনের ওপর আমল করা হয় কিভাবে? জবাবে তিনি বলেন, কুরআন যা হালাল করেছে, সেটাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করা। যা হারাম ঘোষণা করেছে, তা হারাম হিসাবে মেনে নেওয়া। কুরআনে যা কিছু নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকা। আর তেলাওয়াতের প্রাক্কালে আশ্চর্যজনক বিষয় সমূহ আসলে থেমে যাওয়া এবং চিন্তা-ভাবনা করা'।[১৬] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, نزل القرآن ليُتدبَّر ويُعمَل به، فاتَّخَذوا تلاوته عملًا، 'কুরআন নাযিল হয়েছে যাতে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয় এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়। সুতরাং তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করাকে আমল হিসাবে গ্রহণ কর'।[১৭] তিনি আরো বলেন, وَاللَّهِ مَا تَدَبُّره بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ– مَا يُرَى لَهُ القرآنُ فِي خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ 'আল্লাহ্র কসম! কুরআন অনুধাবনের অর্থ কেবল এর হরফগুলি হেফয করা এবং এর হুদূদ বা সীমারেখাগুলি বিনষ্ট করা নয়। যাতে একজন বলবে যে, সমস্ত কুরআন শেষ করেছি। অথচ তার চরিত্রে ও কর্মে কুরআন নেই'।[১৮]

ছাহাবায়ে কেরাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন আমল করার নিয়তে তেলাওয়াত করতেন। আর যখন কোন আয়াত শিখতেন বা মুখস্থ করতেন, তখন সেই আয়াতগুলোর প্রতি আমল না করা পর্যন্ত অপর আয়াত শেখা শুরু করতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهِنَّ، 'আমাদের মধ্যকার কোন লোক যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই আয়াতগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না এগুলোর অর্থ জানতে পারতেন এবং আমল করতে পারতেন'।[১৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّا صَعُبَ عَلَيْنَا حِفْظُ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، وَسَهُلَ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنَّ مَنْ بَعْدَنَا يَسْهُلُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْقُرْآنِ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِهِ، 'আমাদের জন্য কুরআনের শব্দাবলী মুখস্থ করা কঠিন। কিন্তু এর উপর আমল করা সহজ। আর আমাদের পরের লোকদের অবস্থা হবে এই যে, তাদের জন্য কুরআন হেফয করা সহজ হবে। কিন্তু তার উপর আমল করা কঠিন হবে'।[২০] ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ)-এর এই কথাটি একদম বাস্তব সম্মত। বর্তমানে হাফেযে কুরআনের সংখ্যা অনেক; কিন্তু সমাজে এমন লোকের বড়ই অভাব, যারা কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবনকে সাজানোর চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৪৫০।*
১৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৩৩৪।*
১৫. *মুছতফা সিবা'ঈ, হাকাযা আল্লামাতনীল হায়াত (মিসর : মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.), পৃ. ২৪৮।*
১৬. *খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমাল, মুহাক্কিক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.) পৃ. ৭৬।*
১৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৪৫০।*
১৮. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।*
১৯. *তাফসীরে তাবারী, ১/৮০।*
২০. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৪০।*

৩. তাওহীদের উপাদান খুঁজে বের করা :

কুরআনের পাতায় পাতায় তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের উপাদান ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ্র উলূদ, রবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও আসমা ওয়া ছিফাতের দৃষ্টান্ত ও নমুনা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। যাতে বান্দা তেলাওয়াতের সময় তাঁর রবের পরিচয় জানতে পারে। আর কুরআন নাযিলের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, বান্দা তার রবের পরিচয় জানবে এবং তাঁর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য হাছিল করবে। পবিত্র কুরআনে যত আয়াত আছে, তন্মধ্যে তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের মর্যাদা বেশী। তাওহীদের বর্ণনা থাকার কারণে আয়াতুল কুরসী কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত,[২১] সূরা ইখলাছ কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা, যা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদাপূর্ণ।[২২] আবার একই কারণে সূরা কাফিরূণের মর্যাদা কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান।[২৩] সুতরাং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র একত্বের প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করা কর্তব্য। বান্দা যদি গভীরভাবে চিন্ত া-ভাবনা করে কুরআন তেলাওয়াত করে, তবে তিনি দেখতে পাবেন কুরআনের প্রতিটি আয়াতই যেন তাওহীদের ঘোষণা দিচ্ছে। একদম সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

আমরা যদি কুরআনের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে দেখতে পাব– পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সর্বপ্রথম তাওহীদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সর্বপ্রথম নিষেধ করেছেন শিরক থেকে। তিনি কুরআনের শুরুতে সূরা ফাতেহায় কোন নির্দেশ দেননি, কোনকিছু থেকে নিষেধও করেননি। অতঃপর সূরা বাক্বারার শুরুতে মুত্তাক্বী, কাফের ও মুনাফিক্বদের বর্ণনা দিয়ে তাওহীদে ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কর। যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা (জাহান্নাম থেকে) বাঁচতে পারো’ *(বাক্বারাহ ২/২১)*। এরপর তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরে বান্দাকে সর্বপ্রথম শিরক থেকে নিষেধ করেন।

পরের আয়াতে তিনি বলেন, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ‘যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা স্বরূপ ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-শস্যাদি উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না’ *(বাক্বারাহ ২/২২)*।

এভাবে কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ্র পরিচয়, তাঁর আরশ, মালিকানা, রাজত্ব, ক্ষমতা, সৃষ্টিকৌশল, দাসত্ব, দিগ-দিগন্তে ছাড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলী প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যেন মানুষ এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর রবের পরিচয় জানতে পারে এবং সার্বিক জীবনে তাঁর দাসত্ব করতে পারে। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে, তাদের অসারতা প্রমাণ করে অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। যাতে মানুষ শিরক থেকে বিরত থেকে তাঁর দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا– ‘অবিশ্বাসীরা তাঁকে ছেড়ে অন্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর তারা নিজেদের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না এবং তারা মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থান কোনটারই মালিক নয়’ *(ফুরক্বান ২৫/৩)*।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কাফের-মুশরিকদের চিন্তাকে নাড়া দেওয়া হয়েছে, যেন তারা মূর্তি-প্রতিমা, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-গাছালী প্রভৃতিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ না করে; বরং এগুলোর সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে। অতঃপর শিরকের ভয়াবহতা ও কঠিন শাস্তির কথাও বর্ণনা করেছেন, যেন বান্দা তার জীবদ্দশাতেই তাঁর রবের দিকে ফিরে আসে। তিনি বান্দাকে সতর্ক করে বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ‘মনে রেখ! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই। বিশ্বপালক আল্লাহ (শিরক হ’তে) মহাপবিত্র’ *(আ‘রাফ ৭/৫৪)*। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، ‘যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ’লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ মহা পবিত্র’ *(আম্বিয়া ২১/২২)*।

তাওহীদের ভাবনা নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন ও তাফসীর চর্চার মাধ্যমেই মূলত কুরআনের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা যায়, হৃদয়জুড়ে প্রশান্তির প্রভাব অনুভব করা যায় এবং জ্ঞানের বিবিধ শাখা-প্রশাখার সাথে পরিচিত হওয়া যায়।

৪. কুরআনের সংবাদ ও বর্ণনা বুঝে তেলাওয়াত করা :

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেক গায়েবী বিষয়ের সংবাদ দান করেছেন, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা দিয়েছেন, মানবসৃষ্টির বিবরণ দিয়েছেন, বিবিধ বিজ্ঞানের তথ্য প্রদান করেছেন। আকাশ-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, পাহাড়-পর্বত, আলো-অন্ধকার, গাছ-পালা, আগুন-পানি, মেঘ-বৃষ্টি, পশু-পাখি, সমুদ্র-নদী সহ প্রভৃতি সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিবরণ তুলে ধরেছেন, যাতে বান্দা এগুলো নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহ্র আস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে পায় এবং ঈমানকে পাকাপোক্ত করতে পারে। বান্দা এগুলো বিষয় নিয়ে যতই চিন্তা করবে, তার ভাবনার জগৎ ততই সমৃদ্ধ হবে এবং ঈমান সুদৃঢ় হবে। তাছাড়া এই কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতির সংবিধান স্বরূপ। এখানে সার্বিক জীবন পরিচালানার সকল

২১. *মুসলিম হা/৮১০; মিশকাত হা/২১২২।*
২২. *বুখারী হা/৬৬৪৩; মুসলিম হা/৮১১।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/২১৫৬; সনদ ছহীহ।*

উপায় বাৎলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য সালাফগণ কুরআনকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ বার্তা হিসাবে গ্রহণ করতেন। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار، 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কুরআনকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ বার্তা মনে করতেন। তারা রাতের বেলা এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং দিনের বেলা সেগুলোর তত্ত্ব অনুসন্ধান করতেন'।[২৪] তিনি আরো বলেন, وَاللهِ، يَا ابْنَ آدَمَ لَئِنْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ثُمَّ آمَنْتَ بِهِ لَيَطُولَنَّ فِي الدُّنْيَا حُزْنُكَ وَلَيَشْتَدَّنَّ فِي الدُّنْيَا خَوْفُكَ، وَلَيَكْثُرَنَّ فِي الدُّنْيَا بُكَاؤُكَ، 'আল্লাহ্র কসম! হে আদম সন্তান! তুমি যদি কুরআন তেলাওয়াত কর এবং এর প্রতি ঈমান আনো, তবে পার্থিব জীবনে তোমার চিন্তা বেড়ে যাবে, ভয়-ভীতি প্রচণ্ড হবে এবং অধিক পরিমাণে কান্না আসবে'।[২৫]

আহমাদ ইবনে আবুল হাওয়ারী (রহঃ) বলেন, 'কুরআন পড়ার সময় আমি যখন একের পর এক আয়াতের দিকে তাকাই, তখন হতবম্ভ হয়ে যাই! হাফেযদের কথা ভেবে যারপরনাই অবাক হই। কিভাবে তারা তেলাওয়াত না করে সারারাত ঘুমিয়ে কাটায়? কিভাবে তারা এই কুরআন ছেড়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে? দয়াময় আল্লাহ্র যে কালাম তারা তেলাওয়াত করে, এর অর্থ যদি তারা বুঝত, তাহ'লে এর হক জানতে পারত; এর মাঝেই খুঁজে পেত প্রশান্তি। আর এর দ্বারা আল্লাহকে ডাকার যে কি শান্তি, তা যদি তারা অনুধাবন করতে পারত, তাহ'লে তারা আনন্দের আতিশয্যে নির্ঘুম কাটিয়ে দিত সারারাত; এই কারণে যে– তারা কত বড় নে'মত লাভ করেছে'।[২৬] ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, إذا قرأت القرآن فأفهمه قلبك واسمعه أذنيك فإن الأذنين عدل بين القلب واللسان فإن مررت بذكر الله فاذكر الله، وإن مررت بذكر النار فاستعذ بالله منها، وإن مررت بذكر الجنة فسلها الله عز وجل، 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত করবে, তখন অন্তরকে তা বুঝাবে এবং কানকে শুনাবে। কেননা অন্তর ও জিহ্বার মাঝে ইনছাফ স্থাপন করে দু'কান। সুতরাং যখন তুমি যিকিরের আয়াত অতিক্রম করবে, তখন আল্লাহ্র যিকির করবে। যখন জাহান্নামের বর্ণনা আসবে, তখন এথেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইবে। আর যখন জান্নাতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম করবে, তখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত কামনা করবে'।[২৭] *[ক্রমশঃ]*

২৪. *মুহিউদ্দীন নববী, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব : মুহাম্মাদ আল-হাজ্জার (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, তাবি) পৃ. ৫৪।*
২৫. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২১০।*
২৬. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৩৯০।*
২৭. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ২/৩৭৬।*

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!

আত-তাহরীক টিভি

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।

ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com

মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন

মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪

ফেসবুক পেইজ	ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv	At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek	Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

আমাদের শাখাসমূহ

১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

শারঈ মানদণ্ডে ঈদে মীলাদুন্নবী

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*

ভূমিকা : আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা তারাই, যারা ঈমানদার। আর প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্য সবকিছু থেকে বেশী ভালবাসে। ধন-সম্পদ, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালবাসে। তবে তাঁকে ভালবাসার অর্থ তাঁর জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করা নয়। তাঁর উপর দরূদ পড়ার নামে মানুষের বানানো দরূদ পড়া নয়। কুরআনের একাধিক আয়াতকে উপেক্ষা করে তাঁকে জীবিত (হায়াতুন্নবী) বলা নয়। তিনি মীলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন এবং দুনিয়ার মানুষের উপকার করেন বলে বিশ্বাস পোষণ করা নয়। মাটির তৈরী রাসূলকে নূরের তৈরী বলা এবং প্রমাণ স্বরূপ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে জাল বা বানোয়াট হাদীছ পেশ করার নাম তাঁকে ভালবাসা নয়। বরং তাঁকে ভালবাসার অর্থ তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা। তাঁর আক্বীদা ও আমল নিজের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপনের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অধিক ভালবাসার মিথ্যা প্রদর্শনী করে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে- ইসলামী শরী'আতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী'-এর আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কি? আসুন! নিম্নের আলোচনা থেকে তা জানার চেষ্টা করি।

ঈদে মীলাদুন্নবী পরিচিতি

জন্মের সময়কালকে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়ে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'লিসানুল আরাব' প্রণেতা ইবনুল মানযূর (রহঃ) 'মীলাদ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, اِسْمُ الوَقْتِ الذِيْ وُلِدَ فِيْهِ 'মীলাদ হ'ল জন্মগ্রহণের সময়কাল'।[১] সুতরাং 'মীলাদুন্নবী' অর্থ দাঁড়ায় 'নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্মমুহূর্ত'। বর্তমানে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' বলতে নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্মদিনকে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। 'ঈদ' শব্দটি সংযোজনের মাধ্যমে ইসলাম স্বীকৃত মুসলমানদের দু'টি ধর্মীয় 'ঈদ' অনুষ্ঠানের সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি 'ঈদ' সংযোজিত হয়েছে। ফলে অন্য দুই ঈদের ন্যায় এদিনেও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মসময়কে কেন্দ্র করেই 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদ্‌যাপিত হয়, সেহেতু নিম্নে তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মসাল : রাসূল (ছাঃ) কোন্ বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে কায়েস ইবনু মাখরামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفِيلِ– 'আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হস্তীর বছরে জন্মগ্রহণ করেছি'।[২] উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) হস্তীর বছর তথা আবরাহা যে বছর হস্তীবাহিনী নিয়ে পবিত্র কা'বা গৃহ ধ্বংস করতে এসেছিল, সে বছরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সেটা ছিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবার : রাসূল (ছাঃ)-কে সপ্তাহের প্রতি সোমবারে ছিয়াম পালনের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، 'এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুঅত প্রাপ্ত হয়েছি বা এই দিনেই আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[৩] আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, فِيْ أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ রাসূল (ছাঃ) কোন দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ 'সোমবার'।[৪]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু উভয় দিন সোমবার। এতে কারো দ্বিমত নেই।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মতারিখ : উল্লেখিত ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের দিন ও বছর স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'লেও তাঁর জন্মের মাস ও তারিখ উল্লেখ করতঃ ছহীহ, যঈফ, জাল কোন হাদীছই বর্ণিত হয়নি। আর এই কারণেই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মতারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কারো মতে সফর মাসে, কারো মতে রামাযান মাসে। আবার কারো মতে রবীউল আওয়াল মাসে। এ মাসের মধ্যেই আবার ৭টি মত। আর তা হ'ল, রবীউল আওয়ালের ২, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৭ ও ২২ তারিখ।

প্রিয় পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মতারিখ সম্পর্কিত উল্লেখিত মতবিরোধের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কখনোই 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদ্‌যাপিত হয়নি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের যামানাতেও তা পালিত হয়নি। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশা থেকেই যদি 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদ্‌যাপিত হয়ে আসত এবং ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক তা পালনের সিলসিলা জারী থাকত, তাহ'লে তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে কোন মতভেদ হ'ত না। বরং সকল যুগের সকল মানুষের নিকট এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যেত। অতএব 'ঈদে মীলাদুন্নবী' ইবাদতের নামে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নবাবিষ্কৃত একটি কাজ; যা স্পষ্টতই বিদ'আত।

---

* লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব। মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব (বৈরুত: দারুছ ছাদের), ৩/৩৬৭ পৃঃ।

২. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৯২২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৫২।

৩. মুসলিম হা/১১৬২, 'প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ।

৪. বুখারী হা/১৩৮৭, 'সোমবারে মৃত্যুবরণ' অনুচ্ছেদ।

ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক

রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযামের যামানায় 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালনের কোনই প্রচলন ছিল না। যুগে যুগে শাসকগোষ্ঠী জনসমর্থন লাভের জন্য হেন অপকর্ম নেই যা তারা করেনি। 'ঈদে মীলাদুন্নবী' প্রবর্তন তেমনই একটি কাজ। ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম ৬০৪ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' প্রবর্তনের মাধ্যমে মিথ্যা নবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলেন।[৫]

প্রিয় পাঠক! প্রত্যেক যুগেই কতিপয় পেটপূজারী আলেমকে দেখা গেছে, যারা নিজেদের উদরপূর্তি ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে বিকৃত করেছে এবং সেটাকেই প্রকৃত দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। তদানীন্তন-কালে আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী কর্তৃক প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবীকেও তথাকথিত কতিপয় নামধারী আলেম নিজেদের উদরপূর্তির জন্য গ্রহণ করেছিল। আজও ঠিক একই কারণে ইসলামের লেবাসধারী কিছু আলেম তা কায়েম রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজই যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হবে, তবে কোন খাবারের আয়োজন করা হবে না। মীলাদ মাহফিল করা হবে, কিন্তু মীলাদ পড়ুয়া মৌলভীকে কোন উপঢৌকন দেওয়া হবে না, তাহ'লে ঐ সমস্ত মৌলভীরাই মীলাদ মাহফিলকে অবলীলায় বিদ'আত বলে ঘোষণা দিবে। কেননা তারাও জানে যে, আদতেই এ সমস্ত আমলের কোন ভিত্তি ইসলামে নেই।

মীলাদুন্নবীর অপকারিতা

(ক) মীলাদুন্নবীর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলে দাবী করা হয় : মীলাদুন্নবী উদযাপনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করা হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সাধারণ জনগণকে বোকা বানিয়ে কৌশলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। মীলাদ অনুষ্ঠানে মৌলভী ছাহেব আরবী, ফার্সী, উর্দূ, বাংলাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রশংসায় এমন সব কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন; যার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই আল্লাহ *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যেমন মীলাদ মাহফিলে পঠিতব্য উর্দূ কবিতার একটি অংশ-

وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہو کر

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কার্
উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মোছতফা হো কার্।

অর্থ: 'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হ'লেন তিনি' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

৫. ফাহাদ আব্দুল্লাহ, মাওলুদিন নবী, পৃঃ ২; মুহাম্মাদ আবাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৯।

প্রিয় পাঠক! কেউ যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলে স্বীকৃতি দেয়, তবে কি সে মুসলিম থাকতে পারে? কখনো না। আপনি নিজে অন্তর থেকে তা স্বীকার না করলেও ঐ সমস্ত মীলাদ পড়ুয়া মৌলভী ছাহেবরা নিজে এ সমস্ত কবিতা পড়ছে এবং আপনাদেরকেও পড়াচ্ছে।

(খ) মীলাদের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহকে অস্বীকার করা হয় : মীলাদ মাহফিলে পঠিতব্য দরূদের প্রথমেই বলা হয়ে থাকে, بلغ العلى بكماله *(বালাগাল 'উলা বিকামালিহি)* 'রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিজ যোগ্যতায় উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এই বাক্যের মাধ্যমে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র রহমতকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র রহমতেই তিনি নবী ও রাসূল হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহ'লে তাদের একটি দল তোমাকে পথচ্যুৎ করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদেরকেই কেবল পথভ্রষ্ট করেছে এবং তোমার কোন ক্ষতি তারা করতে পারেনি। আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুতঃ তোমার উপর আল্লাহ্র করুণা অসীম' *(নিসা ৪/১১৩)*। অতএব রাসূল (ছাঃ) নিজের যোগ্যতায় নয়; বরং আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন।

(গ) মীলাদুন্নবীর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে হাযির-নাযির বিশ্বাস করা হয় : মৃত্যুর পরেও রাসূল (ছাঃ) মীলাদ প্রেমীদের ডাকে সাড়া দিয়ে মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। এজন্য সকলেই দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালামু আলাইকা' বলে সালাম দিয়ে থাকে। ভাবখানা এমন যেন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপস্থিতি সরাসরি অবলোকন করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

সম্মানিত পাঠক! ধারণা যদি এরূপই হয় তাহ'লে সাধারণভাবেই দু'টি বিষয় সামনে এসে যায়। ১- রাসূল (ছাঃ)-কে আগে থেকেই জানতে হবে যে, অমুক বাড়িতে মীলাদ অনুষ্ঠিত হবে। ২- বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতি মিনিটে অসংখ্য মীলাদের মাহফিলে তাঁকে প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হ'তে হবে।

প্রথমটি গায়েব জানার বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ– 'তুমি বল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্যের খবর কেউ রাখেনা আল্লাহ ব্যতীত। আর তারা বুঝতেই পারবে না কখন তারা পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ২৭/৬৫)*।

আর দ্বিতীয়টি তথা একই সময়ে অসংখ্য স্থানে উপস্থিত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই কখনো একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত হ'তে পারেননি, সেখানে মৃত্যুর পরে তা কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى

www.at-tahreek.com

يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ– ‘বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

অতএব মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে কখনো দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারে না, কোন মানুষের উপকার করতে পারে না এবং মানুষের কোন কথাও শুনতে পায় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا يَسْتَوِيْ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِيْ الْقُبُوْرِ– ‘আর সমান নয় জীবিত ও মৃতগণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে শ্রবণ করান। বস্তুত তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে’ *(ফাতির ৩৫/২২)*।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘মীলাদ সমর্থক লোকদের মধ্যে কিছু লোক এমন ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং মীলাদের মাহফিলে হাযির হন। আর সেজন্য তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ায় (ক্বিয়াম করে)। তাঁকে সালাম জানায় (যেমন, ইয়া নাবী সালামু আলায়কা)। এটাই হ’ল চরম মূর্খতা ও ভিত্তিহীন কর্ম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে কবর থেকে বাইরে আসতে পারবেন না। পারবেন না কোন মানুষের সাথে মিলিত হ’তে কিংবা তাদের কোন মজলিসে যোগদান করতে। তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবরেই থাকবেন এবং তাঁর পবিত্র রূহ তাঁর প্রতিপালকের নিকট মহা সম্মানিত ‘ইল্লীঈনে’ থাকবে। যেমন সূরা মুমিনূনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ– ‘এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে’ *(মুমিনূন ২৩/১৫-১৬)*।[৬]

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন কিভাবে মীলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়। অথচ তিনি নিজেই তাঁকে নিয়ে অতিরঞ্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِيْ الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِيْ الدِّيْنِ– ‘হে মানব জাতি! তোমরা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান থাকবে। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে’।[৭] তিনি অন্যত্র বলেন, لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ– ‘তোমরা (আমার প্রশংসা করতে গিয়ে) বাড়াবাড়ি কর না, যেমন ঈসা ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহ্র) বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল’।[৮]

মীলাদুন্নবীর পক্ষে পেশকৃত দলীলের জবাব

প্রচলিত প্রত্যেকটি বিদ‘আতের পিছনেই কিছু না কিছু দলীল লক্ষ্য করা যায়। অথচ যাচাই করলে সেগুলো যঈফ, জাল অথবা ছহীহ দলীলের অপব্যাখ্যা বলে প্রমাণিত হয়। একশ্রেণীর আলেম এ সমস্ত দলীল অথবা যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করে থাকে। উদ্দেশ্য হ’ল তাদের দল ভারী করা এবং মানুষের পকেট ছাফ করে তাদের ব্যবসাকে মযবূত করা। ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ জায়েয করার জন্য অনুরূপই কিছু দলীল অথবা যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে তার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হ’ল।

প্রথম দলীল : সারা দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমানের নিকট ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ উত্তম বলে বিবেচিত। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ– ‘মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা উত্তম আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও তা উত্তম। আর মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা নিকৃষ্ট আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও তা নিকৃষ্ট’।[৯]

জবাব : ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, تَفَرَّدَ بِهِ النَّخْعِيُّ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كَانَ يَضَعُ الحَدِيْثَ، وَهَذَا الحَدِيْثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ كَلاَمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ– ‘এই হাদীছটি নাখঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, তিনি (নাখঈ) হাদীছ জালকারী। আর এই হাদীছটি ইবনু মাসঊদের বক্তব্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে’।[১০]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللهِ وَإِنَّمَا يُضِيْفُهُ إِلَى كَلاَمِهِ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ بِالحَدِيْثِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْ قَوْلِهِ– ‘এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নয়। হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এটাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাণী হিসাবে প্রমাণিত’।[১১]

আল-আলাঈ (রহঃ) বলেন, আমি আমার দীর্ঘ গবেষণার পরেও হাদীছ গ্রন্থ সমূহে মারফূ সূত্রে এর কিছুই খুঁজে পাইনি। এমনকি যঈফ সনদেও পাইনি। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে ‘মাওকূফ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[১২] আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, لاَ أَصْلَ لَهُ مَرْفُوْعًا، وَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ– ‘মারফূ‘ সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে

৬. *রিসালাহ ফী হুকমিল ইহতিফাল বিল মাওলিদিন নববী ১/৬৩।*
৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/৩২৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; আলবানী, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/১২৮৩।*
৮. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*
৯. *মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬০০; সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩।*
১০. *আবু উসামাহ্ সালীম ইবনু আদিল হিলালী আস-সালাফী, আল-বিদ‘আত ওয়া আছারুহুস সায়্যি ফিল উম্মাহ্, ৬০ পৃঃ।*
১১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফুরূসিয়্যাহ, পৃঃ ৬১।*
১২. *সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃঃ ৮৯।*

'মাওকূফ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে'।[১৩]

অতএব হাদীছটি মারফূ' সূত্রে ছহীহ না হওয়ায় তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও তা রাসূল (ছাঃ)-এর অকাট্য বাণী- فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা'[১৪] এর স্পষ্ট বিরোধী।

পক্ষান্তরে যদি হাদীছটিকে মাওকূফ সূত্রে ছহীহ ধরা হয়, তাহ'লে তাতে বর্ণিত المسلمون এর ال ইস্তিগরাকের জন্য এসেছে। অর্থাৎ সকল মুসলমান যার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে। আর মীলাদুন্নবীর বৈধতার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেনি।

ইয ইবনু আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, যদি হাদীছটিকে ছহীহ ধরা হয়, তাহ'লে তাতে বর্ণিত المسلمون দ্বারা أهل الإجماع বুঝানো হয়েছে।[১৫] অথচ আহলুল ইজমা মীলাদুন্নবীর বৈধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেননি; বরং তার বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত আছারে বর্ণিত, المسلمون এর ال দ্বারা للعهد বুঝানো হয়েছে। অতএব المسلمون দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ইজমায়ে ছাহাবা তথা যার উপর ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় ঈদে মীলাদুন্নবীর কোন অস্তিত্বই ছিল না।

উল্লিখিত আছারের প্রকৃত উদ্দেশ্য তার শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার দলীল পেশ করেছেন।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত আছারটি দ্বারা খেলাফতের ক্ষেত্রে আবুবকর (রাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার কথা বুঝানো হয়েছে।[১৬]

এছাড়াও উল্লিখিত দলীলের উপর ভিত্তি করে যেকোন ভাল কাজকে বৈধ মনে করলে তা হবে ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً 'সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তাকে উত্তম মনে করে'।[১৭]

প্রিয় পাঠক! মুসলমানদের নিকট যে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হবে, আল্লাহ্র নিকটেও সে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হ'লে রাসূল (ছাঃ) ঐ তিন ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করতেন না; যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে কম মনে করেছিল এবং সারারাত্রি জেগে জেগে ছালাত আদায়, প্রতিদিন ছিয়াম পালন এবং বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উক্ত তিন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এতো ভাল হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ছালাত ও ছিয়ামের মত ভাল আমলের প্রতি উৎসাহিত না করে বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে), সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৮] অতএব ভাল কাজটি অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'তে হবে।

দ্বিতীয় দলীল : ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় আগমন করে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশূরার দিন ছিয়াম পালন করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের ছিয়াম? তারা বলল, এটি একটি উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর (ফেরাউনের) কবল হ'তে মুক্তি দান করেন। ফলে এদিনে মূসা (আঃ) ছিয়াম পালন করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আঃ)-এর অধিক হক্বদার। অতঃপর তিনি এদিনে ছিয়াম পালন করেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[১৯]

উল্লিখিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিধায় এদিনে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য নিজে ছিয়াম পালন করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি মূসা (আঃ)-এর মুক্তির শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম পালন করা বৈধ হয়, তাহ'লে মুহাম্মাদ (ছাঃ); যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর দুনিয়ায় আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াতের মত ভাল আমলের মাধ্যমে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপন করাও শরী'আত সম্মত।

জবাব : প্রথমতঃ যেকোন ইবাদত করার জন্য প্রথমে দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (ক) এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। (খ) এমন ইবাদত করতে হবে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি দ্বারা স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ- إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ- 'অতঃপর আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উপর। অতএব তুমি তার অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই তারা তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আদৌ বাঁচাতে পারবে না। আর নিশ্চয়ই যালেমরা পরস্পরের বন্ধু। অথচ আল্লাহ হ'লেন মুত্তাক্বীদের বন্ধু' *(জাছিয়া ৪৫/১৮-১৯)*।

---

১৩. সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
১৪. ইবনু মাজাহ, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, হা/৪২।
১৫. ফাতাওয়া ইয ইবনু আব্দিস সালাম, পৃঃ ৪২।
১৬. ইবনু কাছীর (রহঃ), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩২৮ পৃঃ।
১৭. সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ হা/১২১; আলবানী, সনদ ছহীহ, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ১/৮৩ পৃঃ।
১৮. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
১৯. বুখারী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৩৪।

www.at-tahreek.com

সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধানের বাইরে কোন বিধানকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব মনে করা কোন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণ করাই মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যাচারী পাপিষ্ঠ ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ নিজে ছিয়াম পালন করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে ছিয়াম পালন করতে বলেছেন। কিন্তু তিনি কি কখনো 'রহমাতুল্লিল আলামীন' হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ নিজের জন্মদিবস পালন করেছেন? কিংবা ছাহাবায়ে কেরামকে করতে বলেছেন? যদি ইসলামী শরী'আতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী'-এর সামান্যতম ফযীলত থাকত, তাহ'লে অবশ্যই তিনি উম্মতের সামনে তা সুস্পষ্টভাবে বলে যেতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন, যারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, দীর্ঘ ৩০টি বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ জন্মদিবস পালন করেননি। তাহ'লে কি তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝেননি? কিংবা জন্মদিবস পালন না করে তারা তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছেন? নাঊযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন-আমীন!

তৃতীয় দলীল : রাসূল (ছাঃ)-কে সপ্তাহের প্রতি সোমবারে ছিয়াম পালনের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ 'এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুঅত প্রাপ্ত হয়েছি। অথবা আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[২০] বুঝা গেল, রাসূল (ছাঃ) নিজেই তাঁর দুনিয়ায় আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ প্রত্যেক সোমবার ছিয়াম পালন করতেন। অতএব আমরাও বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর জন্ম দিবস পালন করতে পারি।

জবাব : উল্লিখিত দলীলের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যেতে পারে। (১) মীলাদপন্থীদের উদ্দেশ্য যদি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম গ্রহণের শুকরিয়া আদায় করাই হয়, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় প্রত্যেক সোমবার ছিয়াম পালন করতে হবে। কিন্তু তারা কি তা করে? কখনোই নয়। বরং তারা রাসূল (ছাঃ)-এর এই সুন্নাতকে উপেক্ষা করে বছরের একটি দিন ১২ই রবীউল আউয়ালকে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, চাই তা সোমবার অথবা অন্য কোন দিন হোক। অথচ রাসূল (ছাঃ) ১২ই রবীউল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন মর্মে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম সোমবার দিন ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু ১২ রবীউল আউয়ালে কোন কিছুই করেননি। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে উপেক্ষা করার নাম তাঁকে ভালবাসা নয়; বরং তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের নাম তাঁকে ভালবাসা।

(২) রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সোমবারে ছিয়াম পালন করেননি। বরং এতে অন্য একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হ'ল, সপ্তাহের দু'টি দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্র নিকট বান্দার সাপ্তাহিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। আর রিপোর্ট পেশ করার দিনে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় থাকাকে অধিক ভালবাসতেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ- 'আল্লাহ্র নিকট সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। অতএব আমার আমল (আল্লাহ্র নিকট) পেশ করার সময় ছিয়াম অবস্থায় থাকাকে আমি অধিক ভালবাসি'।[২১]

(৩) রাসূল (ছাঃ) সোমবারে ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু তিনি কি তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন? তিনি কি ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কোন জালসা মাহফিল এবং ভাল খাবারের আয়োজন করেছেন? তিনি কি কোন আনন্দ মিছিল করেছেন? কখনোই নয়। তাহ'লে কি জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাহাবায়ে কেরাম, উম্মাহাতুল মুমিনীন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ), হাসান-হুসাইন (রাঃ) তাঁরা কি রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতেন না? অথবা তাঁর আগমনে তাঁরা কি আনন্দিত ছিলেন না? মীলাদপন্থীরা কি তাঁদের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসেন? তাহ'লে মীলাদপন্থীদের এ কেমন ভালবাসা যার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে উপেক্ষা করা হয়? অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত ভালবাসা অর্জিত হবে তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- قُلْ أَطِيعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ-

'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

চতুর্থ দলীল : উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের সুখবর দিলে আবু লাহাব তার দাসী ছুয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনিই (ছুয়াইবা) রাসূল (ছাঃ)-কে দুধপান করিয়েছিলেন। অতঃপর যখন আবু লাহাব কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, তখন আব্বাস (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরে স্বপ্নে আবু লাহাবকে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দেখলেন। আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি দেখছ? সে বলল, তোমাদের পরে আমাকে কল্যাণকর কিছুই প্রদান করা

২০. *মুসলিম হা/১১৬২, 'প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ।*

২১. *তিরমিযী হা/৭৪৭; নাসাঈ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/২০৫৬।*

হয়নি। তবে ছুয়াইবাকে মুক্ত করার জন্য আমি প্রত্যেক সোমবার রাত্রে পানি পান করছি। আবু ঈসা বলেন, ছুয়াইবা রাসূল (ছাঃ)-এর লালনকারিণী ছিলেন।[২২]

কুফরীর চরম সীমায় উপনীত আবু লাহাব; যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা 'সূরা লাহাব' নামক একটি সূরা নাযিল করেছেন। এমন কাফেরকে শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশি হয়ে তার দাসী মুক্ত করার কারণে যদি আল্লাহ জাহান্নামে পানি পান করিয়ে থাকেন, তাহ'লে একজন মুসলিম রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনে খুশি হয়ে তাঁর জন্য দিবস উপলক্ষে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপন করলে আল্লাহ তার উপর খুশি হবেন না কেন।

জবাব : উল্লিখিত দলীলের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যেতে পারে। (১) উল্লিখিত খবরটি মুরসাল; যা উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন তা বলেননি। তাছাড়াও এটি সাধারণ মানুষের দেখা একটি স্বপ্নের ঘটনা, যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[২৩]

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশি হয়ে আবু লাহাব তার দাসী ছুয়াইবাকে মুক্ত করেছিল মর্মে বর্ণনাটি সঠিক নয়। বরং আবু লাহাবের দাসত্বে থাকা অবস্থাতেই ছুয়াইবা রাসূল (ছাঃ)-কে লালন করেছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাকে বিক্রি করার জন্য আবু লাহাবকে অনুরোধ করলে তাতে সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের পরে আবু লাহাব ছুয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।[২৪]

(৩) আবু লাহাব একজন প্রসিদ্ধ কাফের। আর কাফেরের কোন ভাল আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا– 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্ম সমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ– 'যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করে, তাদের সৎকর্ম সমূহ ভস্মস্তূপের ন্যায়। ঝড়ের দিন প্রচণ্ড বায়ু যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করে তা থেকে কিছুই তারা কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না। আর এটাই হ'ল তাদের ভ্রষ্টতা' *(ইব্রাহীম ১৪/১৮)*। অতএব আবু লাহাব উল্লিখিত আয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পার্থিব জীবনের ভাল কাজ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না।

(৪) আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট ঘোষণা হ'ল, কাফেরদের থেকে কখনোই আযাব হালকা করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا– 'আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের উপর মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে (ও শান্তি পাবে)। আর তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না' *(ফাতির ৩৫/৩৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ– خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ– 'নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্র লা'নত এবং ফেরেশতামণ্ডলী ও সমগ্র মানবজাতির লা'নত। তারা চিরকাল তার মধ্যেই থাকবে। তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদের কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৬১-১৬২)*।

পঞ্চম দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতারা নবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা ও তাঁর প্রতি সালাম জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই উদ্দেশ্যেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপিত হয়।

জবাব : রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত অনেক বেশী। যেমন তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, এর প্রতিদানে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন'।[২৫] তাই মানুষ বেশী বেশী রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক গুণে বেশী দরূদ পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁরা কি কখনো কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে দরূদ পাঠ করেছেন? করেছেন কি কোন দরূদ পাঠের মিছিল? তাহ'লে আমাদের এ কেমন নবী প্রেম যে, প্রতিনিয়ত দরূদ পাঠের পরিবর্তে বছরের একটি দিনকে বেছে নিলাম দরূদ পাঠের জন্য? আনুষ্ঠানিকতার নাম নবী প্রেম নয়; বরং একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের নাম নবী প্রেম। তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার নাম নবী প্রেম নয়; বরং তাঁর মর্যাদার স্থানে তাঁকে রাখাই নবী প্রেম। নিজের মন মত দ্বীন পালনের নাম নবী প্রেম নয়; বরং তাঁর আনীত দ্বীনকে সামান্যতম পরিবর্তন না করে যথাযথভাবে পালনের নাম নবী প্রেম। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক দ্বীন বুঝার ও মানার তওফীক দান করুন- আমীন!

---

২২. ইবনুল আছীর, জামেউল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল হা/৯০৩৬।
২৩. ফাৎহুল বারী ৯/১৪৫।
২৪. ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত তারিখ ১/১৫৭; ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২/৪৪৫; ত্বাবারী, যাখায়েরুল উকবা ১/২৫৯; ফাৎহুল বারী ৯/১৪৫।
২৫. মুসলিম হা/৪০৮; মিশকাত হা/৯২১।

ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান : স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয়

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

১৯৭১ সালে ৯ মাস যুদ্ধের পর পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল বাঙালী জাতি। ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছিল সেই কাংখিত বিজয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল অপার সম্ভাবনাময়ী বাংলাদেশ। সেসময় পুলিশ-জনতা ও অন্যান্য বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল দেশকে মুক্ত করার জন্য। অবশেষে বাংলার মুক্তিকামী দামাল ছেলেদের এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে আত্মসমর্পন করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় পাক হানাদার বাহিনী। আনন্দে আর উচ্ছাসে ফেটে পড়ে গোটা জাতি। বিষাদের দরিয়া যেন মুহূর্তেই আনন্দকাননে পরিণত হয়ে ওঠে।

একাত্তরে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর ২০২৪ সালে যেন আরেকটি স্বাধীনতার স্বাদ পেল জাতি। প্রায় একমাস ব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রাম ও শত শত ছাত্র-জনতার তরতাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হ'ল এবারের স্বাধীনতা। ৫ই আগস্ট সোমবার আড়াইটায় একটানা সাড়ে পনের বছরের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্ববাদী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে অর্জিত হ'ল কাংখিত এ বিজয়। এ বিজয় ছাত্র-জনতার বিজয়, এ বিজয় তারুণ্যের বিজয়, যালেম শাসকের বিরুদ্ধে মাযলূম মানবতার বিজয়, অপশাসনের বিরুদ্ধে সুশাসনের বিজয়। এ বিজয় দীর্ঘ সাড়ে পনের বছর যাবত জাতীর বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে থাকা নির্যাতন-নিপীড়নকারী শাসকের বিরুদ্ধে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতার দীর্ঘশ্বাসের বিজয়। বড় বড় শক্তিধর রাজনৈতিক দলগুলো মরণপণ চেষ্টা করেও দীর্ঘ পনের বছরে যা করতে সক্ষম হয়নি, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে বাংলার তরুণ ছাত্র-জনতা। এতে আবারও প্রমাণিত হল, তরুণরাই পারে যুলমশাহীর তখত-তাউস ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে। পারে বিপ্লবকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে।

এ দেশের মানুষ এ যাবত তিনটি অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। আইয়ূব খার বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারীর গণঅভ্যুত্থান, এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরের গণঅভ্যুত্থান। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছর পর দেখল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের গণঅভ্যুত্থান। ইতিপূর্বের দু'টি অভ্যুত্থানের চেয়ে চব্বিশের অভ্যুত্থান ছিল অনেক বেশী ভয়াবহ, লোমহর্ষক ও রক্তাক্ত। আইয়ুব খান ও এরশাদ দেশ ছেড়ে পালাননি, কিন্তু হাসিনাকে মাত্র ৪৫ মিনেটের নোটিশে দেশ থেকে পালাতে হয়েছে। ইতিপূর্বের অভ্যুত্থানে এতটা রক্তপাত হয়নি, যতটা না হয়েছে চব্বিশের অভ্যুত্থানে।

প্রশ্ন হচ্ছে- কেন বার বার অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয়? কেন একটা জাতি দায়িত্বরত সরকারের বিরুদ্ধে এতটা বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ওঠে? প্রজারা কেন রাজার বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে? জবাব হচ্ছে- যেকোন মূল্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার অপচেষ্টা। লাশের মিছিলের উপর দাঁড়িয়ে হ'লেও ক্ষমতায় টিকে থাকার উদগ্র বাসনা। যুগে যুগে শাসকরা যখন স্বৈরশাসক হয়ে ওঠেন, শাসন যখন অপশাসনে পরিণত হয়, ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হয়, আদল-ইনসাফ উঠে যায়, রাষ্ট্রের প্রতিটা বিভাগকে যখন নিজ ও নিজ দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, জোরপূর্বক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়, ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর চালানো হয় দমন-পীড়ন ও অমানবিক নির্যাতন, মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়, কেড়ে নেয়া হয় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তখনই মানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। জনমনে ক্ষোভ ধুমায়িত হ'তে হ'তে একপর্যায়ে তা বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের বজ্রমুষ্ঠিতে গর্জে ওঠে জনতা। বুলেট-বোমার তোয়াক্কা না করে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্তরের জনগণ। এভাবে তীব্র আন্দোলন ও জনরোষের শিকার হয়ে স্বৈরাচার ও তার দোসররা গদি ছাড়তে বাধ্য হয়। যুলুমের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনতা তখন স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে। আর এটাই ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আওয়ামী দুঃশাসনের মাঝিমাল্লাদের ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে। যেমনিভাবে ইতিপূর্বে হাওয়া ভবন কেন্দ্রিক যুবরাজদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

ঘটনাপ্রবাহ : ঘটনার সূত্রপাত সরকারী চাকরিক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবত চলে আসা ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কারের দাবী নিয়ে। যেখানে মুক্তিযোদ্ধা ৩০, নারী ১০, যেলা ১০, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ৫ ও প্রতিবন্ধী কোটা ছিল ১ শতাংশ। ছাত্রদের তুমুল আন্দোলনের মুখে ২০১৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে সরকারী চাকরিতে ৯ম গ্রেড (পূর্বতন প্রথম শ্রেণী) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন দ্বিতীয় শ্রেণী) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল কোটা বাতিল করে দেয়। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বহাল রাখে। পরবর্তীতে বেনিফিসিয়ারীদের পক্ষ থেকে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করা হয়। দীর্ঘদিন পর গত ৫ই জুন'২৪ তারিখে হাইকোর্ট উক্ত রিটের আদেশ প্রদান করে। যেখানে ২০১৮ সালে সরকারের জারি করা 'সরকারী চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল' সংক্রান্ত পরিপত্রটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ ৫৬ শতাংশ কোটা পুনরায় বহাল থাকল। পুরো বিষয়টিই সরকারের ইশারায় সংঘটিত হয় বলে প্রচারিত আছে। ২০১৮ সালের পরিপত্রটি স্রেফ ছাত্র আন্দোলনকে দমানোর একটি কৌশল ছিল মাত্র। পরক্ষণে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের দিয়ে রিট করানো এবং হাইকোর্টের মাধ্যমে তা বাতিল করা সবই পরিকল্পনা মাফিক করা হয়। ফলে এই রায়ের পর থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন মোড় নিতে শুরু করে। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনে'র ব্যানারে উক্ত রায়ের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরুতে মিছিল-মিটিং ও সভা-সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৪ জুলাই বিকালে গণভবনে চীন সফর থেকে ফিরে প্রদত্ত প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকদের এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, *'(এই কোটা) মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?'* এই মন্তব্য করায় পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে *'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'* এবং *'চাইতে গেলাম অধিকার; হয়ে গেলাম রাজাকার'* স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তুলে ঢাকার রাজপথ। পরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর লেলিয়ে দেয়। এরা লাঠিসোটা, হকিস্টিক, রড, রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলে পড়ে নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের উপর। একই সাথে পুলিশও আক্রমণ চালায়। ফলে ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ দিন রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হ'লে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিন 'শাটডাউন' কর্মসূচী চললেও ১৮ জুলাই থেকে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচীর ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

এদিকে সরকার আন্দোলনকারী ছাত্রদের দমন করার জন্য বিজিবি মাঠে নামায়। ১৯ জুলাই পর্যন্ত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ দিয়ে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েও আন্দোলন থামাতে কার্যত ব্যর্থ হয় সরকার। উপায়ান্তর না দেখে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের ন্যায্য আন্দোলনকে নসাৎ করার জন্য কারফিউ জারি করে। মাঠে নামায় সেনাবাহিনীকে। সারাদেশে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে চালায় গুলী। এতে কয়েকদিনে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২৬৬ জন শিক্ষার্থী নিহত ও কয়েক হাযার শিক্ষার্থী আহত হয়। সহপাঠীদের নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে ছাত্ররা আরো ফুঁসে ওঠে। শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেয় তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকরাও। এই ন্যায্য দাবীর পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ধর্মীয় ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো। এসময় সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী গণগ্রেফতার শুরু করে। বাড়ী বাড়ী তল্লাশি চালিয়ে ছাত্র পেলেই তাকেই গ্রেফতার করে এবং মিথ্যা ও সাজানো মামলায় চালান দেয় এবং রিমান্ডে নিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। মাত্র কয়েকদিনে প্রায় পাঁচশত মামলা ও দশ হাযারের অধিক ছাত্র-জনতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়ককেও গ্রেফতার করে ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। কোনভাবেই আন্দোলনকে দমাতে না পেরে সরকার অবশেষে যরূরী ভিত্তিতে ২১শে জুলাই সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে শুনানী করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল ঘোষণা করে এবং সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ এবং মুক্তিযোদ্ধা ৫, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১ ও প্রতিবন্ধী ১ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করে রায় প্রদান করে। ২৩ জুলাই এ বিষয়ে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে। কিন্তু ততদিনে বহু মায়ের বুক খালি হয়ে যায়। ফলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ছাত্র হত্যার বিচার দাবী করে। তারা এর দায়ভার সরকারকে নিয়ে জাতির কাছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়াসহ ৯ দফা দাবী পেশ করে। যথা-

১. ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ২. ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিজ নিজ মন্ত্রণালয় ও দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে। ৩. যেসব এলাকায় ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার পুলিশের ডিআইজি ও পুলিশ সুপারকে বরখাস্ত করতে হবে। ৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরকে পদত্যাগ করতে হবে। ৫. নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৬. ছাত্র হত্যার দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীদের আটক ও হত্যা মামলা দায়ের করতে হবে। ৭. দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ও ছাত্রসংসদ চালু করতে হবে। ৮. অবিলম্বে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হলগুলো খুলে দিতে হবে। ৯. আন্দোলনে অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থী যেন একাডেমিক ও প্রশাসনিক কোন হয়রানির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমূদকে ২০ জুলাই বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানবিক নির্যাতন করে রক্তাক্ত অবস্থায় ভোর রাতে চোখ বেঁধে রাস্তায় ফেলে রাখে। সেখান থেকে বাসায় ফিরে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় পুনরায় ২৭ জুলাই 'নিরাপত্তাজনিত' কারণ দেখিয়ে হাসপাতাল থেকে তাদেরকে উঠিয়ে নেয় মহানগর গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি)। সাথে আরো চারজন সমন্বয়ককেও আটক করা হয়। অতঃপর নাটক সাজিয়ে আটক সমন্বয়কদের এক সারিতে বসিয়ে এক ভিডিও বার্তায় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামের যবানীতে আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়ানো হয়। এটি যে বলপূর্বক তা বুঝতে কারো বাকী থাকে না। ফলে বাকী মুক্ত সমন্বয়কদের ঘোষণায় আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এবার আন্দোলনকারীরা ফ্যাসিবাদী খুনী সরকারের পতনের একদফা দাবি নিয়ে মাঠে নামে। ছাত্রদের সাথে সর্বস্তরের জনতা এতে যোগ দেয়।

২রা আগস্ট জুম'আর দিন বিভিন্ন মসজিদে খতীবগণও সরকারের যুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তবে রাজশাহী

কেন্দ্রীয় মারকাযে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামাআ'ত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে সুতীব্র ভাষায় সরকারের যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে তিনি জাতির কাছে ক্ষমা না চাইলে যুলুমবাজ সরকারের পতন কামনা করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক বক্তব্যটি ছাত্র-জনতা ও দেশবাসীর জন্য গভীর অনুপ্রেরণাদায়ী ছিল।

এরপর ৪ঠা আগস্ট 'অসহযোগ আন্দোলনে'র ডাক দেয় ছাত্ররা। একই দিনে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দেয়। ফলে এদিন গোটা দেশ অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়। মুহূর্তে মুহূর্তে মায়ের বুক খালি হ'তে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের উপরও আক্রমণ করে। এতে বহু পুলিশ সদস্যও হতাহত হয়। সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানা আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয় ১৪ জন পুলিশকে। এ দিন সারা দেশে সহিংসতায় পুলিশসহ কমপক্ষে ১০৪ জন প্রাণ হারায়। স্বাধীনতার পর যা ছিল কোন আন্দোলনে একদিনে সর্বোচ্চ হত্যা। এই গণহত্যার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা পরদিন ৫ই আগস্ট চূড়ান্ত প্রতিবাদ হিসেবে 'রোড মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং গণভবন ঘেরাওয়ের ডাক দেয়। রাতেই ঢাকামুখী জনতার ঢল নামে। ছাত্র-জনতার বিশাল ঢল সরকারকে হতচকিত করে তুলে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের পরামর্শ দেন। একরোখা লৌহশাসক শেখ হাসিনা নিজের পদত্যাগ কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। শেষতক ছাত্র-জনতাকে প্রতিহত করতে সেনাবাহিনী অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট বরাবর পদত্যাগপত্র লিখে বেলা আড়াইটার সময় একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে তিনি ভারতে পালিয়ে যান। সঙ্গে ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে যান। এর মাধ্যমে যবনিকাপাত ঘটে দীর্ঘ সাড়ে পনের বছরের স্বৈরশাসনের। উন্মোচিত হয় স্বাধীনতার নবদিগন্ত।

অভ্যুত্থান পরবর্তী অবস্থা : হাসিনার পদত্যাগের সাথে সাথে দৃশ্যপট বদলে যায়। দীর্ঘ সাড়ে পনের বছরের স্বৈরশাসনের জগদ্দল পাথর যেন জাতির বুক থেকে সরে গেল। হাফ ছেড়ে বাঁচল ১৭ কোটি বাঙ্গালী। অনেকে সিজদায়ে শুকুর আদায় করে। রাজধানী সহ সারা দেশে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে পড়ে ছাত্র-জনতা সহ সর্বস্তরের মানুষ। মুহূর্তে মিষ্টির দোকানও খালি হয়ে যায়। ঢাকার রাজপথে উল্লসিত জনতার আনন্দ মিছিল আর উল্লাসনৃত্য মাইলের পর মাইল ছাপিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার এই বিজয় উল্লাস গণভবন ও সংসদ ভবনকেও রেহাই দেয়নি। হাযার হাযার ছাত্র-জনতাকে গণভবনে প্রবেশ করে সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের প্রত্যেকটি কক্ষ, দরবার হল, পুকুর, আঙ্গিনা, বাগান সর্বত্র আনন্দ-উল্লাস করতে দেখা গেছে। শত শত ছাত্র গণভবনের পুকুরে গোসল করে, কেউ হাসিনার শয়নকক্ষে তার পালঙ্কে শুয়ে, কেউ দরবার হলের সোফায় পায়ের উপর পা উঠিয়ে বসে, কেউ সংসদ ভবনের পিছনের লেকে গোসল করে, কেউ জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষের চেয়ারে বসে, এককথায় যার যেভাবে খুশী সেভাবেই আনন্দ প্রকাশ করে। এ সময়ে গণভবনের গুরুত্বপূর্ণ আসবাবপত্র ও মালামাল এমনকি হাস-মুরগী ও পুকুরের মাছও উৎসুক জনতাকে লুট করে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

এই অবস্থা সন্ধা নাগাদ দেখা গেলেও সন্ধার পর সারা দেশের চিত্র বীভৎসতায় রূপ নেয়। হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগে সমগ্র দেশ যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর তার দলের সকল নেতা-কর্মী, এমপি-মন্ত্রী, মেয়র-কাউন্সিল, চেয়ারম্যান-মেম্বার গা ঢাকা দেয়। এই সুযোগে প্রতিপক্ষের বাড়ীঘর ভাঙ্গচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে বছরের পর বছর অপরাজনীতির শিকার প্রতিহিংসাপরায়ণ গোষ্ঠী। এসময় দেশের অধিকাংশ থানাসহ বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। লুটপাট করা হয় ব্যাপকহারে। ধ্বংস করা হয় পুলিশের গাড়ি, আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সবকিছু ।

প্রশ্নবিদ্ধ পুলিশ প্রশাসন : সেনাবাহিনীর সহায়তায় হাসিনা পালিয়ে গিয়ে স্বার্থপরের মত নিজে বেঁচে গেলেও রেখে যান মীরজাফরীর বহু আলামত। তিনি স্বীয় অপকর্মের সহযোগী মন্ত্রী-এমপি ও দলীয় নেতাদের কথা একটিবারও চিন্তা করেননি। ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-পুলিশকে ব্যবহার করে 'পাতানো' নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে যাদের চারপাশে রেখে দীর্ঘ ১৬ বছর নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন, যুলুম-নির্যাতন করেছেন, জনগণের ওপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছেন, সহযোগীদের হাযার হাযার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের সুযোগ করে দিয়েছেন, দেশ ছাড়ার সময় তাদের কারোরই ভবিষ্যৎ 'পরিণতি'র কথা চিন্তা করেননি। এ অভিযোগ খোদ আওয়ামী লীগ নেতাদের।

সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে গেলেন তিনি জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর। 'পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ' এই স্লোগান গেল দশকে থানায় থানায় ও মোড়ে মোড়ে বিলবোর্ডে শোভা পেলেও, এর উল্টো দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল বিশ্ববাসী। পুলিশকে জনতার মুখোমুখি দাড় করিয়ে তিনি গোটা বাহিনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেন। ছাত্র-জনতার উপরে নির্বিচার গুলির প্রতিবাদে পুলিশের উপর মারমুখী হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ জনতা। ফলে পুলিশ হত্যা, থানা পুড়িয়ে দেওয়া, পুলিশ মেরে টাঙ্গিয়ে রাখাসহ নানা লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে অভ্যুত্থানকালীন সময়গুলোতে। হতাহত হয় বহু পুলিশ। সেকারণ হাসিনার পদত্যাগের সাথে সাথে জনরোষ থেকে বাঁচতে দেশের সর্ববৃহৎ এই বাহিনীর সকলেই কর্মস্থল ছেড়ে স্ব স্ব নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। মুহূর্তেই গোটা দেশ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ফলে দুর্বৃত্তরা বিনা বাধায় থানা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মত ন্যাক্কারজনক কাজ করার সুযোগ পায়। দেশের প্রায় সকল থানা পুড়িয়ে দেয়া হয় কিংবা লুটপাট করা হয়।

এ ঘটনার ফলে নযীরবিহীনভাবে সপ্তাহকাল রাষ্ট্র চলে কোন পুলিশ ছাড়া। ফলে ছাত্ররাই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। ট্রাফিক সেবায় যোগ দেয়। নগরী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ আঞ্জাম দেয়। রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী ছাত্ররা সংগঠনের এ্যাপ্রোন পরে গোটা শহরে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করে। অন্যান্য শহরেও কাজ করে। সারা দেশে সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কি না পারে ছাত্ররা। প্রয়োজন শুধু উদ্যমের, উৎসাহের। অবশেষে সরকারের নির্বাহী নির্দেশে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পুলিশ কাজে যোগদান করে বটে কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ছাই সরিয়ে কাজের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ করতে না জানি কতদিন লাগবে।

বিশ্লেষকদের প্রশ্ন- বাংলাদেশের পুলিশ কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? নাকি আবার পূর্বের ন্যায় সরকারের লেজুড়বৃত্তি করে জনগণের উপর ষ্টীম রোলার চালাবে? নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে ধরে এনে মিথ্যা মামলা দিবে বা গ্রেফতার বাণিজ্য করবে? মানুষের ঘুমকে হারাম করে দিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করবে? ঘুষ-দুর্নীতি কি আগের মত চালিয়ে যাবে, নাকি এবার ক্ষান্ত হবে? পুলিশ কি সত্যিকার অর্থে জনগণের সেবক হবে, নাকি শত্রু হবে? উন্নত বিশ্বে যেখানে কারো একটি প্রাইভেটকার বা মোটরসাইকেলের চাকা লিক হলেও ট্রিপল নাইনে ফোন করলে পুলিশ এসে বিপদগ্রস্থ নাগরিককে গন্তব্যে পৌঁছার সার্বিক ব্যবস্থা করে দেয়, সেখানে আমাদের দেশের পুলিশ রাস্তায় দাড়িয়ে চাঁদাবাজি করে। গাড়ীর কাগজপত্র চেক করার নামে উৎকোচের আশায় হাত পেতে বসে। রক্ষকরা এখনও এই ভক্ষক নীতি থেকে বের হয়ে না আসতে পারলে ধরে নিব এ দেশ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন হ'তে এখনো বাকী আছে।

অতএব পুলিশ ভাইদের বলব, সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ্কে ভয় করুন! মনে রাখবেন আপনার নিজস্ব যোগ্যতাবলে নয়, বরং আল্লাহ্র দয়ায় আপনার স্কন্ধে এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের হিসাব তাঁর কাছেই দিতে হবে। অতএব নিরপরাধ কারো উপর যুলুমের খড়্গ চাপিয়ে দিবেন না। একটি পয়সাও হারাম পকেটে ঢুকিয়ে নিজেকে জাহান্নামের খোরাক বানাবেন না। অন্যায়ের সাথে কখনো আপোষ করবেন না। তাতে আপনার চাকরি চলে গেলে যাক। এতে আখেরাতে পুরস্কৃত হবেন। আর তাবেদারী করে অন্যায়ে লিপ্ত হ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতেই তিরস্কৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন- আমীন!

বিগত সরকারের গোপন বন্দীশালা আয়নাঘরঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাউন্টার-টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিটিআইবি) দ্বারা পরিচালিত একটি গোপন বন্দিশালার নাম 'আয়নাঘর'। ব্যস্ততম নগরী ঢাকার সুরম্য অট্টালিকার নীচেই বিরোধী মতকে দমন-পীড়নের জন্য স্বৈরশাসক হাসিনা তৈরী করেন এই গোপন নির্যাতন সেল 'আয়নাঘর'। যা গুয়ান্তানাবো-বে কারাগারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মুসলিম নির্যাতনের জন্য কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে মার্কিন নৌ-ঘাটিতে ২০০২ সালে স্থাপিত এক বন্দিশালার নাম গুয়ান্তানামো-বে কারাগার। এই কারাগারের নির্যাতনের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এর কিছু ছিটেফোঁটা বিবরণ মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। যা শুধু মর্মান্তিক নয় রীতিমত আঁতকে উঠার মতো।

২০২২ সালের আগস্টে সুইডেন ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি 'নেত্রনিউজে' প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে প্রথম 'আয়নাঘর' শব্দটি উঠে আসে। এরপর আন্তর্জাতিক কয়েকটি মিডিয়ায় বিষয়টি আলোচনায় আসে। আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আয়নাঘর' হচ্ছে 'গুমখানা'। হাসিনার শাসনকালে ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে মোট ৬০৫ জনকে গোপনে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ঢাকা ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে নিখোঁজ হয় ৪০২ জন মানুষ। ২০২৪ সালের হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী হাসিনা ক্ষমতায় আসার বছর ২০০৯ সাল থেকে তার পতন পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬০০টিরও বেশি গুম হওয়ার ঘটনা ঘটে। যার অধিকাংশেরই কোন হদিস নেই।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ শুধু ডিজিএফআইয়ের নয়, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব)-এর ১৫টি ব্যাটালিয়ানের প্রতিটিতেই রয়েছে এরূপ গোপন বন্দীশালা বা আয়নাঘর। তাছাড়া সম্প্রতি মহানগর গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি) কার্যালয়ে আবিষ্কার হয় আয়নাঘর। সেখানেও নির্যাতনের জন্য বহু সেল তৈরী করে রাখা হয়েছে। সদ্য ডিবি কার্যালয় থেকে ছাড়া পাওয়া ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ মাহতাব এক লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানকার নির্যাতনের লোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরেছেন।

মূলতঃ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা আয়নাঘর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মিডিয়ায় এর ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে। এতদিন ভয়ে মুখ না খুললেও স্বৈরশাসনের পতনের পর সকলেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে সাড়ে পাঁচ বছর পর আয়নাঘর থেকে মুক্তি পাওয়া 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে'র (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমা বলেন, 'আয়নাঘর যেন একটি কবর, সেখানে আমরা যারা থেকেছি তারা ছিলাম 'জিন্দা লাশ'। ওখানে থাকার চেয়ে মৃত্যু বরং ভালো'। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরদিন ৬ আগস্ট ভোরে চট্টগ্রামের মিরসরাই এলাকার একটি জঙ্গলে হাত ও চোখ বেঁধে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়।

একই সময়ে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের পুত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (বরখাস্ত) আব্দুল্লাহিল আমান আযমী ও একই দলের নেতা মীর কাসেম আলীর পুত্র সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আহমাদ বিন কাসেম (আরমান) কেও মুক্তি দেওয়া হয়। ৫ আগস্ট সোমবার দিবাগত রাতে তাদেরকে রাজধানীর দিয়াবাড়ীতে

ছেড়ে দেওয়া হয়।

মুক্তির সময় ব্যারিস্টার আরমান জানতেন না শিক্ষার্থীদের গণবিপ্লবের কারণে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন মেরে ফেলার জন্য আয়নাঘর থেকে তাকে বের করা হচ্ছে। আট বছরে প্রথম মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসেন তিনি। পরিবারও জানতো না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। প্রতিবছর কেবল পরিবারকে গুমের ব্যাপারে কোনো কথা না বলার জন্য সতর্ক করা হত।

মুক্তিপ্রাপ্তদের বিবরণ মতে- কবর সদৃশ ৩/৬ ফুট কারো বিবরণে ৬/১০ ফুট ছোট ছোট কক্ষে তাদের রাখা হয়। সেখানে আলো ছিলনা বললেই চলে। দিন না রাত বুঝার উপায় নেই। বাইরের কোন শব্দ বা পাশের কক্ষের কোন শব্দও তারা শুনতে পেতেন না। কক্ষের উপরের দিকে বিকট শব্দের এক্সজস্ট ফ্যান লাগানো ছিল, যেগুলো খুব জোরে শব্দ করত। উদ্দেশ্য ছিল ভিতরের কোন শব্দ যেন বাইরে না যায় এবং বাইরের কোন শব্দও যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। ঘরের কাঠের দরজা বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হ'ত। খাবারের সময় সেখানকার সুপারভাইজার খাবার দিয়ে যেত, কিন্তু কোন কথা বলত না। খাবারের মান ছিল খুবই খারাপ। এত পরিমাণ ঝাল যে মুখ-পেট জ্বালা করত। কখনো কখনো বাসি খাবার দিত। টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন হ'লে দরজায় টোকা দিলে সুপারভাইজার এসে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে এবং হাতকড়া পরিয়ে টয়লেটে নিয়ে যেত। টয়লেটের দরজায় একটি ছোট ছিদ্র ছিল সেটি দিয়ে তারা ভেতরে দেখত। টয়লেট শেষ হ'লে চোখ বাঁধা অবস্থায় আবার হাতকড়া পরিয়ে কক্ষে এনে খুলে দিত। সুপারভাইজাররা সবসময় মাস্ক পরে থাকত। মাইকেল চাকমা বলেন, 'আমি কখনো মনে করিনি যে, আমি আর বাঁচব। একদিন তাদের একজন এসে বলল, 'আমরা যদি তোমাকে ৩০ বছরও আটকে রাখি দুনিয়ার কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। তুমি যে বেঁচে আছ সেটিই তোমার ভাগ্য'। তখন আমি বলি, 'এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং মরে যাওয়া ভাল'। 'গুলি করো' বলে বুক পেতে দেই'। তখন আর কিছু না বলে সে চলে যায়।

ব্রিগেডিয়ার আযমী দীর্ঘ আট বছর হাসিনার এই আয়নাঘর নামীয় নির্যাতনশালায় বন্দী ছিলেন। তার ভাষ্য মতে- যত চোখের পানি তিনি নিজ গামছায় মুছেছেন তা একত্রিত করলে হয়ত একটি বিরাট দিঘী হয়ে যেত। আয়নাঘরে থাকাকালে তিনি তার মাকে হারিয়েছেন। স্ত্রী অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে শেষতক অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ফলে আয়নাঘরে যেমন ছিলেন নিঃসঙ্গ তেমনি বের হয়েও তিনি এখন নিঃসঙ্গ। কতটা মর্মান্তিক কল্পনা করা যায়!

মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ ফয়েয। যিনি ৪২ দিন আয়নাঘরে থাকার পর মিথ্যা মামলায় মোট ৭৭০ দিন কারান্তরীণ ছিলেন। সরকার পতনের আগ পর্যন্ত মুখ খোলেননি। নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, এত নির্মমভাবে ওরা নির্যাতন করে যে, শরীরের হাড্ডি-মাংস যেন এক হয়ে যায়। সবচেয়ে নির্মম ব্যাপার, ২৪ ঘণ্টা চোখ বেঁধে রাখতো, হাতে হ্যান্ডকাফ পরা থাকতো, এমনকি রুমের মধ্যেও। রাত ৯টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত দু'হাত পেছনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে রাখতো, রাতে যেন ঘুম না হয়। রুমের মধ্যেই কমোড, ঠিকমতো ঘুমালে কমোডে পা চলে যায়। সবরকম নির্যাতনের ব্যবস্থাই ছিল সেখানে। একেক জনের সাথে একেক রকম নির্যাতন। ওয়াটার বোর্ডিং, ইলেকট্রিক শক, বাঁশ ডলা, ছাদের সাথে ঝুলিয়ে পেটানো, নখ উপরে ফেলা আরো কত কি। ফায়েয বলেন, ৪২ দিন পর মুক্তি দেয়ার দিন প্রথমবারের মতো চোখের বাঁধন খুলে জঙ্গী হিসাবে পুলিশবাদী মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তারপর ৭৭০ দিন পর আমার জামিন হয়। তবে এখনও মামলা চলমান আছে, হাযিরা দিতে হয় মাসে মাসে।

গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি কামরুযযামানের ভাষ্যমতে আয়নাঘরের কক্ষগুলো প্রস্থে ৩ ফুট, আর দৈর্ঘে ৬ ফুট। মাথার উপরে ছোট একটি লাইট। একটি ফ্যান সার্বক্ষণিক গড়গড় করে শব্দ করে চলে। ময়লাযুক্ত একটি চট ছিল বিছানা। এরূপ আরেকটি দেওয়া হত মাথার নীচে। খাবারের মান ভীষণ খারাপ। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মুখে দেওয়া। সেখানে আমাকে এত বেশী নির্যাতন করেছে, এতবেশি পিটিয়েছে যে আজ পর্যন্ত আমি ঠিক মতো হাটতে পারিনা, চোখে দেখতে কষ্ট হয়। আমাদেরকে শিখিয়ে দিতো, যবানবন্দীতে বলতে হবে, বাংলাদেশ হবে শ্রীলংকা, প্রধানমন্ত্রী হবে ড. ইউনুস, রাষ্ট্রপতি হবে কামাল হোসাইন। একথা না বললে নির্যাতন চলতেই থাকবে। আমার পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে আমরা ড. ইউনুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বীকারোক্তিমূলক যবানবন্দী দিতে বাধ্য হই।

ঢাকা, পূর্বাচলস্থ মারকাযুস সুনান মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম র‍্যাবের আয়নাঘরের নির্যাতন কাহিনী বলতে গিয়ে বলেন, টানা ৩৬ দিন আমাকে ঘুমাতে দেয়া হয়নি। মাথায় দড়ি বেধে রেখে দীর্ঘক্ষণ দাড় করিয়ে রাখা হ'ত। হাত সবসময় বাধা থাকতো। প্লাস দিয়ে নখ তুলে ফেলা, সুই ঢুকিয়ে দেয়া, গালি-গালাজ, অপমান অপদস্ত করা, পাগলের পোষাক পরিয়ে রাখা সহ নানা নির্যাতনে পাগলপ্রায় করে ফেলা হয়েছিল আমাকে।

এদিকে বিভিন্ন সময়ে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা 'মায়ের ডাক' নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে গুম হওয়া ব্যক্তিদের ছবি, প্ল্যাকার্ডসহ চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে নানাবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নির্দয় নিষ্ঠুর যালেম শাসকগোষ্ঠির হৃদয়ে সামান্যতম আঁচড় কাটেনি। অবশেষে হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। খোদ রাজধানীতেই সুরম্য অট্টালিকার নীচে আলো-বাতাসহীন অন্ধকার কুঠরীতে বছরের

পর বছর আটকে রেখে অমানবিক লোমহর্ষক পৈচাশিক নির্যাতন করা হ'ত তাদের উপরে। অনেকে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে লাশ সরিয়ে ফেলা হ'ত। অনেককে সেখান থেকে নিয়ে এনকাউন্টারে হত্যা করা হ'ত।

শেষ কথা : মহান আল্লাহ্‌র চিরন্তন ঘোষণা শুনুন, 'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশী সম্মানিত কর ও যাকে খুশী লাঞ্ছিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন অত্যাচারী শাসকই স্থায়ী হয়নি। আগামীতেও হবে না ইনশাআল্লাহ। নমরূদ, ফেরাঊনের মত প্রতাবশালী শাসকরাও আল্লাহ্‌র হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেছে। ছোট্ট একটি মশা দিয়ে আল্লাহ নমরূদকে ধ্বংস করেছেন। ফেরাঊনকে সমস্ত সৈন্যবাহিনীসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। অথচ ফেরাঊন নিজের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য সাম্রাজ্যের সদ্যজাত পুত্র সন্তানদেরকে তাদের মায়েদের চোখের সামনে জল্লাদ দিয়ে দিখণ্ডিত করত। মযলূম মায়েদের নীরব কান্না ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অবশেষে আল্লাহ্‌র ফায়ছালায় তারা নাজাত পেলেন।

বাংলাদেশেও আওয়ামী দুঃশাসন চরমে পৌঁছে যাওয়ার কারণে মহান আল্লাহ্‌র ফায়ছালা নেমে আসে। সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীর মুখ থেকে বেফাস কথা বের হওয়া, নিজের সন্তানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মিথ্যা ট্যাগ দেওয়া, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়া, ছাত্রদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিয়োজিত করা এসবই ছিল বিগত স্বৈরাচারী সরকারের চরম ভুল সিদ্ধান্ত। আর এ ভুলগুলো আল্লাহ্‌ই তাদের দ্বারা করিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত করার প্রক্রিয়া হিসাবে। দীর্ঘ ষোল বছরের দম্ভ ও অহংকার মুহূর্তে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ ও প্রায় সহস্র প্রাণের বিনিময়ে মহান আল্লাহ এই দেশটিকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে রক্ষা করেছেন। দিগন্তে উদিত হয়েছে স্বাধীনতার নতুন সূর্য। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

এক্ষণে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকটে এ জাতির বহু প্রত্যাশা রয়েছে। জাতি চায় এমন একটি নতুন বাংলাদেশ, যেখানে থাকবেনা শোষন-নির্যাতন, দমন-পীড়ন, অন্যায়-অবিচার। যেখানে প্রতিটা নাগরিকের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিচারের নামে অবিচার ও দীর্ঘসূত্রিতা বন্ধ হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে জাতি ন্যায় বিচার পাবে। সূদ-ঘুষের রমরমা ব্যবসা বন্ধ হবে। অফিস-আদালত হবে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হবে জনগণের সেবক। আর এমন একটি স্বপ্নময় রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন দলীয় সরকার দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা দলীয় সরকার কখনো নির্দলীয় প্রশাসন উপহার দিতে পারে না। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে যা আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি। অতএব ইসলামী খেলাফতের আদলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ পরামর্শমূলক সরকার গঠনের মাধ্যমেই কাংখিত এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

কোটা সংস্কার থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের পথে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

৫ই আগস্ট ২০২৪। বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে যাওয়ার একটি দিন। ছাত্রসমাজের দুঃসাহসী সংগ্রামী চরিত্রকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করার দিন। ঘাতকের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে, শহীদী রক্তে রঞ্জিত হয়ে বিজয় আনার দিন। জুলাই-আগস্ট'২৪ দুঃশাসনের এক কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে আমাদের ছাত্রসমাজ যে দুঃসাহস ও আত্মত্যাগের নযরানা পেশ করল, তা সারা বিশ্বে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। সামান্য সরকারী চাকুরীতে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবীতে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন কিভাবে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে রূপ লাভ করল, তা বিশেষ কোন পর্যালোচনার দাবী রাখে না। কেননা বিগত ১৫ বছর যাবৎ এদেশের আর্থিক খাত, শিক্ষা খাতসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে যে দূর্নীতির মচ্ছব লাগাতারভাবে চলমান ছিল, তা জনগণকে ভীষণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রশাসন সরকারী পেটুয়া বাহিনীতে পরিণত হওয়ায় বিচার পাওয়ার স্বাভাবিক অধিকার মানুষ হারিয়েছিল। প্রশাসনিকভাবে গুম, খুন, নির্যাতন ছিল নিত্যকার ঘটনা। ভিন্নমতাবলম্বী দমনের জন্য আয়নাঘর নামক জীবন্ত কবরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হ'ত নিরীহ মানুষকে। এতসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার পর্যন্ত অধিকার ছিল না। সর্বদিক থেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় জনগণ যখন একপ্রকার হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তখনই ত্রাণকর্তা হিসাব আবির্ভূত হয় এদেশের নতুন প্রজন্মের তরুণ ও ছাত্রসমাজ। তারা রাজপথে নামলে ছাত্রসমাজের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় গণমানুষের দাবী দাওয়া। এভাবেই কোটা সংস্কার আন্দোলন পরিণত হয় রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনে।

ছাত্র আন্দোলনের এই বিজয় আমাদের সামনে যেন বহু দরজা খুলে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে পঞ্চাশ বছর যাবৎ অধরা সব স্বপ্নগুলো এখন যেন বাস্তব হয়ে ওড়াওড়ি করছে। মানুষ যেন বুক ভরে প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছে। জাতীয় জীবনে নিঃসন্দেহে এ এক বিরাট অর্জন। যদিও গন্তব্য এখনও বহুদূর, যাত্রাপথ বড় বন্ধুর, তবুও আমাদের আশাবাদী অন্তর হাযারো প্রত্যাশার ডালি নিয়ে বসে আছে। হয়তো অচিরেই এবার আমাদের চিরকাংখিত স্বপ্নগুলো ডানা মেলে উড়বে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত ও নে'মতে নতুন এক বাংলাদেশ দেখবে। যেখানে থাকবে না দুর্নীতি, অপশাসন ও বৈষম্য। যেখানে মানুষ নিজের স্বপ্নগুলো নিয়ে বাঁচতে পারবে। যেখানে মানুষ নিরাপত্তা পাবে, পাবে ইয্যতের গ্যারান্টি। যেখানে মানুষ তার বৈধ অধিকার ফিরে পাবে। যেখানে মানুষ দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেখানে মানুষ জান্নাতের পথে চলার পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে।

রাষ্ট্র সংস্কারের এই বিপুল প্রত্যাশাই আমাদের চোখে-মুখে ঘুরে ফিরছে। তবে এ পথে আমাদের পাড়ি দিতে হবে সংস্কারের এক লম্বা পথ। বিশেষ করে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল দুর্নীতি। দেশের কোন সরকারী অফিস ঘুষ-বাণিজ্য থেকে মুক্ত নয়, এ কথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়। সুতরাং নতুন বাংলাদেশে কোন সরকারী অফিসে ঘুষ দিতে হবে না, দুর্নীতি ও হয়রানীর শিকার হ'তে হবে না, কোন রাজনৈতিক চাঁদাবাজির মুখোমুখি হ'তে হবে না-এটাই আমাদের প্রথম প্রত্যাশা। এছাড়া কোন উন্নয়ন ও সেবামূলক প্রকল্পে কর্মকর্তাদের বখরা ও কমিশন বাণিজ্য যেন বন্ধ হয়, ভুয়া বিলের কারসাজি যেন না থাকে সেটা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের আরো প্রত্যাশা নতুন বাংলাদেশ হবে বৈষম্যহীন, যেখানে কোন ধনী-গরীব কোন বাছ-বিচার করা হবে না। মামা-খালুর দৌরাত্ম থাকবে না। রাষ্ট্রে সবার সমান নাগরিক অধিকার রক্ষা করা হবে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নয়, সবাইকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা হবে। সব সরকারী প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও দক্ষরা দল-মত নির্বিশেষে অগ্রাধিকার পাবে। মানুষ বিদেশে নয়, বরং নিজের দেশেই ভবিষ্যৎ গড়তে আগ্রহী হবে।

নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্ব হবে সৎ, দক্ষ, প্রতিহিংসামুক্ত, জনদরদী এবং কল্যাণমুখী। নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা এমন হবে যেখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের জায়গা থাকবে না। জনসেবাই হবে নেতৃত্বের একমাত্র মূলমন্ত্র। নেতৃত্ব নিয়ে হানাহানিমুক্ত থাকতে নির্বাচনে কোন দল ও প্রার্থী থাকবে না, বরং সবার অংশগ্রহণমূলক নির্দলীয় নিরপেক্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে। ইসলামী খেলাফতের আদলে ও আল্লাহ্‌র বিধানের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। দক্ষতা ও মেধাসম্পন্নদেরকেই দেশ গড়ার দায়িত্ব দেয়া হবে। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার হানাহানি আর অবৈধ অর্থ-সম্পদ গড়ার প্রতিযোগিতা থেকে দেশের মানুষ মুক্তি পাবে। এই গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা, এই পাওয়ার পলিটিক্সের জাঁতাকল থেকে জনগণ চিরতরে মুক্তি পাবে।

নতুন বাংলাদেশে পুলিশ প্রশাসন হবে জনতার বন্ধু। বিগত সময়গুলোতে পুলিশ কখনও জনতার সেবক হ'তে পারেনি। আর কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় পুলিশ পুরোপুরি গণশত্রুতে পরিণত হয়। যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের সাড়ে ছয় শত থানার মধ্যে সাড়ে পাঁচ শত থানাই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। গণপিটুনীতে নিহত হয় অর্ধশত পুলিশ। জনরোষের ভয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে এমনভাবে লুকিয়ে পড়ে যে, প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ সারা বাংলাদেশ কার্যত পুলিশবিহীন হয়ে পড়ে। এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই সংস্কারের পথে পুলিশকে অবশ্যই ভক্ষক নয়, বরং রক্ষক হতে হবে। যে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা নিয়ে তারা জনগণের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছে, তার অবসান হ'তে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক মামলা দিতে হবে, এমন শয়তানী ও পাশবিক নীতির বিলোপ সাধন করতে হবে। মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে। ঘুষ বাণিজ্য এবং মানবাধিকার লংঘনকারী যে কোন তৎপরতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। যেন পুলিশ হয় জনতার, সম্পর্ক হয় পূর্ণ আস্থার। মানুষ যেন নিজের হাতে আইন না তুলে নেয়। মান্ধাতার আমলের পুলিশ আইনের আমূল সংস্কার করতে হবে। জেলকোড সংশোধন

করতে হবে। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে একদিনের জন্যও যেন হাজত না খাটতে হয়, অন্যায়ের শিকার হ'তে না হয়। সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

নতুন বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থার সংস্কার হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ। বর্তমানে প্রচলিত বৃটিশ আমলের বিচার ব্যবস্থার কোনভাবে যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন আবশ্যক। এখানে আসামী, বিচারপ্রার্থী কারোরই প্রত্যাশা পূরণ হয় না। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা এতই বেশী যে, বাদী ও আসামী উভয়েরই জীবনাবসান হয়, কিন্তু বিচার আর শেষ হয় না। যে-ই বিচার-প্রার্থী হোক না কেন, সে যেন দ্রুততম সময়ে বিচার পায় এবং সঠিক বিচার পায় সেটা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

নতুন বাংলাদেশের মিডিয়া যেন মিথ্যাচার না করে, কর্তব্য পালনে কোন রক্তচক্ষুর ভয় না পায়। কারো লেজুড়বৃত্তি না করে। তারা যেন সত্যটা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে।

নতুন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেন জিপিএ আর সার্টিফিকেট নির্ভর না হয়, বরং তা যেন হয় মেধা ও দক্ষতার বিকাশে সর্বোচ্চ সহায়ক। তা যেন হয় আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। এখানে যেন যোগ্যরাই কেবল শিক্ষক হয়। ইসলামী শিক্ষা তথা নৈতিকতার শিক্ষা যেন শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক করা হয়। নতুন বাংলাদেশের ব্যবসা যেন হয় সিন্ডিকেটমুক্ত। সবাই যেন স্বাধীন ও সৎভাবে ব্যবসা করতে পারে, সে সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাজার ব্যবস্থা এমনভাবে মনিটরিং হয়, যেন খাদ্যে মানুষ ভেজাল দিতে না পারে, কোন অসৎ ব্যক্তি যেন অন্যায় কোন সুযোগ না নিতে পারে।

নতুন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেন দায়িত্বহীনতা ও অব্যবস্থাপনা থেকে মুক্ত হয়। মানুষ যেন সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসা পায়। ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানী আর ক্লিনিকের সেবা বাণিজ্যে হয়রানীর শিকার না হয়।

নতুন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি এমন শক্তিশালী এবং দায়িত্বপূর্ণ হয় যেন ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় বলার সৎসাহস থাকে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে বহির্দেশগুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক রক্ষা করা যায়। কারো আধিপত্যের অধীনে নিজেকে বিসর্জন দিতে না হয়।

নতুন বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা এমন হবে যেখানে সাম্য ও ন্যায়বিচারই হবে সামাজিক সম্পর্কের মূল সূত্র। ইসলামই হবে সংস্কৃতির মূল উৎস। আমাদের চেতনার মূল রাহবার। এদেশে হবে ইসলামের দেশ। রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়নের দেশ। যাবতীয় বাতিল মতাদর্শ থেকে মুক্ত এক বিশুদ্ধ ইসলামের বাংলাদেশ। শিরক-বিদ'আত থেকে মুক্ত বাংলাদেশ। শহীদ মিনার পূজা, অগ্নিপূজা, কবরপূজা ইত্যাদি শিরকী কর্মকাণ্ডসহ বিদ'আতী রসম-রেওয়াজমুক্ত বাংলাদেশ।

নতুন বাংলাদেশ হবে এমন এক মানবিক সমাজ, যেখানে কেউ কারো অধিকার হরণ করবে না। কেউ কারো উপর অবিচার করবে না। কেউ কারো প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কাউকে ঠকাবে না। সমাজ হবে এতটাই মানবিক যে, একজন ঘোরতর শত্রুও যেন সেখানে অন্যায়ের শিকার না হয়। প্রত্যেকেই যেন নিরাপত্তা ও আশ্রয় লাভ করে।

সর্বোপরি আমরা আজ যে বাংলাদেশ পেয়েছি, তা এক স্বপ্ন পূরণের বাংলাদেশ। যালিমরা যেখানে বিজিত, আর মাযলূমরা বিজয়ী। এমন মুহূর্তে যে এক স্বপ্নভরা আদর্শ বাংলাদেশের কাল্পনিক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা বাস্তবে রূপদানের জন্য আদর্শ সময় এখনই। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে যে স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পেয়েছি, তাকে কোন অবস্থাতেই বৃথা যেতে দেয়া যাবে না। আমরা ইতিহাস থেকে শিখতে চাই। শেখ হাসিনার যুলুমশাহীর আকস্মাৎ পতন আমাদেরকে বহু শিক্ষা দিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল সর্বাবস্থায় যুলুম থেকে বিরত হওয়া। কেননা অন্যায় ও দাম্ভিকতা মানুষকে সাময়িক তৃপ্ত ও নিরাপদ রাখলেও কোন না কোন সময় তাকে অবশ্যই ধরাশায়ী করবে। কল্পনাতীত-ভাবেই করবে। যখন সে সময় আসবে, তখন তা আর এক মুহূর্ত সময়ও পাওয়া যাবে না। সকালে যিনি আমীর, বিকালে তার ফকীর হওয়া এমন এক চূড়ান্ত বাস্তবতা, যা আমাদের চোখের সামনেই অবিশ্বাস্যভাবে ঘটে গেল। সত্যিই আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অতীত কিছুই নেই। সুতরাং যুলুম-নির্যাতন থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে, যদি সে প্রতিপক্ষ হয় তবুও। যিদ, দম্ভ ও অহংকারে ধরা কে সরা জ্ঞান করা যাবে না, যদি প্রতিপক্ষ কেউ না থাকে তবুও। বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তার দেয়া অফুরন্ত নে'মতকে স্মরণ করে তাঁর প্রদত্ত আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। তবেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হবে ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে এটা মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। কেবল শাসকের পরিবর্তনেই এই স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না, তার প্রমাণ আমরা ৭১-এ পেয়েছি। বরং সংস্কার প্রয়োজন রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে, একদম ভেতর থেকে। রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তনে বিশেষ কোন লাভ হবে না। বরং তাতে এক স্বৈরশাসকের পরিবর্তে আরেক স্বৈরশাসকের আগমন ঘটবে। এক দখলদারিত্বের জায়গায় অপর দখলদারিত্বের বিস্তার ঘটবে। ফলে জনগণের কাংখিত মুক্তি অর্জিত হবে না। প্রকৃত স্বাধীনতাও আসবে না। সুতরাং নেতা নয়, নীতির পরিবর্তনই হোক আমাদের লক্ষ্য। চেয়ারে বসা নয়, বরং সিস্টেম চেঞ্জই হোক আমাদের পরিকল্পনা।

নতুন প্রজন্মের জানবায তরুণরা আমাদেরকে এ ব্যাপারে সত্যিই আশাবাদী করে তুলেছে। যাদেরকে আমরা একসময় সমাজবিচ্ছিন্ন, অনলাইন প্রজন্ম ভাবতাম, সময়ের প্রয়োজনে তারাই আজ সবচেয়ে বেশী সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছে। পুলিশের অবর্তমানে তারাই স্বেচ্ছাসেবা দিচ্ছে, ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে, বাজার মনিটরিং করছে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। এভাবে নতুন প্রজন্ম আমাদের সামনে হাযির হয়েছে মুক্তির পয়গাম নিয়ে। যাদের হাত ধরে আমাদের এই দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দেশকে এবং দেশের মানুষকে তার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

পরামর্শ হোক শিক্ষকের সাথে

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ভূমিকা : শিক্ষক আমাদের পিতৃতুল্য। কারণ, দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু আমরা তাঁদের কাছে প্রাপ্ত হয়েছি। এজন্যই তাঁরা সম্মানিত। তাঁদের মর্যাদা নিয়ে যদি মনীষীদের বাণী উল্লেখ করতে শুরু করি তবে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা সুদীর্ঘ ফিরিস্তিতে রূপ নেবে। আমি প্রলম্বিত পথে যাব না। আমি সেই কথাগুলো বলব না, যে কথাগুলো সব বইয়েই বলা হয়। আমি আজ নিজেদের শোচনীয় অবস্থান তুলে ধরব। শিক্ষকদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা কী হারিয়েছি? আজ কেন আমরা এতটা পিছিয়ে? কেন আমাদের প্রতিটি ধাপে ধাপে ভুল হয়? দেড় যুগ লেখাপড়া করার পরেও কেন আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশ? কর্মজীবনের দশ বছরের মাথায় এসেও আমরা কেন সেখানেই থেকে যাই, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম? আমাদের জীবন কেনই বা এতটা অগোছাল? এই সমূহ সমস্যার সমাধান কী? এসবেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আলোচ্য নিবন্ধে-

শিক্ষক সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিৎ ছিল, সেটা নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন বইয়ে রয়েছে। আমি বলব, আমাদের উপস্থিত অবস্থা সম্পর্কে। সত্য কথা এটাই যে, বর্তমান জেনারেশনের অবস্থা বাঁধনহারা বনগরুর মতই। যে জেনারেশন পিতাকেই মান্য করে না, সে জেনারেশন শিক্ষককে পিতৃতুল্য মনে করল কিনা সেটা নিতান্তই আপেক্ষিক। এই প্রজন্ম যদি শিক্ষককে পিতৃতুল্য মনে করত তবুও তাদের অবস্থা বেহালই হ'ত। কারণ, তারা পিতাকেও মানে না, শিক্ষককেও মানত না। তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে যে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় মত্ত হয়েছে এর ফলাফল কখনই সুখকর হচ্ছে না এবং হবেও না।

অনৈতিকতা এবং অদূরদর্শিতা আমাদের শিরায় শিরায় পৌঁছে গেছে। ফলাফলে পরিবারের মধ্যে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু আমার বাবা। শুধু বাবার কারণেই আমি আমার জীবন ঠিকভাবে উপভোগ করতে পারি না। সেই একই বিষের বিষক্রিয়ায় আমরা শিক্ষক বলতে এমন একজন মানুষকে কল্পনা করি যার সাথে আমার 'দা-কুমড়ার' সম্পর্ক। শিক্ষক মানেই আমরা বুঝি, তিনি আমাকে এমন সব কাজ করতে বাধ্য করবেন, যে কাজগুলোর প্রতি আমার রাজ্যের অনীহা। শিক্ষক মানেই এমন একজন মানুষ, যিনি সর্বদা আমার সাথে শত্রুতা করে যাবেন আর ক্লাসে এসে বলবেন, তোমাদের সাথে তো আমার জায়গা-জমি নিয়ে বিরোধ নাই, আমি কেন তোমাদের খারাপ চাইব! অথচ তিনিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

একশতে নব্বইজন ছাত্রেরই দৃষ্টিভঙ্গি এমন হওয়ার বিষয়টি সরেযমীনে প্রমাণিত। তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে, শিক্ষক কখনো আমাদের কল্যাণ চান না। শিক্ষকরা আমাদেরকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন। তাদের কাছে আমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। এই ধ্যান-ধারণা লালন করে কোন ছাত্রই শিক্ষকের কাছে পরিপূর্ণ ইস্তেফাদা অর্জন করতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, কূপে যদি মরা কুকুর পড়ে থাকে তবে তাতে যতই মেশকে আম্বার ছিটানো হোক, তা কোন কাজে আসবে না। মেশকের সুঘ্রাণ ছড়াতে হ'লে আগে কূপ থেকে মরা কুকুর সরাতে হবে।

দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল : দা কুমড়ার ওপরে মারা হোক বা কুমড়া দায়ের ওপরে মারা হোক ফলাফল কিন্তু একই আসবে। আমাদের চোখের সামনে যে পঙ্গু প্রজন্ম গড়ে উঠছে তা দৃশ্যমান থাকার পরেও ফলাফল ফের নোটিশ বোর্ডে ঝুলানোর প্রয়োজন অনুভব করছি না। একসময় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকে যতটুকু বিদ্যা অর্জন করেছে এখন ছাত্ররা মাধ্যমিকেও ততটুকু বিদ্যা অর্জন করতে পারছে না। শত তদবীর করার পরেও ছাত্ররা দক্ষ হয়ে উঠছে না। লেখাপড়ার মাঝপথে শত শত শিক্ষার্থী ঝরে যাচ্ছে। লেখাপড়া শেষের পরেও অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর মূল সমস্যা কোথায়!

আমি বলব, বর্তমানের স্মার্ট প্রজন্মের এই বেহাল দশার সবচেয়ে বড় কারণ 'অভিভাবকশূণ্যতা'। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আপনি বলতেই পারেন, যুগের পরিবর্তনে সন্তানের প্রতি বাবা-মা আরো বেশী যত্নবান হয়েছেন। অভিভাবকের স্থান আরো পূর্ণতা পেয়েছে। তবে এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ, অভিভাবকের স্থান তখনই পূর্ণতা পাবে যখন সন্তান আপনাকে অভিভাবক বলে মেনে নেবে। অবশ্য সেটা খাতা কলমে নয় বরং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। আর এই ধরণের সন্তানের সংখ্যা আজ হাতের আঙ্গুলে সীমাবদ্ধ।

আপনি নিজেকে খুব জাঁদরেল অভিভাবক ভাবলেও সন্তান নিজের সিদ্ধান্তে আপনার মতামতের চার আনাও দাম দিচ্ছে না। সে আপনাকে উত্তম পরামর্শদাতা বা সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে মানতে পারছে না। যে সমাজে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের শেখান হচ্ছে, 'নিজের জীবন, নিজের ইচ্ছা' সেখানে অভিভাবক শব্দটি খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এই কঠিন সমস্যার পেছনে যে পিতা-মাতা ও শিক্ষক সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বড় অবদান রয়েছে তা নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের করণীয় : করণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করার পূর্বে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ এই যে, যদি কোন তালিবুল ইলম স্বাধীনচেতা প্রতিবন্ধী মানসিকতার হয় তবে এই আলোচনা তার জন্য নয়। এই আলোচনা সে সকল তালিবুল ইলমের জন্য যারা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে চায় না। যারা টিকটক আর অনলাইন গেমসের আধুনিকতার দিকে নয় বরং সফলতার দিকে অগ্রসর হ'তে চায়। যারা শিক্ষার সাথে মিশে গিয়ে শিক্ষা-উদ্যোক্তা হ'তে চায়। বাগানের সকল ফুলই পূর্ণতা লাভ করে সুবাস ছড়াবে না। কিছু ফুল পোকায় খাবে, কিছু ফুল ঘ্রাণ ছড়াবে। এমনটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা শিক্ষার্থীদের এমন পথ দেখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব, যে পথে একেকটি ফুল একেকটি অগ্নিশিখা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সর্বপ্রথম আমাদেরকে কূপ থেকে মরা কুকুর সরাতে হবে। হ্যাঁ, ব্যবসায়ী, স্বার্থপর, অলস কিছু শিক্ষক থাকতে পারেন। আল্লাহ তাঁদেরকে হেদায়েত দান করুন। মনে রাখতে হবে, তাঁরা অসম্মানের পাত্র নন, আবার অনুসরণেরও পাত্র নন। তবে এর বাইরে একনিষ্ঠ, নিবেদিতপ্রাণ, পরিশ্রমী শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা আমাদের শুভাকাঙ্খী। তাঁরা সর্বদা আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাঁরা আমাদের জন্মদাতা পিতার মতই শ্রদ্ধা, সম্মান ও অনুসরণের পাত্র। এই বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। বলা যায়, এই বিশ্বাসই একজন শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত সফলতার সোপান হ'তে পারে।

এক বা একাধিক অভিজ্ঞ ও হিতাকাঙ্খী শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করেই জীবনের প্রতিটি ধাপ ফেলতে হবে। পরামর্শ আমাদের প্রতিটি ধাপ নির্ভুল করবে। আমি বলছি না, সবাইকে শিক্ষকের সাথেই পরামর্শ করতে হবে। যদি কারো বাবা উচ্চ শিক্ষিত হয় এবং সন্তান যে পথে চলতে চায় সে পথ তার চেনা থাকে, তবে বাবাই হ'তে পারেন উত্তম পরামর্শদাতা। অন্যথায় পরামর্শদাতা হবেন শিক্ষক। খেয়াল রাখতে হবে, বাবা-মা এবং শিক্ষকের বাইরে পরামর্শদাতা যেন তৈরি না হয়। অন্যথায় হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। সহপাঠি বা সিনিয়রের পরামর্শ নিরাপদ নয়। তার প্রথম কারণ, তাদের পরামর্শে স্বার্থ লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, তারা নিজেরাই পরিনামদর্শী নয়। তারপরও তাদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে তবে অবশ্যই তা শিক্ষক এবং বাবা-মায়ের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে।

শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করার অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে বলা যায়, একজন ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতা, চারিত্রিক মনোভাব ও মেজায সম্পর্কে শিক্ষক যতটুকু জানেন, অনেক ক্ষেত্রে তার বাবা-মাও ততটুকু জানেন না। এমনকি শিক্ষার্থী নিজেও তার অবস্থান সম্পর্কে ততটুকু অবগত নয়। এই গুণাগুণ জানার সুবাদে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক বুঝতে পারেন, তার কোন পথে চলা উচিৎ এবং কীভাবে চলা উচিৎ। কোন পথগুলো সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিৎ। কতদূর পড়াশোনা করলে তার জন্য ভাল হবে। এই মেধা এবং যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রফেশনে গেলে সে জীবনে সফল হ'তে পারবে।

আরো একটি কারণ বলা যায়, শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিয়মিত সংস্পর্শে থাকা। মূলতঃ এটার জন্যই শিক্ষকের মাঝে শিক্ষার্থীর হালচাল সম্পর্কে মযবূত ধারণা সৃষ্টি হয়। এজন্য নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যেই পরামর্শদাতা নির্বাচন করা দরকার। কারণ, প্রতিটি পদক্ষেপ যার সাথে পরামর্শ করে গ্রহণ করা হবে তাকে অবশ্যই সবর্দা নাগালের ভেতরে পেতে হবে। পরামর্শ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন কিছু তালিবে ইলমও দেখেছি যারা এক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত থেকে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করত। তবে ফলাফলে তাদেরকে সফল হ'তে দেখিনি। কারণ, দুই তিনমাস পর পর সাক্ষাৎ হওয়ার কারণে সম্পর্কও ঘনিষ্ট হয় না। সব বিষয়ে পরামর্শও হয় না। পরামর্শদাতা শিক্ষার্থী সম্পর্কে অধিক অবগত না হওয়ার কারণে তার বিষয়গুলো ভেতর থেকে বুঝতেও পারেন না। কখনো তাকে নিয়ে ভাবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কারণ, নিজের 'ক্লাসের শিক্ষার্থী' আর ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 'অনুরাগী'র ভেতরে ঢের পার্থক্য আছে। ফলাফলে পরামর্শদাতা প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি হ'লেও তার পরামর্শগুলো পরামর্শগ্রহীতার জীবন গঠনের উপযোগী হয়ে ওঠে না।

শেষকথা : শিক্ষকের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর অজস্র উদাহরণ দেয়া যাবে। এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রশংসাপত্র বা তাযকিয়াহ' এর গোড়া বিশ্লেষণ করলেও আলোচনা কয়েক পাতা অতিরিক্ত হবে। শুধু তাই নয়, দেশের কওমী অঙ্গনেও পরামর্শদাতার বেশ গুরুত্ব রয়েছে। সেখানে পরামর্শদাতাকে 'তালীমী মুরব্বী' নামে অবহিত করা হয়। দেশের নামকরা কওমী মাদরাসাগুলোতে শিক্ষকতার আবেদন করলে আবেদন কারীর 'তা'লীমী মুরব্বী' কে ছিলেন এটা যাচাই করা হয় এবং তার সাথে যোগাযোগ করে আবেদনকারীর কিতাবী যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে নেয়া হয়। এই মাদরাসাগুলোতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকের স্থানে তালীমী মুরব্বীর পরিচয় এবং স্বাক্ষরে সহজে ভর্তিও হওয়া যায়। তবে দিনে দিনে তারাও এধারা থেকে সরে যাচ্ছে। নিজেদেরকে যোগ্য এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করায় তারাও জীবন স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় তালিবুল ইলম! তোমার জীবনের মোড়ে মোড়ে চৌরাস্তা। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে কোন মোড়ে কোন রাস্তা ধরতে হবে এটা তুমি জান না, তোমার শিক্ষক জানেন। কারণ, তুমি আজ যে পথ অতিক্রম করছ, বহু আগে তিনি সেই পথ অতিক্রম করে এসছেন। হয়ত সে যুগে পথ কাঁচা ছিল, পথের ধারে ঝোপ-ঝাড় ছিল, এ যুগে সেই পথ পাকা সড়ক হয়েছে, পথের ধারে বড় বড় দালান কোঠা হয়ে চেহারা পরিবর্তন হয়েছে। তোমাকে মনে রাখতে হবে, পথের চেহারা যুগে যুগে বদলাতে পারে তবে পথ কখনো বদলায় না।

হাযার বছর আগে ইমাম বুখারী (রহঃ) তৈরি হয়েছেন। এযুগেও যদি তুমি ইমাম বুখারীর মত হ'তে চাও তবে তোমাকেও সে পথই অবলম্বন করতে হবে। তিনি পায়ে হেঁটে, উটের পিঠে ইলমের জন্য ছফর করেছেন, তুমি উন্নত যানবাহনে ছফর করবে। তিনি দোয়াত কলমে লিখেছেন, তুমি হয়ত কম্পিউটারে লিখবে। এটাকে বলে পথের চেহারার পরিবর্তন। আজ বোখারা হারিয়ে গেছে, দোয়াত কলম হারিয়ে গেছে বলে বুখারী তৈরি হবে না এমন তো নয়। বোখারা হারালেও বুখারীর পথ ও পন্থা আজও আমাদের সামনে উপস্থিত। আজও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, মুনাযির তৈরি হ'তে পারে। বাগানের শতভাগ ফুল পূর্ণতা লাভ করে সুবাস ছড়াতে পারে। তবে তার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও ইলমী ছোহবত আবশ্যক। তাই এসো! অভিজ্ঞ ও হিতাকাঙ্খী শিক্ষকের পরামর্শে জীবন সাজাই। পরামর্শ গ্রহণ করার মানসিকতা আজ শিক্ষার্থীদের মাঝে খুবই কম। এসো! সেই কমের মাঝেই গণ্য হই, ইলমী নূরের রত্ন হই।

হাদিয়া অন্তর পরিবর্তন করে

*-নাজমুন নাঈম**

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমি জীবনের চল্লিশটি বসন্ত অতিক্রম করেছি। ভাল-মন্দ বোঝার যথেষ্ট বয়স আমার হয়েছিল। দিনে দিনে দুর্বলতাময় পৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ভুলগুলো শুধরিয়ে জীবনটাকে নির্মল জান্নাতের উপযোগী করে শুভ্রতায় সাজিয়ে তুলছিলাম। তবুও আমার অবসাদগ্রস্ত দিনগুলো ও বেদনাক্রান্ত রাতগুলো ছিল হিমালয়ের চেয়েও ভারি। কারণ আমি মিথ্যা সমালোচনায় জর্জরিত হচ্ছিলাম সকাল-সন্ধ্যা। অসহ্য বদনামের কষাঘাত সইতে সইতে তলিয়ে যাচ্ছিলাম অবসন্নতার অতল তলে।

এই অবারিত আঘাত আমি যার কাছে পেয়েছি তিনি আমার নিকটাত্মীয়। দুয়ারের প্রতিবেশী। তিনি অবুঝ ছিলেন না। ষাট বছরের পূর্ণ পৌঢ় শরীরে বহন করছিলেন। মগজে বয়ে বেড়াচ্ছিলেন এক নাতিদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা। আমি তার হিদায়াতের জন্য সিজদায় পড়ে অঝর নয়নে কেঁদেছি। দো'আ কবুলের সবগুলো সময়ে তার জন্যই দো'আ করেছি। তবুও আমি রক্ষা পাইনি তার বিদ্বেষের প্রস্তর নিক্ষেপ থেকে।

আমার মনে দাগ কেটে আছে সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। যখন ভরা মজলিসে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। আমি আস্তিনে লাগিয়েছিলাম কস্তুরীর সুঘ্রাণ। মৃদু বাতাসের শীতল প্রবাহে যা ছড়িয়ে পড়েছিল মজলিসের কোণায় কোণায়। এক বন্ধুবর প্রশংসায় বললেন, মাশাআল্লাহ! কি চমৎকার খুশবু! তার এই সত্য প্রশংসায় আমি খুশি হওয়ার সুযোগ পাইনি। কারণ দুয়ারের প্রতিবেশী বলে উঠলেন, কোথাও থেকে চুরি করে এনেছে হয়ত! সাথে সাথেই চাপা হাসির শব্দ ঘরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল কস্তুরীর সুবাস। আমার মনটা যেন বেদনায় মুচড়ে উঠল। তবুও আমি ওষ্ঠ-অধর পৃথক করলাম না।

পরের দিন আমি তার ভাইকে বিষয়টি জানালাম। বললাম, আমি জানি না, আপনার ভাই আমার কাছে কি চান! আমার মনে পড়ে না যে, আমি কোনদিন তার কোন অধিকার নষ্ট করেছি। রূহের জগৎ থেকে আজ পর্যন্ত তার সাথে আমার কোনই দ্বন্দ্ব ছিল না। আমি জানি না, তিনি কেন আমার সাথে এমন আচরণ করেন! শ্রোতা নিশ্চুপ রইলেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বললেন, আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করুন। এসব কারণে তিনি আমার কাছেও দারুন অপসন্দের।

আমি এই সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘ ভাবনায় ডুব দিলাম। অনেকের সাথে পরামর্শও করলাম। এভাবেই দিন যেতে থাকল। হঠাৎ একদিন আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকটে তার ঘটনাগুলো বর্ণনা করায় তিনি আমাকে এক কার্যকরী পরামর্শ দিলেন। বললেন, তুমি বাযারে গিয়ে কিছু মূল্যবান উপহার ক্রয় কর। সেগুলো নিয়ে ঐ আত্মীয়ের বাড়িতে যাও এবং তাকে বল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসি! আপনার জন্য এই সামান্য কিছু উপহার সেই অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে। খেয়াল রেখ, সেখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করবে না। আর মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

তার পরামর্শ আমার মনঃপূত হ'ল। পরের দিন আমি বাযার থেকে প্রায় বার হাযার টাকার উপহার সামগ্রী ক্রয় করলাম। উপহার নিয়ে সেই আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজা খুললেন আমার দুয়ারের প্রতিবেশী। আমাকে দেখার পরে তার চেহারায় কিছুটা প্রশ্ন মিশ্রিত বিস্ময়ের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল। বললেন, তুমি! কি চাও? আমি বললাম, আমাকে ভেতরে ডাকবেন না? তিনি কিছুটা খসখসে স্বরে বললেন, এসো! আমি ভেতরে ঢুকেই বললাম, আমি অনেক সাহস সঞ্চয় করে আপনার বাড়িতে এসেছি কেবল আপনাকে সালাম জানাতে ও আপনার খোঁজ-খবর নিতে। তারপরও আপনি আমাকে ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দিলেন। এ আমার পরম সৌভাগ্য।

তিনি আমাকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ আলাপচারিতা চলল। এশার ছালাত নিকটবর্তী হ'লে সময় সংকীর্ণতার অযুহাত দেখিয়ে আমি চলে আসতে চাইলাম। বললাম, দয়া করে আমার সাথে একটু গাড়ি পর্যন্ত আসুন। তিনি বললেন, গাড়ি এনেছ কেন? বললাম, এমনিতেই। তিনি আমার অনুরোধ রাখলেন। আমি গাড়ির দরজা খুলে উপহার সামগ্রী তার হাতে তুলে দিলাম। বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসি। এগুলো আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য সামান্য নাযরানা। আমি আর বাক্য না বাড়িয়ে গাড়িতে চড়ে বসলাম।

গাড়ির দরজা বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল করলাম, তিনি সেটা ধরে রেখেছেন। রাতের আবছা অন্ধকারে তার চোখের কোণে চিকচিক করা মুক্তাদানার মত অশ্রুবিন্দু আমার নযর এড়াল না। তিনি বললেন, আজ কতদিন পরে আমার বাড়িতে এসেছ? আমি বললাম, বেশ অনেকদিন! তিনি বললেন, তো না খেয়ে চলে যাচ্ছ যে! এসো, আজ এশার ছালাত একসাথেই আদায় করি! একসাথে রাতের খাবার খাই! তোমার সাথে তো আমার ঢের গল্প বাকী!

শিক্ষা : জীবনে চলার পথে আমরা অনেকের প্রতিবেশী হই। কারো উর্ধ্বতন হই। কারো অধীন হই। আমাদের মাধ্যমে যদি কেউ কষ্ট পায় তবে তার দিন-রাত তেমনই কাটে যেমন এই গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। আর কেউ যদি অহেতুক কষ্ট দেয় তবে প্রথমত আল্লাহ্র নিকট প্রতিদানের আশায় ধৈর্যধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে। তৃতীয়ত তার সাথে সদাচরণ করতে হবে। চতুর্থত তাকে সাধ্যমত কিছু হাদিয়া দিতে হবে। কেননা হাদিয়া ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পর উপহার আদান-প্রদান কর, তাহ'লে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)*।

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

অতি রোমান্টিকতা ও বৈবাহিক জীবনের টানাপোড়েন

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ভূমিকা : চলমান পৃথিবীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যে যুগে যুগে একটি অবহেলিত জাতির নাম নারী। যারা সমাজের অনিয়মে নির্যাতিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কুধর্মের জাঁতাকলেও পিষ্ট হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। অবশেষে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে নারী জাতিকে সম্মানিত করেছেন। তাঁরা আমাদের মায়ের জাতি। যে জান্নাত আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র সফলতা, সেই জান্নাতকে ইসলাম এনেছে মায়ের পায়ের নীচে। এর চেয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা আর কি হ'তে পারে! ইসলাম পুরুষদের দিয়েছে দুনিয়ার যত কাজের বোঝা। নারীকে দিয়েছে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব। নিজ স্থানে তাদেরকে দেয়া হয়েছে অগ্রাধিকার। যুগে যুগে নারীদের ওপর যুলুম করে আসা ইহুদী-নাছারাদের এটা সহ্য হয়নি। সর্বদা তারা নারীদের এই সুশোভিত সংসার থেকে রাস্তায় নামানোর চেষ্টা করেছে। তাদেরকে ইসলামী বিধানের বিপক্ষে উস্কে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে এখন তারা ইসলাম-মনস্কদের কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আজ এমনই একটি রোগ নিয়ে বলব, যে রোগে নিজেদেরকে দ্বীনদার মনে করা নারীরাই সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। আমি আজ বলব, সাংসারিক জীবনে অতিরিক্ত রোমান্টিকতার চাহিদা নিয়ে। রোমান্টিকতা জীবনের বাইরে নয়। আবার সেটাই জীবন নয়। জীবনের অংশ। জীবনের অংশকেই যখন জীবন মনে করা হয় তখন কি কি সমস্যা হ'তে পারে সেটা নিয়েই আজ বলব। আমি জানি, আমি এমন এক বিষয়ে কলম ধরেছি, যা আমার উদ্দিষ্ট পাঠকের মোটেও মনঃপূত হবে না। কারণ পতঙ্গকে আগুনের ভয়াবহতা বুঝানো যায় না। আবার যারা এই মহামারীকে প্রমোট করছে তাদের ভাষায় যে রসকষ আছে তার ধারেপাশেও আমরা নেই। হ্যা, কষ আছে। তবে সেটা তেতো। এই তেতো কষ পাঠক গ্রহণ করবে কি-না জানি না। তবে গ্রহণ করলে কল্যাণ হবে-এ টুকু প্রত্যাশা আছে ইনশাআল্লাহ।

এই মহামারীর শুরু যেখান থেকে : শয়তানকে শয়তানের রূপে মানুষ গ্রহণ করে না। তাই সব শয়তানই সাধুর বেশে প্রকাশিত হয়। সাধু ভেবে সবাই তাকে গ্রহণ করে। কথিত সাধু যখন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে তখনই প্রকাশ হয় তার আসল চেহারা। উম্মাহর মাঝেও এই রোমান্টিকতার মহামারী কুরআন-সুন্নাহকে পুঁজি করেই এসেছে। এসেছে নয়, বরং নিয়ে আসা হয়েছে। হাদীছে বর্ণিত অল্পসংখ্যক ঘটনাকে আলোচনার কেন্দ্র বানিয়ে কিছু অপরিণামদর্শী সেলিব্রিটি কথিত আলেম সমাজ সামাজিক গণমাধ্যমে ফলোয়ার কুড়াচ্ছেন। অবিবাহিত তরুণ এবং যুবসমাজ সহজেই তাদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। ফলোয়ার কুড়ানোর এই নোংরা পদ্ধতি কতটা ক্ষতি করেছে সেটা হয়ত খতিয়ে দেখার সময় তাদের হয়নি।

আয়েশা (রাঃ) বলছেন, আমি ও রাসূল (ছাঃ) এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছি। এটি একটি হাদীছ। উল্লেখিত হাদীছের উদ্দেশ্য, স্বামী-স্ত্রী একই গোসলখানায় গোসল করতে পারে—এই বিধান উম্মাহর মাঝে পৌঁছে দেয়া। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে উম্মাহাতুল মুমিনীন সম্পর্কিত যত ঘটনা হাদীছে এসছে, সবগুলোতেই শারঈ বিধান রয়েছে। সুতরাং সেসকল হাদীছ থেকে আমরা শুধুমাত্র বিধান গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকব এটাই শরী'আতের উদ্দেশ্য। এটা সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, তাঁর মত মহান চরিত্রের মহামানব উম্মাহর সামনে নিজের ঘরের বিষয় এমনিই প্রকাশ করবেন না। কিন্তু আমরা এই হাদীছ থেকে আজ যে রোমান্টিকতার শিক্ষা গ্রহণ করছি, যা হাদীছের মূল উদ্দেশ্য নয়।

আয়েশা (রাঃ) বলছেন, আমি একটি গোশতের টুকরা খেয়েছি। অতঃপর তা রাসূল (ছাঃ)-কে দিয়েছি। তিনি আমার কামড়ানো স্থানেই মুখ লাগিয়ে খেয়েছেন। এই হাদীছ থেকে বিধান সাব্যস্ত হয়, মুমিনের ঝুটা নাপাক নয়। অথচ মাওলানা ছাহেব এই হাদীছটিকে এমনভাবে রং মাখিয়ে উপস্থাপন করলেন যা যুবসমাজের মন ছুঁয়ে গেল। শুধু শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে কুরআন-হাদীছ থেকে ইচ্ছামত মাসআলা গ্রহণ করা যায় না। আমাদের তাবলীগ জামা'আতের ভাইয়েরা যেমন জিহাদ বিষয়ক সকল হাদীছকে দাওয়াতের ফযীলত বর্ণনায় ব্যবহার করছেন; তেমনই এই সেলিব্রিটিরাও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে উম্মাহাতুল মুমিনীন সম্পর্কিত সকল হাদীছকে কিভাবে রোমান্টিকতার মোড়কে উপস্থাপন করা যায় তার ফন্দি খোঁজেন।

দেখুন! যে সমাজে হারাম সম্পর্কের সয়লাব চলছে, প্রাথমিক লেভেল থেকে প্রেম-ভালোবাসা নিবেদন চলছে সেখানে যুবসমাজকে আরো বেশী রোমান্টিক করে তোলার মাঝে কি কল্যাণ আছে? যে সমাজের যুবকেরা কর্ম ছেড়ে সারাদিন ফেসবুক রিলস আর ভিডিও গেমসে মত্ত হয়ে আছে তাদেরকে বিয়ের পরের রঙ্গিন জীবনের স্বপ্ন দেখানোর কি আছে? এই অবস্থায় তারা বিয়ে করলে কি বৈবাহিক জীবন রঙ্গিন হবে? আপনারা তাদের চোখে রঙ্গিন স্বপ্নের পসরা না সাজিয়ে তাদেরকে বাস্তবতা চিনতে সাহায্য করুন। তাদেরকে পরিশ্রমী এবং কর্মঠ করে তোলার চেষ্টা করুন। তরুণদের মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম, ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর বীরগাঁথা দাস্তান শোনান। মেয়েদেরকে ইমাম বুখারীর মায়ের গল্প শোনান। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মায়ের গল্প শোনান।

এই মহামারীর ক্ষতিকর ফলাফল : অনেক ভাই বলেন, দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করেছিলাম জীবনে একটু শান্তিতে থাকতে। কিন্তু বিয়ে করে জীবনই যেন অতিষ্ট হয়ে গেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, অতিরিক্ত রোমান্টিকতার চাহিদা যেন একটা অসহ্য বোঝা হয়ে ঘাড়ে চেপে আছে।

পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য দিন-রাত হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে যদি বাসায় ফেরার পথে ফুল না নিয়ে আসার জন্য মন কষাকষি হয় তবে সেটা সত্যই খুব কষ্টকর। হ্যা, আসলেই বিষয়টি দুঃখজনক। এই ছোট ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে নিয়মিত যে কলহ সৃষ্টি হয় তা একসময় বৃহৎ আকার ধারণ করে সংসারকে অসম্পূর্ণ সমাপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।

চুলে বেনি করে দেয়া, রান্নায় সহযোগিতা করার মত ছোট ছোট বিষয়কে ঘিরেই ভেঙ্গে যাচ্ছে অজস্র সংসার। স্বামী ভাবছে, এভাবে আর কত! জীবনে একটু প্রশান্তি দরকার। স্ত্রী ভাবছে, এভাবে আর কত! জীবনে একজন যত্নশীল পুরুষের প্রয়োজন। কিন্তু যথাযথ দায়িত্ব পালনের চেয়ে যে বড় যত্ন আর হয় না, এটা তাদেরকে কে বোঝাবে! রোমান্সে উস্কে দেয়া শায়েখগণ তো সংসার রক্ষার্থে কোন ভূমিকা পালন করেন না। যে সকল শায়েখ গণমাধ্যমে প্রচার করেন, স্ত্রী চায়ে চুমুক দিলে চা মিষ্টি হয়ে যায়, উম্মাহ্র বর্তমান ক্রান্তি লগ্নে তাদের কর্মকাণ্ডে খুবই আশাহত হই। আমি জানি না, তাদের এসব অনর্থক গবেষণা ছাড়া আর কোন কাজ আছে কি-না। দেখুন! শত্রুর দ্বারা আহত হ'লে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়। তবে মেডিকেলের বিছানায় শুয়ে ডাক্তার কর্তৃক ঔষধের ওভার ডোজে মৃত্যু হ'লে সেখান থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

যখন কোন ভাল বস্তুও তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তখন সেটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এর হাযারো উদাহরণ দেয়া যাবে। আমি শুধু একটি উদাহরণ দেব। পানি উপকারী, মধুও উপকারী। একজন মানুষ প্রতিদিন সাত লিটার পানি পান করতে পারে, তবে সাত লিটার মধু পান করতে পারে না। কারণ মধুর সর্বোচ্চ সীমা আছে। যা পানির সমান নয়। ঠিক তেমনই রোমান্টিকতা জীবনের অংশ। তবে জীবন দিয়ে রোমান্সকে প্রাধান্য দিয়ে হবে বিষয়টা এমন নয়। প্রত্যেকটি বস্তুকে তার নিজ সীমায় সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়। মনে রাখতে হবে, সংসারের জন্য রোমান্স, রোমান্সের জন্য সংসার নয়। রোমান্স যদি কখনো সংসারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তবে আশু সেই রোমান্সের লাগাম টেনে ধরাই যুক্তিযুক্ত।

একজন মুসলিমা হিসাবে নারীদের আদর্শ যাঁরা : মনে রাখবেন, সামাজিক গণমাধ্যমে যে মেয়েরা বোরক্বা পরে স্বামীর সাথে হালাল ভালোবাসার ছবি/ভিডিও প্রকাশ করে, এমনকি একসাথে ছালাত আদায়ের ভিডিও প্রকাশ করে তারা কখনোই সঠিক অর্থে দ্বীনদার হ'তে পারে না। তারা আপনার আদর্শ হ'তে পারে না। বরং তারা আপনার ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করতেই নেমেছে। তারা জানে, একটি জাতিকে পঙ্গু করার জন্য মাতৃসমাজ নষ্ট করা দরকার। তারা সেটাই করছে। ফলশ্রুতিতে যে মুসলিম যুবকেরা মূতার যুদ্ধে মাত্র তিন হাযার হয়ে দুই লক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন তাদেরই উত্তরসূরীরা আজ বলছে, ছেলে হ'লে কী হবে! আমাদেরও তো আবেগ আছে! আমাদের চোখ থেকেও তো অশ্রু ঝরে!

বোন! মুসলমানদের চিন্তাধারায় এই বিরাট পরিবর্তন রাতারাতি আসেনি। কোন একজনের প্রচেষ্টায় সব হয়ে যায়নি। এর পেছনে দীর্ঘদিনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আছে। তারা যেমন নারী সমাজকে বিগড়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম বীর তৈরি প্রতিরোধ করেছে, যুবসমাজের চেতনায় ঘুণ লাগিয়ে দিয়েছে, তেমনই আমরাও আমাদের মা-বোনদেরকে মহীয়সী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আবারো মুসলিম বীর তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। বোন! আপনি যদি সত্যিই প্রকৃত মুসলিমা হন তবে উম্মাহ্র এই দুঃসময়ে আপনারও কিছু দায়িত্ব আছে। যেখানে বায়তুল মাক্বদিস মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আমাদের তাহযীব ও তামাদ্দুন ভেসে গেছে, সেখানে খোপায় বেলি ফুলের গাজরা পরে জুঁই চামেলির মন মাতানো সুবাস উপভোগ করা মানায় না।

আজ আপনাকে হ'তে হবে কনস্টান্টিনোপল বিজেতা মুহাম্মাদ বিন ফাতিহ-এর মায়ের মত। যিনি তার ছেলেকে শৈশবে ফজরের সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দেয়াল দেখিয়ে বলতেন, হে মুহাম্মাদ! একদিন তুমি এই অঞ্চল বিজয় করবে! রাসূল (ছাঃ) তোমার বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন। তুমিই হবে তাঁর সেই সুসংবাদপ্রাপ্ত আমীর! আপনি হবেন সেই মায়ের মত যার দো'আয় আল্লাহ তার অন্ধ ছেলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। যাঁর ছেলের নাম আমরা আজ ইমাম বুখারী বলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। বোন! আপনি স্মরণীয় বরণীয়দের জীবনী খুলে দেখুন! কেমন ছিলেন তাঁদের মায়েরা। কেমন ছিলেন তাঁদের বড় বোন। যে বড় বোনের নিবিড় তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছেন ইবনে হাজার আসক্বালানীর মত জগদ্বিখ্যাত আলেম! তাঁরাই আপনাদের আদর্শ।

বাস্তবতার সামনে দাঁড়াতে শিখুন : বোন! আপনার স্বামী সারাদিন পরিশ্রম করে আপনার খাবার-পোষাকের ব্যবস্থা করেন। আপনার শখ পূরণ করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় নিজের প্রয়োজনের ওপরে আপনার প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেন। সত্যি বলতে মধ্যবিত্ত পরিবারে এর চেয়ে বড় ভালোবাসা আর হয় না। এই কথা হয়ত আমার ভাষায় আপনি বুঝবেন না। তবে যদি কখনো স্বামীর সংসার ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায় পা রাখেন তবে দুনিয়ার ভাষা আপনাকে এটা বুঝিয়ে দেবে। খুবই জঘন্যভাবে বুঝাবে।

আমরা জানি, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। ঠিক তেমনই বিয়ে করার চেয়ে সংসার টিকিয়ে রাখা কঠিন। বোন! স্বামীর ওপরে অভিমান করার আগে অবশ্যই নিজেকে তার স্থানে রেখে একবার পরিস্থিতি কল্পনা করে নেবেন। এতে আপনি নিজের ধৈর্যশক্তি, সহনশীলতা বাড়ানোর শক্তি পাবেন। রাগ, অভিমান, ঝগড়া অনেক অংশেই কমে আসবে। মনে রাখবেন, আপনাকে আল্লাহ অন্য অনেকের চেয়ে সুখ ও সমৃদ্ধির মাঝে রেখেছেন। আপনার মত অনেক বোন আছে যাদের জীবনে ভালোবাসা বলতে

কিছুই নেই। সে সময়, সুযোগ তাদের নেই। যারা একবেলা শ্রম না দিলে পেটে ভাত পড়ে না। যাদের স্বামী নেই। তাদের জীবনের চিত্র কল্পনা করে শোকরগুযার হওয়ার চেষ্টা করুন। অল্পে তুষ্ট থাকার নীতি অনুশীলন করুন। আল্লাহ আপনার জীবনকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার : বক্ষ্যমাণ আলোচনায় অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা উপস্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে যারা কাঠগোলাপের স্নিগ্ধতার মাঝেই শুধু হালাল ভালোবাসা খোঁজে, তারা জেনে রাখুক, এই জীবনধারা মুসলিম নারীদের কখনো ছিল না, নেই এবং থাকবেও না। বোন! এই ধরনের দ্বীনদার নামের ধোঁকাবাজদের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন! নিজেকে সর্বদা শোকর ও ইস্তেগফারে রাখুন! স্বামীকে সম্মান করুন! তার আমানত রক্ষা করুন! নিজের সন্তানকে উম্মাহর খেদমতের জন্য প্রস্তুত করুন! ইমাম মাহদীর ঝাণ্ডার নীচে লড়ার জন্য তৈরি করুন! জান্নাত আপনার পায়ের নীচে। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ আপনার মাথায় নূরের তাজ পরাবেন তখন হয়ত আপনি বুঝতে পারবেন, কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম লালিমা, গোলাপ-পাপড়ির কোমলতা, রক্ত জবার সৌন্দর্যের গৌরব সব আপনার তাজে বিলীন হয়ে গেছে। হোক না আর কিছুটা অপেক্ষা, সেই দিনের জন্য।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭

মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা

ব্যবস্থাপনায়

ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।

হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।

ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وضع الله المصائب والبلايا والمحن رَحْمَة بَين عباده يكفر بِهَا من خطاياهم فَهِيَ من أعظم نعمه عَلَيْهِم وان كرهتها أنفسهم, 'আল্লাহ তাঁর রহমত হিসাবে স্বীয় বান্দাদেরকে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকেন, যেন এর মাধ্যমে তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের মনঃপূত না হলেও এই বালা-মুছীবত তাদের জন্য অনেক বড় নে'মত স্বরূপ'।[১]

২. রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ) বলেন, إن الطعام غذاء البدن والعلم غذاء الروح, 'শরীরের খোরাক হল খাদ্য, আর রূহের খোরাক হ'ল ইলম'।[২]

৩. ইবরাহীম ইবনে আশ'আছ (রহঃ) বলেন, أكذب الناس العائد في ذنبه، وأجهل الناس المدل بحسَنَاته، وأعلم النّاس أخْوَفُهم من الله, 'সবচেয়ে মিথ্যুক ঐ ব্যক্তি, যে (তওবা করেও) বারবার পাপকর্মে লিপ্ত হয়। নিরেট মূর্খ ঐ ব্যক্তি, যে নেক আমল নিয়ে দম্ভ করে। আর সবচেয়ে জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে'।[৩]

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, متى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرَّك ولو كَثُر، ومتى كان في قلبك ضرَّ ولو لم يكن في يديك منه شيءٌ, 'অর্থ-বিত্ত যখন তোমার হাত থাকবে, কিন্তু তোমার অন্তরে সম্পদের মোহ থাকবে না, তখন সেই সম্পদ বেশী হ'লেও তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। কিন্তু তোমার মনে সম্পদের প্রতি যদি মোহ থাকে, তবে সেটা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যদিও তোমার হাতে কোন টাকা-পয়সা না থাকে'।[৪]

৫. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, لَا تَغُرَّنَّكُمْ طَنْطَنَةُ الرَّجُلِ بِاللَّيْلِ يَعْنِي صَلَاتَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ كُلَّ الرَّجُلِ مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ، وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ, 'ব্যক্তির তাহাজ্জুদ ছালাতের ক্রন্দনধ্বনি যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা সত্যিকারের মানুষ হ'ল সেই ব্যক্তি, যে আমানতদাতার কাছে সঠিকভাবে আমানত পৌঁছিয়ে দেয় এবং যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে'।[৫]

৬. ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে যে ব্যক্তি যতটুকু আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ তার মর্যাদা ততটুকু বৃদ্ধি করবেন'।[৬]

৭. সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফ্ফা' বলেন, أَحَقُّ النَّاسِ بِالْعِلْمِ أَحْسَنُهُمْ تَأْدِيبًا, 'ইলমের সর্বাধিক হকদার ঐ ব্যক্তি, যার আদব-আখলাক সবচেয়ে সুন্দর'।[৭]

৮. আহমাদ ইবনে সিনান আল-ক্বাত্তান (রহঃ) বলেন, لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। মানুষ যখন বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ তথা ভালবাসা উঠিয়ে নেওয়া হয়'।[৮]

৯. ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه, 'হিংসা অন্তরের অন্যতম ব্যাধি। অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে এই রোগ বিদ্যমান। খুব কম সংখ্যক মানুষ ছাড়া এ রোগ থেকে কেউ মুক্তি পায় না। এজন্যই বলা হয়, হাসাদ মুক্ত কোন জাসাদ নেই (অর্থাৎ কোন শরীরই হিংসা মুক্ত নয়)। (পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে,) নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক সেই হিংসা প্রকাশ করে, আর সম্মানিত ব্যক্তি সেটা গোপন করে রাখে'।[৯]

১০. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الجوارح السبعة وهى العين، والأذن، والفم، واللسان والفرج، واليد، والرجل: هى مراكب العطب والنجاة،...فحفظها أساس كل خير، وإهمالها أساس كل شر, 'সাতটি অঙ্গ মুক্তি ও ধ্বংসের মূল বাহন। সেগুলো হ'ল- চোখ, কান, মুখ, জিহ্বা, লজ্জাস্থান, হাত ও পা। এই অঙ্গগুলোর হেফাযত সকল কল্যাণের ভিত্তি। আর এগুলোর নিয়ন্ত্রণহীনতা সব অনিষ্টের মূল'।[১০]

১১. ইমাম মানাভী (রহঃ) বলেন, كل نعْمَة من الله فضل وكل نقمة مِنْهُ عدل, 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি নে'মতই একেকটি দয়া স্বরূপ। আর তাঁর থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি শাস্তিই ন্যায়বিচার'।[১১]

---

১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/২৯১।*
২. *তাফসীরে রাগেব ইস্পাহানী ৫/৪৯৮।*
৩. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ১২/৩৪৩।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১০৮।*
৫. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব, পৃ. ৮৯।*
৬. *মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদে'ঈ, তুহফাতুল মুজীব, পৃ. ৩৬৮।*
৭. *ইবনুল মুকাফ্ফা', আল-আদাবুছ ছাগীর, পৃ. ১০।*
৮. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৭৩।*
৯. *ইবনে তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/১২৪।*
১০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৮০।*
১১. *মানাভী, আত-তায়সীর ১/৪২৮।*

www.at-tahreek.com

চিয়া সিড খাওয়ার দারুণ কিছু উপকারিতা

বীজজাতীয় যেকোন খাবারই পুষ্টিকর। এসবের মধ্যে চিয়া সিড অন্যতম। মিন্ট প্রজাতির পুষ্টিকর এই উদ্ভিদের বীজ শরীরে শক্তি জোগায়। স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের খাবারের তালিকায় এখন বেশ জনপ্রিয় নাম চিয়া সিড। এক আউন্স অর্থাৎ ২ টেবিল চামচ চিয়া বীজ থেকে পাওয়া যায় ১৩৮ ক্যালোরি। প্রোটিন রয়েছে প্রায় ৫ গ্রাম। মোট ফ্যাটের পরিমাণও তাই। কার্বোহাইড্রেট ১২ গ্রাম। ফাইবার ১০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৭৯ মিলিগ্রাম, আয়রন ২ মিলিগ্রাম এবং জিঙ্কের পরিমাণ ১.৩ মিলিগ্রাম। মাত্র এক সপ্তাহ চিয়া সিড খেলে আপনার শরীরে যে আশ্চর্য পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করবেন, তা নিম্নরূপ-

(১) বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেবে :

'অ্যান্টি-এজিং ফুড হিসাবে চিয়া সিডের বেশ নামডাক রয়েছে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর চিয়া সিড ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ফ্রি র‍্যাডিক্যাল শরীরের ডিএনএ ও জীবিত কোষ ধ্বংস করে। ফলে আপনি দ্রুত বুড়িয়ে যান। দূষিত পরিবেশ, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, ভাজাপোড়া খাবার, অনিদ্রা, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, দুশ্চিন্তা এসবের মাধ্যমে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরি হয়। এ কারণে আমাদের শরীরে ক্যানসার, হৃদরোগ, প্রদাহ জনিত রোগ, চোখে ছানি পড়া এসব রোগ বাসা বাঁধে। মাত্র সাত দিন চিয়া সিড খেলেই আপনার ত্বকে এর প্রভাব বুঝতে পারবেন।

(২) ওযন কমবে :

চিয়া সিড খাওয়া শুরু করার আগে ওযন মাপুন। এক সপ্তাহ পর আবার মাপুন। আপনি যদি ঠিকমতো স্বাস্থ্যকর উপায়ে খাবার খান, ওযন কমবেই। কেননা মাত্র ২ চামচ চিয়া সিডে যে পরিমাণ ফাইবার থাকে, তা দিনের প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক। সকালের নাশতায় ২ চা-চামচ চিয়া সিড খেলে তা পরবর্তী ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা আপনার পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেবে। তাছাড়া ১ চা-চামচ চিয়া সিড এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তা ১ গ্লাস পানিতে ১ চা-চামচ লেবুর রস ও ১ চা-চামচ মধুর সঙ্গে সকালে খালি পেটে খেলে মেদ পোড়াতেও সাহায্য করবে।

(৩) হার্ট ভালো থাকবে :

চিয়া সিডে আছে প্রচুর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, কোয়েরসেটিন, কেম্পফেরল, ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ও ক্যাফিক অ্যাসিড নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্য আঁশ। কোয়েরসেটিন নামের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হার্ট ভালো রাখতে সহায়ক। ফাইবার আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

(৪) হাড় শক্তিশালী করবে :

চিয়া সিড ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার। মাত্র ১ আউন্স চিয়া সিডে ১৮০ মাইক্রোগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। চিয়া সিডের ম্যাগনেশিয়াম আর ফসফরাসও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই কার্যকরী। হাড় ছাড়াও অপটিমাল মাসল ও স্নায়ু ভালো রাখে চিয়া সিড।

(৫) রক্তে 'সুগার স্পাইক' কমাবে :

সকালে কার্বোহাইড্রেট বা মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পর তা দ্রুত রক্তের সঙ্গে গ্লুকোজ আকারে মিশে যাবে। ফলে আপনার 'সুগার স্পাইক' (হুট করে রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে যাওয়া) হবে। চিয়া সিড হুট করে কার্বোহাইড্রেটকে রক্তের সঙ্গে মিশতে দেয় না। এই প্রক্রিয়াটা ধীর করে দেয়। ফলে যাঁদের টাইপ-টু ডায়াবেটিস আছে, তাঁদের জন্য চিয়া সিড উপকারী।

কখন, কিভাবে, কি মাত্রায় খাবেন : (১) প্রতিদিন সকালে, সন্ধ্যায় বা দু'বার খাওয়ার মাঝখানে খেতে পারেন। (২) বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন ১০০ গ্রাম পর্যন্ত চিয়া সিড খাওয়া যেতে পারে। তবে দিনে অন্তত ২ চামচ (১০ গ্রাম) খেলেই মিলবে ওপরের সব আশ্চর্য উপকার। (৩) সকালে খালি পেটে পানিতে গুলিয়ে তৎক্ষণাৎ, সারা রাত ভিজিয়ে অথবা এক ঘণ্টা আগে পানিতে ভিজিয়ে খেতে পারেন চিয়া সিড। ফলের রস, ওটস, সিরিয়াল বা সালাদের সঙ্গেও চিয়া সিড মিশিয়ে খেতে পারেন।

লাল না সাদা ডিম; মুরগী, হাঁস না কোয়েলের ডিম? কোন্‌টির পুষ্টিগুণ বেশী?

সকালের নাশতা হিসাবে ডিমসেদ্ধ, ডিমপোচ বা ডিমভাজি বেশ জনপ্রিয়। ভাতের সঙ্গেও তরকারি হিসাবে খাওয়া হয় ডিম। সন্ধ্যায় বাহারি নাশতার আয়োজনেও নানানভাবে যোগ হয় ডিম। রোজকার পুষ্টির চাহিদা মেটাতে ডিম দারুণ এক খাবার। বাজারে লাল আর সাদা দুই রঙের ডিম পাওয়া যায়। মুরগির ডিম ছাড়াও বাজারে পাওয়া যায় হাঁস এবং কোয়েল পাখির ডিম। এগুলোর মধ্যে কোনটি বেশী ভালো, পুষ্টিমানে একটি অন্যটির বিকল্প হবে কি-না, এটা নিয়ে অনেকেই দ্বিধান্বিত থাকেন।

রাজধানীর গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড হিউম্যান সায়েন্সের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শম্পা শারমিন খান জানালেন, লাল ডিম বা সাদা ডিমের পুষ্টিগুণে কোন তফাত নেই। কোন প্রজাতির পাখির ডিম খাওয়া হচ্ছে, সেটির সঙ্গেও পুষ্টি উপাদানের আলাদা কোন সম্পর্ক নেই। তবে আকারভেদে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণের তারতম্য হয়।

বিষয়টাকে আরেকটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন এই বিশেষজ্ঞ। ডিম থেকে যে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়, সেটি মানবদেহের জন্য উপকারী। আর প্রাণিজ আমিষেরও অনবদ্য এক উৎস ডিম। প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও ডিম থেকে পাই আমরা। তবে যে প্রজাতির পাখির ডিমই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা থেকে এই পুষ্টি উপাদানের সব ক'টিই পাওয়া যাবে।

অবশ্য হাঁসের ডিম আকারে একটু বড় বলে তা থেকে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যাবে একটু বেশী। তবে আপনি চাইলে হাঁস কিংবা মুরগী যেকোনটির ডিমই রোজ খেতে পারেন।

আবার কোয়েল পাখির ডিম আকারে বেশ ছোট। তাই তাতে পুষ্টি উপাদানগুলোর পরিমাণও অনেকটাই কম। মুরগির একটি ডিম থেকে যে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়, তা কেবল কোয়েল পাখির ডিম থেকে পেতে হ'লে দু'টি ডিম খেতে হবে। অর্থাৎ কোয়েল পাখির ডিম খেলেও আপনি পুষ্টি উপাদান পাচ্ছেন সবই, কেবল পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে।

ডিম থেকে বাড়তি পুষ্টি পাওয়ার আলাদা ব্যবস্থাও রয়েছে। খামারের পাখিদের ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো হ'লে তাদের ডিম থেকে এসব প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। তাই যেসব ডিমের প্যাকেটে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা উল্লেখ করা থাকে, সেগুলো বেছে নিতে পারেন। এগুলো মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড। *॥ সংকলিত ॥*

কবিতা

নববার্তা

-মুহাম্মাদ উবাইদ খান রাহাত
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

শত মাযলূম জেগেছে আজ জাগো বিশ্ব মুসলমান,
তরবারীতে দাওগো শান, উঠুক না ফের ঝড়-তুফান।
ঘর-বাড়িতে বসে থাকার সময় নেই গো বন্ধু আর,
সম্মুখপানে চেয়ে দেখ খোলা আছে শুধু সমর-দ্বার।
মরুর বুকের সিংহ শিকারী মহানায়ক হামযাহ বীর,
তাঁরই মতো আমরা হব সত্য-ন্যায়ের ভীম-প্রাচীর।
আলী যেমন দুর্গ-কপাট ঢাল হিসাবে নেন তুলে,
তেমনি মোরা যত বাধা, দুর্বলতা যাই ভুলে।
ময়দানে ফের নামব মোরা, নেতা মোদের বীর খালিদ,
বজ্রকণ্ঠে তুলব শ্লোগান, হয়ত গাযী নয় শহীদ।

মহাপুরুষ

-সারওয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মহাপুরুষ আমি দেখিয়াছি ভাই আমার এই জীবনে,
ঔরসে যার আসলো কবি মানব সম্মেলনে।
বেলালই যদি শ্রেষ্ঠ নকীব আমার বেলাল তিনি,
জন্মের পরে কণ্ঠে যাহার প্রথম আযান শুনি।
মানুষ হইয়া জন্ম নিয়েছি, মানুষেরে তাই চিনি,
শ্রদ্ধা জানাই তাঁহাকে আমার নাম রেখেছেন যিনি।
আমাকে রাখিয়া সুখের মাঝে রহিল দুঃখ-দহে,
আমার দেহের শিরায় শিরায় যাহার রক্ত বহে,
নিজের নামটা শিখার আগে যাহাকে ডাকতে শিখি,
তাহাকেই মহাপুরুষ বলিয়া দেখিয়াছে মম আঁখি।
সুযোগ পেলেই জুতাজোড়া তার পরতাম দুই পায়,
বড় বড় জুতা, ছোট ছোট পা, বের হয়ে যেত তাই।
জামাটাও তাঁর গায়ে চড়িয়ে দাঁড়াতাম আয়নায়,
নিজেরে দেখিয়া তাহার ছবি ভাসিত কল্পনায়।
'আমিও দেখিতে তাঁহারি মতন' এমন ভাবতে গিয়ে,
বুক ফুলে যেত, হাঁটার মাঝে ঢং যেত পাল্টিয়ে।
প্রতি ধাপে যিনি ত্যাগ করে যান, নেই কোন হা-হুতাশ,
সন্তান হয়ে দেখিনি কখনো দেয়ালের ঐপাশ।
এখন বুঝেছি, কোত্থেকে আসতো বিদ্যালয়ের বই,
যত প্রয়োজন কিভাবে পূরণ হয়ে যেত শীঘ্রই!
মাসের শুরুতে বাবার পকেটে কিভাবে আসত টাকা,
কোন অনুভূতিগুলো প্রকাশ পেত, কোনটা থাকত ঢাকা।
আজকে বুঝি সত্যই তিনি মহান উচ্চ অতি,
আমার তরেই নিবেদিত তিনি আমার মাতৃপতি।
দুনিয়ার সব পুরুষের কাছে নিচ্ছি চেয়ে ক্ষমা,
বিবেক আমায় দিতেই দিল না আপনাদের উপমা।
ঔরসে যার জন্ম আমার যিনি আমার পিতা,
সব পুরুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমার জন্মদাতা।

সাংবাদিক

-আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

তোমরা দেশের সাংবাদিক, ঘুরে বেড়াও চতুর্দিক।
ভাল-মন্দ সবই জানো, সকল খবর কুড়িয়ে আনো
যতই ঘটুক আকস্মিক, তোমরা দেশের সাংবাদিক।
অলি-গলি গোপন ভবন, দেখ তোমরা দেখার মতন
ন্যায়-অন্যায় সকল দিক, তোমরা দেশের সাংবাদিক।
গোপন তথ্য দেশ-বিদেশে, জেনে নাও ছদ্মবেশে
বীর পুরুষ হে নির্ভীক! তোমরা দেশের সাংবাদিক।

শাসক ওমর (রাঃ)

-মুহাম্মাদ জাবিদুল ইসলাম, কুষ্টিয়া।

হে প্রভু! একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক
পাঠাও হযরত ওমরের মতো
অন্যায়ের কাছে যার শীর হয়নি কভু নত।
নিজ পুত্রকেও দেননি ছাড় সামান্য অভিযোগে
নিজ স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন গরিব-দুঃখীর রোগে।
দাস-দাসীদের সাথে কভু করেননি অবিচার
নিজে পায়ে হেঁটে উটের পিঠে ভৃত্যকে করালেন সওয়ার।
গভীর রাতে নিজের কাঁধে আটার বস্তা তুলে
নিজে না খেয়েও প্রজাদের কথা যাননি কভু ভুলে।
এমন একজন শাসক যদি আসত ফিরে বেশ
শান্তির রাজ্য হ'ত আমার সোনার বাংলাদেশ।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

এখানে **মধু** (লিচু ফুল, সরিষা ফুল, বরই ফুল, মিশ্র ফুল, কালোজিরা, সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল), মধুময় বাদাম, দানাদার ঘি, উন্নত মানের খেজুর, কালোজিরা তেল, সরিষার তেল, মৌসুমী খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। **বি. দ্র. ইসলামী বই পাওয়া যায়।**

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ঠিকানা : ছোটকগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

কোটা আন্দোলন : ৩৬ দিনে ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের পতন

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ**

ইংরেজী কোটা (Quota) শব্দের অর্থ ভাগ, নির্ধারিত অংশ, আনুপাতিক স্বীকৃত অংশ, প্রদেয় আবশ্যিক বা নির্দিষ্ট ভাগ ইত্যাদি। সাধারণত একটি গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাকে কোটা বলা হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক সম্প্রদায়কে মূলধারায় যুক্ত করতে শিক্ষা ও চাকুরীখাতসহ আত্মোন্নতিমূলক নানা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিতের জন্য কোটা ব্যবস্থা রাখা হয়।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোটা রয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও স্বাধীনতাত্তোর পাকিস্তান আমলেও প্রদেশভিত্তিক কোটা পদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু কোন কালেই কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়নি বরং আন্দোলন হয়েছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের অনেকগুলো প্রেক্ষাপটের মধ্যে অন্যতম ছিল বৈষম্য। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে কোটা ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশ মূলতঃ দারিদ্র্যক্লিষ্ট অনগ্রসর দেশ ছিল। স্বাধীনতাত্তোর নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছালেও উন্নত জীবনধারা থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। নিশ্চিতরূপে ১৯৭২ সালে সে সংখ্যা আরো বেশী ছিল। তাদের আত্মোন্নতির জন্যই তখন কোটা চালু করা হয়। সেই কোটায় মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের উন্নতিকল্পে কোটার হার বেশী রাখা হয়। কেননা তাদের অধিকাংশই ছিল কৃষক, শ্রমিক, মজুর তথা দরিদ্র শ্রেণী। কিন্তু স্বাধীনতার ৫২ বছর পর একবিংশ শতকে এসে সেই কোটা আবার বৈষম্যের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

কোটা সংস্কারের পটভূমি : ১৯৭২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দফতর নিয়োগে কোটা বণ্টনের বিষয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারী করেন। এতে ২০ শতাংশ মেধা এবং ৮০ শতাংশ যেলা কোটা রাখা হয়। যেলা কোটার মধ্য থেকে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা এবং ১০ শতাংশ কোটা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে এই বণ্টনে পরিবর্তন আনেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এতে ৪০ শতাংশ মেধা, ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা, ১০ শতাংশ নারী, ১০ শতাংশ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং ১০ শতাংশ যেলা কোটা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদের সময়ে আবারো কোটা সংস্কার করা হয়। তখন চাকুরীতে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদসমূহের জন্য মেধাভিত্তিক কোটা ৪৫ শতাংশ এবং যেলাভিত্তিক কোটা ছিল ৫৫ শতাংশ। যেলা কোটার ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা, ১০ শতাংশ মহিলা এবং ৫ শতাংশ উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

১৯৯০ সালে এসে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মুক্তিযোদ্ধাদের আর কোন চাকুরীর সুযোগ থাকে না। তখন তারা দাবী করতে থাকে তাদের সন্তানদের যেন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়। শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সালে চাকুরীতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে ১৯৮৫ সালের কোটা বণ্টন অপরিবর্তিত রেখে কেবল ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ার শর্তে মুক্তিযোদ্ধা অথবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার জন্য তা বরাদ্দের আদেশ জারী করা হয়। তবে ২০০২ সালে বিএনপি সরকারের সময়ে আরেকটি পরিপত্র জারী করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ কোটা বণ্টনের বিষয়ে আগের জারী করা পরিপত্রগুলো বাতিল করা হয়।

এতে বলা হয়, 'মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত ৩০% কোটা অন্য প্রার্থী দ্বারা পূরণ না করে সংরক্ষণ করার যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তা সংশোধনক্রমে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২১তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত ৩০% কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে উক্ত কোটার শূন্যপদগুলো (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) মেধাভিত্তিক তালিকায় শীর্ষে অবস্থানকারী প্রার্থীদেরকে দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে'। ২০০৮ সালে আবার আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে এই নির্দেশনাও বাতিল করা হয়। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হ'লে পদ খালি রাখার নির্দেশ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারী করে তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনীদেরও ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ ২০১২ সালে ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা যুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারী করে সরকার।[১]

২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কোটা সংস্কার আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ১১ই এপ্রিল'১৮ সংসদে দাঁড়িয়ে সব ধরনের কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন। তার প্রেক্ষিতে অক্টোবর মাসে এসে ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডে (১ম ও ২য় শ্রেণী) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারী করে সরকার। ১৪তম থেকে ২০তম (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) গ্রেডে কোটা বহাল রেখে কিছুটা সংস্কার করা হয়। এই পদগুলোতে কোটায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধা থেকেই নিয়োগের কথা জানানো হয়। এদিকে কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। গত ৫ই জুন'২৪ তাদের পক্ষে রায় আসে অর্থাৎ আগের মতো কোটা বহাল হবে বলে জানায় আদালত।

---

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. তানহা তাসনীম, বাংলাদেশে যেভাবে কোটা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১৪ই জুলাই ২০২৪; www.bbc.com /bengali/articles/ cmm2ze73enqo।

কোটা সংস্কারের যৌক্তিকতা : 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র ২০২৩ সালের চতুর্থ কোয়ার্টার জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ২৩ লাখ ৫০ হাযার।[২] শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা বেকারের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ, যা মোট পরিসংখ্যানের প্রায় তিনভাগের একভাগ।[৩] এ বছরের প্রথম প্রান্তিকের (জানু-মার্চ) জরিপ অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ ৯০ হাযার।[৪] লণ্ডনের ইকোনমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তথ্য মতে, বাংলাদেশের স্নাতকধারী ১০০ জনের ৪৭ জনই বেকার।[৫] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, মাত্র ৪৪ শতাংশ মেধা কোটায় ৪৭ শতাংশ বেকার যুবক প্রতিনিয়ত চাকুরীর জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এটা কি বৈষম্য নয়? অথচ তুলনামূলক কম মেধাবীরা ৫৬ শতাংশ কোটা পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নামে মাত্র পরীক্ষা দিয়ে প্রায় সরাসরি নিয়োগ পায়। ফলে সুস্থ প্রতিযোগিতা না থাকায় মেধাবী তরুণরা চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং এই বৈষম্যের কোটা পদ্ধতি সংস্কারের আন্দোলন অবশ্যই যৌক্তিক ছিল।

১৫ বছরের স্বৈরশাসনের পতনের প্রেক্ষাপট : ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সে সময় স্বামী, সন্তান ও বোন শেখ রেহানাসহ শেখ হাসিনা পশ্চিম জর্মানীতে অবস্থান করছিলেন। পরবর্তীতে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত রাজনৈতিক আশ্রয়ে ভারতের নয়াদিল্লী এসে ৬ বছর নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী করা হ'লে তিনি ১৭ই মে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর দীর্ঘ সময়ের পট পরিবর্তনের পর বিচারপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন ৭ম সংসদ নির্বাচন হ'লে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। অতঃপর ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯ম সংসদ নির্বাচনে ফের আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে এবং ৬ই জানুয়ারী ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এতে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনের হৃদয়বিদারক মৃত্যু ঘটে। অনেক সেনা সদস্যের চাকুরী চলে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি নযীরবিহীন বিদ্রোহ ছিল। এই বিদ্রোহে সরকার দলীয় একাধিক নেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠে। অতঃপর ২০১১ সালের ১০ই মে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী এনে হাইকোর্টের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে বাতিল করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে দলীয়করণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনগুলো সবই ছিল প্রহসনমূলক। যেখানে ছিল না সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ; কারচুপি, ভোট ডাকাতি করে রাতারাতি ব্যালট বাক্স ভরে পেশীশক্তির বলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছিল।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে ঢাকার শাহবাগে আন্দোলন করে নাস্তিক, ব্লগার ও কথিত সুশীল সমাজ। কিন্তু আন্দোলনের নামে আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ), ইসলাম ও দাড়ি-টুপিকে কটাক্ষ করা হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। তার প্রতিবাদে দেশের আলেম সমাজ ১৩ দফা দাবী নিয়ে ৫ই মে হেফাযতে ইসলামের নেতৃত্বে শাপলা চত্বরে জমায়েত হয়। ঐদিন সরকারের নির্দেশে দিবাগত মধ্যরাতে লাইট ও ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে নিরীহ নিরস্ত্র মাদ্রাসা ছাত্র, শিক্ষক ও আলেমদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। কত মানুষ সে রাতে মারা যায় সে তথ্য আজও উদ্‌ঘাটন হয়নি। ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে কোটা সংস্কার আন্দোলন, ২৯শে জুলাই ঢাকায় দুই বাসের যাত্রী ধরার বেপরোয়া প্রতিযোগিতার কারণে দুই কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু পরবর্তী নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, ২০২১ সালে পুনরায় শিক্ষার্থী মৃত্যুর প্রতিবাদে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ছিল ছাত্রদের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং যৌক্তিক দাবী। অথচ এই আন্দোলনগুলোকে নস্যাৎ করার জন্য প্রশাসন ও সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনকে মাঠে নামিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে, মামলা দিয়ে কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়াও বিরোধী দলকে দমন-পীড়ন, ফাঁসিতে ঝুলানো, গুপ্ত হত্যা, গুম, মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ, ভোটাধিকার হরণ, দুর্নীতি, আমলাদের বিদেশে অর্থ পাচার এবং নিরাপরাধ মানুষকে 'আয়নাঘরে' বন্দি করে বছরের পর বছর ধরে অমানবিক নির্যাতন এই সরকারের স্বৈরাচারী কারনামা।

অতঃপর গত ৫ই আগস্ট'২৪ দীর্ঘ ১৫ বছরের অপশাসনের ফলে মানুষের ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ছোট্ট একটি ঘটনায় ৩৬ দিনের টানা আন্দোলনে স্বৈরশাসনের পতন হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ব্যানারে তুমুল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কোটা বাতিল করা হ'লেও ২০২১ সালে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানরা কোটার স্বপক্ষে উচ্চ আদালতে রিট করে বসে। এই রিটের পক্ষে রায় দিয়ে কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। ৬ই জুন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে এই রায় বাতিলের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সরকারী চাকুরীতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাস করার দাবী পূরণের আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনকারীরা সরকারকে ৩০শে জুন এবং পরবর্তীতে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত সময় বেধে দেয়। ১১ই জুলাই শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছে ৩

২. কালের কণ্ঠ, ৪ই মার্চ ২০২৪, পৃ. ১।
৩. প্রথম আলো, ২৬শে অক্টোবর ২০২৩, পৃ. ১৬।
৪. ইত্তেফাক, ৭ই মে ২০২৪, পৃ. ১৬।
৫. কালের কণ্ঠ, ৪ই মার্চ ২০২৪, পৃ. ২।

দফা দাবী পেশ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধান কামনা করেন। ১৪ই জুলাই গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে 'রাজাকারের নাতি-পুতি' বলে কটাক্ষবাণে বিস্ফোরক মন্তব্য করায় ঐদিন দিবাগত রাত থেকেই আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ই জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। স্বৈরশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে ন্যায়ের দাবীতে জীবন দিতে পুলিশের সামনে বুক পেতে দেয় আবু সাঈদ।

ফলশ্রুতিতে 'বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'; 'আমার খায়, আমার পরে, আমার বুকেই গুলি করে' শিক্ষার্থীদের এসব বজ্রকঠিন শ্লোগানে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে থাকে। তীব্র আন্দোলন সামলাতে না পেরে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। আবাসিক হলগুলো খালি করে দেয়া হয়, ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় এবং সর্বত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন করে কারফিউ জারী করা হয়। ১৯শে জুলাই আন্দোলনের নেতারা সারা দেশে 'কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণাসহ সরকারের কাছে ৯ দফা দাবী পেশ করে। কারফিউ চলা অবস্থায় ২১শে জুলাই সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ৫৬ শতাংশ কোটা বাতিল করে ৯৩ শতাংশ মেধা; মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

অতঃপর ৫ দিন পর ২৩শে জুলাই সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করা হয়। এই ৫ দিন সারা দেশের মানুষ ইন্টারনেটহীন অন্ধকার জগতে বসবাস করে। আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। মেট্রোরেল ও বিটিভি বাংলার কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা দুর্বৃত্তদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আন্দোলনের কতিপয় কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের গুম করে পিটিয়ে আধমরা অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ফেলে রাখা হয়। ইন্টারনেট চালুর সাথে সাথেই এই ৫ দিনে পুলিশের হাতে নিহত হওয়া শিশু, বেসামরিক নাগরিক ও নিরীহ ছাত্রদের নিহতের তালিকা জনসম্মুখে ওঠে আসে। দেশ অস্থিতিশীল অবস্থায় চলে যায়। সেনা বাহিনী যুদ্ধের সাজে মাঠে নামে। আকাশপথে হেলিকপ্টার থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করা হয়।

এবার শত শত শিক্ষার্থী ও কিশোর হত্যার বিচারসহ ৯ দফা দাবী আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য নিহতদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হ'লে ২৯শে জুলাই সেটা পরিহার করে চোখে-মুখে লাল কাপড় বেঁধে অনলাইনে প্রতিবাদী কর্মসূচী দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। মুহূর্তের মধ্যে ফেইসবুক প্রোফাইলগুলো লাল রঙে ছেয়ে যায় এবং ৩০শে জুলাই মুখে লাল কাপড় বেঁধেই বিচারের দাবীতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রাজপথে নেমে আসে। সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বললে শিক্ষার্থীরা সাফ জানিয়ে দেয়, 'বন্দুকের নলের সাথে ঝাঁজালো বুকের সংলাপ হয় না'। ফলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন পরিণত হয় গণআন্দোলনে এবং ৯ দফা দাবী বদলে যায় সরকার পতনের ১ দফা দাবীতে। ৩ আগস্ট সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবীতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হন শিক্ষার্থীসহ লাখো জনতা। ৪ঠা আগস্ট সরকারের পদত্যাগের দাবীতে অসহযোগ কর্মসূচী পালন করা হয়। এদিন ছাত্র জনতার সাথে পুলিশ ও সরকার সমর্থকদের সংঘর্ষে সারা দেশে ১০৪ জন নিহত হয়। পরদিন ৫ই আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচী পালনকালে দুপুর নাগাদ লক্ষ লক্ষ ছাত্র জনতা কারফিউ ভেঙ্গে ঢাকা দখল করে ফেলে। অতঃপর বিকাল গড়াতেই স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘণ্টা বেজে যায়। বিজয় উল্লাসে মেতে উঠে সারা দেশবাসী। তরুণ-যুবক শিক্ষার্থীদের ৬৫০টি[৬] লাশের বিনিময়ে কুশাসনের অবসান ঘটিয়ে অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

৬. *কালের কণ্ঠ, ১৭ই আগস্ট ২০২৪, পৃ. ১।*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

স্বদেশ

আওয়ামী সরকারের ১৫ বছরে ঋণ সাড়ে ১৫ লাখ কোটি; বিদেশে পাচার ১৮ লাখ কোটি টাকা

১৮ লাখ ৩৫ হাযার কোটি টাকার সরকারী ঋণ রেখে দেশ ছেড়েছেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে এ ঋণ নেয়া হয়েছে। অথচ ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন সরকারের ঋণ ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাযার ৮৩০ কোটি টাকা। সে হিসাবে আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনামলেই সরকারের ঋণ বেড়েছে ১৫ লাখ ৫৮ হাযার ২০৬ কোটি টাকা, যা সরকারের মোট ঋণের প্রায় ৮৫ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যে গত দেড় দশকে সরকারের অস্বাভাবিক ঋণ বৃদ্ধির এ চিত্র উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য বিশ্লেষণে পাচারকৃত অর্থের হিসাব পাওয়া গেছে।

যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যবহারযোগ্য নিট রিজার্ভ রয়েছে মাত্র ১৬ বিলিয়ন ডলারেরও কম। এছাড়া ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার সময় দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাযার ৪৮২ কোটি টাকা। চলতি বছরের মার্চে এসে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৮২ হাযার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাংকসংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের ব্যাংক খাত থেকে নেয়া বেনামি ঋণ, পুনঃতফসিলকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণসহ আদায় হবে না এমন ঋণের পরিমাণ অন্তত ৭ লাখ কোটি টাকা। ব্যাংক থেকে বের হয়ে যাওয়া এ ঋণের বড় অংশই দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে।

দেশের ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হ'ল বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকটির নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তারাই বলছেন, ব্যাংক খাত লুণ্ঠনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগীর ভূমিকা পালনে বাধ্য করা হয়েছে। গত ৬ই আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের চার ডেপুটি গভর্নরও স্বীকার করে বলেছেন, 'দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। চাকরি বাঁচানোর স্বার্থে অর্পিত দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারিনি'।

তবে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'গত দেড় দশকে দেশের কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, কি পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে, সেটির প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ দেশের কোন পরিসংখ্যানই ঠিক নেই। কয়েক বছর ধরে সরকার ক্রমাগতভাবে তথ্য গোপন করেছে। তবে আমরা আগে বলতাম অর্থনীতি খাদের কিনারায়। কিন্তু এখন অর্থনীতি পুরোপুরি খাদের মধ্যে পড়ে গেছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন মনে করেন, 'আওয়ামী লীগ গত দেড় দশকে কিছু রাস্তাঘাট, ব্রিজ, মেট্রোরেলের মতো অবকাঠামো তৈরি করেছে। বিপরীতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশের বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), নির্বাচন কমিশনসহ কোন প্রতিষ্ঠানই বেঁচে নেই। এসব প্রতিষ্ঠানকে জীবিত করতে দেশের বহু বছর সময় লাগবে। এসব ক্ষতির কোন মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমি মনে করি, বাংলাদেশকে বাঁচাতে হ'লে রাজনৈতিক কাঠামো থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

বিদেশী ঋণ পরিশোধে ব্যয় ৪০ হাযার কোটি টাকা; তন্মধ্যে ১৬ হাযার কোটি টাকাই সূদ

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে (২০২৩-২৪) বিদেশী ঋণের সূদ ও আসল মিলিয়ে বাংলাদেশকে প্রায় ৩৩৬ কোটি ডলার বা ৪০ হাযার কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। ফলে এই প্রথমবারের মতো এক বছরে বিদেশী ঋণ পরিশোধ ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেল। পরিশোধ করা অর্থের মধ্যে আসল ২০১ কোটি ডলার, আর সূদ প্রায় ১৩৫ কোটি ডলার।

সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বিদায়ী অর্থবছরের বৈদেশিক ঋণের হালনাগাদ পরিস্থিতি নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে এ তথ্য ওঠে এসেছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এক বছরের ব্যবধানে ঋণের আসল ও সূদ পরিশোধ-দু'টোই গত অর্থবছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সূদ ও আসল মিলিয়ে ২৬৮ কোটি ডলার পরিশোধ করেছিল বাংলাদেশ।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, গত অর্থবছরে বিদেশী ঋণের আসল পরিশোধ যে গতিতে বেড়েছে, তার চেয়ে বেশী গতিতে বেড়েছে সূদ বাবদ খরচ। এক বছরের ব্যবধানে সূদ পরিশোধ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে ৪২ কোটি ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সূদ বাবদ ৯৩ কোটি ডলার খরচ করতে হয়েছিল। বিদায়ী অর্থবছরে প্রথমবারের মতো শুধু সূদ বাবদ খরচ ১৩৫ কোটি ডলারে পৌঁছাল।

কয়েক বছর ধরেই বিদেশী ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। ঋণ পরিশোধ সবচেয়ে বেশী বেড়েছে গত দুই বছরে। বিদেশী ঋণ পরিশোধের এই চাপ শুরু হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন দেশে দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চলছে। বিদেশী ঋণ পরিশোধ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বাজেটে বাড়তি চাপের সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

বিদেশ

ইউরোপে তাপদাহে বছরে মৃত্যু পৌনে ২ লাখ

মানবসৃষ্ট কারণে বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাসের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিদিন পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রীষ্মকালের ব্যাপ্তি বাড়ছে এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় দীর্ঘ হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন তাপপ্রবাহ। এই উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে হিটস্ট্রোক এবং গরমজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও। শীতল আবহাওয়া অঞ্চল বলে পরিচিত ইউরোপেও তাপজনিত অসুস্থতায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ইউরোপ শাখা শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০০০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর হিটস্ট্রোক ও তাপজনিত বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগে বিশ্বে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪ লাখ ৮৯ হাযার মানুষের। এই মৃতদের মধ্যে গড়ে ১ লাখ ৭৬ হাযার ৪০ জন ইউরোপের বাসিন্দা।

সুখী রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ড একটি উদার সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। বিশ্বে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার এবং পরিপূর্ণ আইনের শাসনের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফিনল্যাণ্ড। ২০২৪ সালে ৭ম বারের মত বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে এবং

দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে বহুদিন যাবৎ ২য় স্থান দখল করে রয়েছে এ দেশটি।

ফিনল্যান্ডকে উদার সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পেছনে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছে তাদের সামাজিক সমতাবাদী দর্শন। দেশটির সরকার জনগণের প্রয়োজনে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, পূরণ করে বেকার ও অভাবী জনগণের জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা। দেশটিতে একজন বেকার ব্যক্তি প্রতি মাসে বাসাভাড়া সহ অতিরিক্ত আরও ৬০০ ইউরোর মতো ভাতা পায়। সাথে আছে বিনামূল্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা। এজন্যেই ফিনল্যান্ডে চরম দরিদ্রতা নেই। সমাজে যারা অন্যদের চেয়ে আপেক্ষিকভাবে দরিদ্র তারা সাধারণত সরকারী সহযোগিতায় জীবন ধারণ করে। এভাবে উদার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম ফিনিশদের দিয়েছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা।

স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকার এত টাকা পায় কোথায়? উত্তরটা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত করের ন্যায়সংগত বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফিনল্যান্ডে অর্থনৈতিকভাবে কাউকে কখনও খুব ওপরে উঠতে দেওয়া হয় না। আবার কাউকে খুব নীচেও নামতে দেওয়া হয় না। সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র তৈরিতে ফিনিশ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সর্বদা ক্রিয়াশীল ও সফল এবং এর মূলে রয়েছে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম। সমাজের খুব ওপরে উঠা কিংবা খুব নীচে নামার মধ্যে ভারসাম্য করা হয় মূলত প্রগতিশীল আয়করের মাধ্যমে। যিনি যত বেশী আয় করবেন, তাকে তত বেশী কর প্রদান করতে হবে। সেটা চাকরি থেকে আয় বা বিনিয়োগ থেকে লাভ যাই হোক না কেন। উচ্চ আয়করের পর আবার দিতে হবে মূল্য সংযোজন কর। এ দু'টো ছাড়াও উত্তরাধিকার কর তো আছেই।

ফিনল্যান্ডে যে কোন চাকরি বা ব্যবসা শুরু করতে হ'লে প্রথমেই যা লাগবে তা হ'ল ট্যাপ কার্ড। বছর শেষে যেতে হবে ট্যাপ অফিসে রিটার্ন জমা দিতে। তাদের কর আহরণ এবং তদারকি ব্যবস্থাটা এমন যে, কর ফাঁকি দেওয়া বেশ কষ্টকর। ফাঁকি দিয়ে ধরা পড়লে শাস্তিও বেশ কঠিন। ফিনিশরা ভীষণভাবে দেশপ্রেমিক। দেশের প্রতিটি জিনিসকে তারা নিজের জিনিস মনে করে। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে, প্রতিটি ফিনিশ নাগরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দেওয়ার মাধ্যমে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করে। কর দেওয়াকে ফিনিশরা দেশের প্রতি ভালোবাসার অংশ হিসাবে দেখে।

বিভিন্ন উৎস থেকে অর্জিত কর দিয়ে সরকার হরেক রকম ভাতা, ভর্তুকি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নভাতা, জন্ম থেকে শুরু করে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে শিশুভাতা, নিজ সন্তানকে লালন-পালনের জন্য মাতৃত্ব ভাতা, কাজ না থাকলে বেকার ভাতা, আবাসন ভর্তুকি, ওষুধ কেনায় ভর্তুকি, বেসরকারী চিকিৎসক দেখানোয় ভর্তুকি, বিনা পয়সায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং সবার জন্য টিউশন ফী মুক্ত শিক্ষা। এতো সুন্দর সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে ফিনিশদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছে, তা হ'ল তাদের সততা। দুর্নীতিমুক্ত ফিনিশ রাষ্ট্রের মূলেই রয়েছে তাদের সততা। এজন্যই ফিনল্যান্ড সব সময় দুর্নীতিমুক্ত দেশের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে।

১০ বছরে ধনীদের সম্পদ বেড়েছে ৪২ লাখ কোটি ডলার : অক্সফাম

বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর সঙ্গে নীচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের সম্পদের ব্যবধান আরও বেড়েছে। গত এক দশকে এই ১ শতাংশ ধনী আরও ৪২ ট্রিলিয়ন বা ৪২ লাখ কোটি ডলার সম্পদের মালিক হয়েছেন। নীচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের সম্পদ আহরণের চেয়ে তা ৫০ শতাংশ বেশী।

সম্প্রতি ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের সম্মেলনের আগে আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করে। মূলত অতিধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির বিষয়ে জি-২০ ভুক্ত দেশের অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা মিলিত হয়েছিলেন। দুই দিনের বৈঠক শেষে মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে, অতিধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা হবে।

অসমতা চরম পর্যায়ে চলে গেছে বলে অক্সফাম মনে করলেও দেশে দেশে দেখা যায়, অতিধনী ও ধনীদের ওপর কর যেন কমছেই। সারা বিশ্বের শতকোটিপতিরা খুব কম হারে কর দেন। অক্সফাম বলছে, এই ধনীরা সম্পদের মাত্র ০.৫ শতাংশ কর দেন। ৪০ বছর ধরে এই ধনীদের সম্পদ বেড়েছে বছরে গড়ে ৭.১ শতাংশ হারে। এ বাস্তবতায় অক্সফাম মনে করছে, অতি বৈষম্য কমাতে এই ধনীদের নিট সম্পদ কর হওয়া উচিত ৮ শতাংশ। বিশ্বের ৮০ শতাংশ শতকোটিপতির বসবাস জি-২০ভুক্ত দেশগুলোয়। এদিকে চলতি বছরের শুরুতে দাভোস সম্মেলনের সময় আরেক প্রতিবেদনে অক্সফাম বলে, বিশ্বের অতিধনীদের সম্পদের পরিমাণ বাড়ছেই। ২০২০ সালের পর বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ ধনীর সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণেরও অধিক বেড়ে প্রায় ৯০ হাযার কোটি ডলারে উঠেছে। ঠিক এই সময়ে বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষ আগের চেয়ে আরও গরীব হয়েছে।

গাছ কাটলেই বেরোয় রক্ত

পৃথিবীতে এমন এক গাছ আছে যা কাটলেই মানুষের মতো রক্ত বের হয়। সামান্য আঘাত করলেই ঝরঝর করে রক্তের মতো স্রোত বেরিয়ে আসে এই গাছ থেকে। আশ্চর্যজনক এই গাছটির নাম ব্লাডউড ট্রি। এই বিশেষ গাছটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া যায়। এই গাছটি কিয়াত মুকওয়া বা মুনিঙ্গা নামেও পরিচিত। মোজাম্বিক, নামিবিয়া, তানজানিয়া এবং জিম্বাবুয়ের মতো দেশেও এ গাছটি দেখা যায়।

শুধু গাছ কাটলেই নয়, ডাল ভেঙে গেলেও তা থেকে মানুষের রক্তের মতো লাল পদার্থ বের হয়। তাহ'লে কি সত্যিই এই গাছে মানুষের মতো রক্ত আছে? না। এটি রক্ত নয় বরং লাল রঙের একটি তরল। মানুষ এই গাছটিকে অলৌকিক বলে। কারণ এর সাহায্যে বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, গাছের সাহায্যে রক্ত সংক্রান্ত রোগও নিরাময় হয়। দাদ, চোখের সমস্যা, পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া বা গুরুতর আঘাতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলতে পারে এ গাছ থেকে।

ব্লাডউড গাছের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রচুর দামে বিক্রি হয়, যা থেকে দামী আসবাবপত্র তৈরিতে কাজে লাগে।

মুসলিম জাহান

লিথিয়াম যেভাবে চীনকে আফগানিস্তানের কাছে টেনে এনেছে

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বয়ংক্রিয় নানা যন্ত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রতি। আর এসব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের শক্তি সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় অন্যতম উপাদান হচ্ছে লিথিয়াম। এই লিথিয়ামকে ভবিষ্যতের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রমে আন্তর্জাতিক বিশ্বে এটি কৌশলগত পণ্য হয়ে উঠছে।

কাঁচামাল হিসেবে লিথিয়াম প্রক্রিয়াকরণে প্রধান দেশ হ'ল চীন। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে লিথিয়াম-বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। আর এসব দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান। লিথিয়াম দেশটির জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাড়িয়েছে। কেননা সেখানে এর ব্যাপক মজুত আবিস্কৃত রয়েছে। আফগানিস্তানকে এখন 'লিথিয়ামের দ্বিতীয় সঊদী আরব' অভিহিত করা হচ্ছে। ইউএস ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) পরিচালিত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে অব্যবহৃত লিথিয়াম খনিগুলোর মূল্য আনুমানিক এক লাখ কোটি ডলার।

লিথিয়াম খনি আফগানিস্তানের হেরাত থেকে নুরিস্তান প্রদেশ পর্যন্ত আছে বলে জানা গেছে, যার দৈর্ঘ্য ৮৫০ থেকে ৯০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার। ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত খনির বিশেষজ্ঞরা প্রথম আফগানিস্তানে লিথিয়াম আছে বলে আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীতে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। আর এ কারণেই লিথিয়ামে সমৃদ্ধ আফগানিস্তানে চীনের আগ্রহ বেড়েই চলেছে এবং এ লক্ষ্যে তারা জোরালো পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বর্তমানে ২০টির বেশি চীনা প্রতিষ্ঠান আফগানিস্তানে কাজ করছে এবং শতাধিক চীনা কোম্পানি দেশটির খনিতে কাজ করার জন্য আফগানিস্তানের খনি মন্ত্রণালয়ে তাদের নাম নিবন্ধন করেছে। তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর আনুমানিক ৫০০ চীনা ব্যবসায়ী আফগানিস্তান সফর করেছেন। এছাড়া চীনের গোচিন কোম্পানি প্রাথমিক পর্যায়ে আফগানিস্তানের লিথিয়াম খনিতে এক হাযার কোটি ডলার বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

তালেবান তাদের অর্থনৈতিক সংকট দূর করতে চীনা প্রকল্পগুলোকে কার্যকর একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে। তারা চীনকে আফগানিস্তানে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। ফলে উভয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্কের পেছনে লিথিয়াম হয়ে উঠছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এইচআইভি-ক্যান্সার প্রতিরোধে যুগান্তকারী উদ্ভাবন!

এইচআইভি ও ক্যান্সার প্রতিরোধে বড় সাফল্য অর্জন করেছেন মার্কিন গবেষকরা। এই পদ্ধতিতে মানব শরীরের বি সেলগুলোকে (এক ধরনের বিশেষ ইমিউন কোষ) রূপান্তর (প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'জিন-এডিটিং' প্রযুক্তি) করে বিশেষ অ্যান্টিবডি তৈরি করা যেতে পারে। আর সেই বিশেষ অ্যান্টিবডিগুলো পরে এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস) এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সক্রিয় হবে।

এই যুগান্তকারী গবেষণার ফলাফল নেচার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নামের একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে কিভাবে এই 'এডিটিং' সম্ভব হয়। এমনকি, এও জানা গেছে যে, এই নতুন পদ্ধতিটি অ্যালঝেইমার্স এবং আর্থ্রাইটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের নিরাময়ও করতে সক্ষম।

সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির কেক স্কুল অফ মেডিসিনের অধ্যাপক পওলা ক্যাননের ব্যাখ্যা- জিন এডিটিং পদ্ধতিতে মানব শরীরের বি সেলগুলোকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যন্ত্রে রূপান্তর করা হয়, যাতে তা বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করে ক্যানসার ও এইচআইভি কোষগুলোকে মারতে পারে।

আকাশে হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি

অনেক বছর ধরেই বিকল্প যান হিসাবে উড়ন্ত ট্যাক্সি নিয়ে গবেষণা চলছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা উড়ন্ত ট্যাক্সি নিয়ে কাজ করছে। এবার নতুন এক উড়ন্ত ট্যাক্সির কথা জানা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশে হাইড্রোজেন-চালিত একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি দীর্ঘতম উড়ালের রেকর্ড করেছে। জোবি এভিয়েশনের নকশা করা একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি হাইড্রোজেনের একটি ট্যাংক ব্যবহার করে ৫৬১ মাইল ভ্রমণ করেছে। এতে হাইড্রোজেন জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ থেকে জলীয় বাষ্প ছাড়া অন্য কোন কিছু নির্গত হয় না।

হাইড্রোজেন ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে, এ ধরনের জ্বালানি উড়ন্ত ট্যাক্সিকে রিফুয়েলিং বা নতুন করে জ্বালানি ব্যবহার না করেই দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে দেয়। মাত্র ৪০ কেজি ওযনের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল একবার চার্জ করলে ৫২৩ মাইল ভ্রমণ করতে পারে। হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি বিভিন্ন দেশের মধ্যে চালানোর সুযোগ থাকবে বলে নির্মাতারা জানিয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই উড়ন্ত ট্যাক্সি বিক্রির জন্য বাযারে আসবে বলে জানান তারা।

আশ-শিফা হোমিও হল

ডাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম

বি.এ.ডি.এইচ.এম.এস. ঢাকা।

এখানে যেকোন ধরনের বাত ব্যথা, ডায়বেটিস, পলিপাস, হাঁচি-কাশি, এলার্জি, চুলকানি সহ যেকোন জটিল রোগের সু-চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পার্সেলযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

ঠিকানা : হলপাড়া মোড, গাংনী, মেহেরপুর।

মোবাইল : ০১৭২০-৪৫৭৩৭০

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুলুম বন্ধ করুন, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দেশের চলমান অস্থিতিশীল পরিবেশে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশী নির্যাতন ও দমন-পীড়নের প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে সরকার ও প্রশাসনের মুখোমুখি অবস্থান ও রক্তক্ষয়ী সংঘাত কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে এমন রক্তক্ষয়ী সহিংসতা, দুই শতাধিক শিক্ষার্থী নিহত হওয়া এবং কয়েক হাযার শিক্ষার্থীর মারাত্মকভাবে আহত ও পঙ্গু হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে নযীরবিহীন। সরকারের অদূরদর্শিতা ও পুলিশের আগ্রাসী আচরণই মূলত এর জন্য দায়ী।

তিনি সরকারের যুলুম ও দমননীতির নিন্দা জানিয়ে বলেন, পুলিশের গণগ্রেফতার, গুম, বাড়িতে বাড়িতে ছাত্রদের অনুসন্ধান চালিয়ে আতংক সৃষ্টি করা, অজ্ঞাত মামলায় নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও অন্যদের জড়ানো, রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করা, ইন্টারনেট ও যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ বন্ধ করে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা কোন স্বাধীন ও সভ্য দেশে কাম্য নয়। এতে গণঅসন্তোষ বাড়বে বৈ কমবে না। তিনি অবিলম্বে দোষীদের বিচার, নিহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদেরকে সুকিচিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। সেই সাথে সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে দেশে আশু শান্তি ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান *(দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ শে জুলাই'২৪-এ প্রকাশিত)*।

দুর্নীতি ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে সকলে এগিয়ে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বৈষম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের একটি যৌক্তিক আন্দোলনের সফল পরিণতি এবং অন্যায়ভাবে জনগণের উপর নিপীড়নের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল হিসাবে সরকারের পতন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি এই অভ্যুত্থানে নিহত-আহত শিক্ষার্থী ও জনতা এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং আল্লাহ্র নিকটে উত্তম প্রতিদান কামনা করেন। তিনি সকল পক্ষকে যাবতীয় সহিংসতা, প্রতিহিংসা ও প্রতিপক্ষের প্রতি অন্যায় হামলা পরিহার করে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে নতুনভাবে গড়ার প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান।

তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকার গঠনের নয়া রূপরেখা হিসাবে একটি অংশগ্রহণমূলক সার্বজনীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন- (১) রাষ্ট্রের গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে একজন যোগ্য রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা হৌক। (২) দল ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হৌক। (৩) সরকারী ও বিরোধী দলীয় প্রথা বাতিল করা হৌক। (৪) প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হৌক। (৫) নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সংগঠন সমূহকে মূল্যায়ন করা হৌক। (৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রচলিত শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হৌক এবং সেখানে পড়াশুনা ও গবেষণার শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হৌক *(দৈনিক ইনকিলাব, ৭ই আগস্ট'২৪-এ প্রকাশিত)*।

কর্মী প্রশিক্ষণ ও মাসিক ইজতেমা

৩০শে জুলাই শুক্রবার মান্দা, নওগাঁ : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামদই এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ মাগরিব মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক প্রমুখ।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

৩রা আগস্ট শনিবার আনন্দনগর, নওগাঁ : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আনন্দনগরস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

ফরিদপুর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও পিরোজপুর :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১০ই জুলাই বুধবার বাদ যোহর ফরিদপুর যেলার সালথা থানাধীন ডাঙ্গা কামদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে, ১২ই জুলাই শুক্রবার বোয়ালমারী থানাধীন শেখর পঞ্চগ্রাম তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা, বাদ আছর দূর্গাপুর চরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব শেখর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৩ই জুলাই শনিবার বাদ মাগরিব নড়াইল যেলার কালিয়া থানাধীন বিল ব্যাওচ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা বিল ব্যাওচ পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৪ই জুলাই রবিবার বাদ যোহর গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন চিতোশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর কাঠিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব বহালতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৫ই জুলাই সোমবার বাদ যোহর সদর থানাধীন মাঝিগাতি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর গোবরা চৌধুরী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব চাপইলপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার

বাদ আছর বাগেরহাট যেলার মোল্লাহাট থানাধীন রাজপাট কোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা সারুলিয়া দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৭ই জুলাই বুধবার বাদ যোহর মোড়েলগঞ্জ থানাধীন সোনাখালী খাদীজাতুল কুরবা জামে মসজিদে, বাদ আছর সোনাখালী আযীযিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ মাগরিব সোনাখালী উত্তরপাড়া সালাফিইয়াহ জামে মসজিদে; ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব উত্তর সারালিয়া (মোড়েলগঞ্জ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দাওয়াতী সফর করেন। ১৯শে জুলাই শুক্রবার পিরোজপুর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। ২০ ও ২১শে জুলাই শনি ও রবিবার বাদ মাগরিব তিনি একই মসজিদে তা'লীমী বৈঠক করেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম ৩১শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর থেকে চট্রগ্রাম শহরের উত্তর পতেঙ্গাস্থ যেলা মারকাযে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম যেলার সভাপতি জসীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বির। উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আরাফাত যামান।

কক্সবাজার ১লা জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের বাহারছড়াস্থ আহমাদ হোসাইন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কক্সবাজার সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আরাফাত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

পঞ্চগড় ১লা জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর বেংহাড়ী মৌলভীপাড়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসায় পঞ্চগড় যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাযহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি হাফেয ওবায়দুল্লাহ।

কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫ই জুন বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কানসাট মাদ্রাসায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মাহমূদ।

কালাই, জয়পুরহাট ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

বিরামপুর, দিনাজপুর ২২শে জুন শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে আছর পর্যন্ত দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কার্যালয়, বিরামপুরে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

রংপুর ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে যেলা কার্যালয় শেখ জামাল উদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হ'তে এশা পর্যন্ত নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ এরশাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা জনাব মাহতাবুদ্দীন মাস্টার (৯৪) বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়ীতে গত ২৮শে জুলাই রবিবার সকাল ৬-টা ১০মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রীর মধ্যে ১স্ত্রী, ৮ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী এবং আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৫-টায় তার নিজ গ্রাম যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন পূর্ব গোলমুণ্ডা গ্রামের আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন গোলমুণ্ডা ঈদগাহের ইমাম মাওলানা মুমিনুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান, সহ-সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জলীলসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : ফরয ছালাতের পর পরই কিছু মুছল্লীকে দেখা যায় মাথায় হাত বুলিয়ে কি যেন বলে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মেহদী হাসান, বুয়েট, ঢাকা।

উত্তর : মাথায় হাত রেখে দো'আ পাঠের কোন দলীল নেই। তবে দু'টি সময়ে সূরা পাঠ করে মাথাসহ শরীরে হাত বুলানোর কথা হাদীছে এসেছে– (১) ঘুমানোর সময়। (২) ঝাড়-ফুঁক করার সময়। এছাড়া সকাল-সন্ধ্যা বা অন্য সময়গুলোতে কেবল সূরা বা দো'আ পাঠের কথা এসেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রতি রাতে বিছানায় যাবার সময় দু'হাতের তালু একত্র করতেন। তারপর এতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। এরপর দু'হাত দিয়ে তিনি তাঁর শরীরের যতটুকু সম্ভব মাসাহ করতেন। এভাবে তিনি তিনবার করতেন *(বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২১৩২)*। আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার তিন সূরা (নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ) পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মাসাহ করতেন। এরপর যখন মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরা তিনটি দিয়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতাম, যা দিয়ে তিনি ফুঁক দিতেন। আর আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম *(বুখারী হা/৪৪৩৯; মিশকাত হা/১৫৩২)*। অতএব ফরয ছালাতের পর নিয়মিত সূরা পড়ে শরীরে হাত বুলানো কিংবা মাথায় হাত দিয়ে দো'আ পাঠ সুন্নাত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : কোন পিতা যদি নাবালিকা সন্তানের জন্য স্বর্ণ ক্রয় করে রাখে। আর সেটা যদি নিছাব পরিমাণ হয় তবে কি তার যাকাত দিতে হবে? আর যদি তা নিছাব পরিমাণ না হয়, তবে কি পিতার সম্পদের সাথে সংযুক্ত করে পিতাকে যাকাত দিতে হবে?

-মাহবূবুর রহমান, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সাবালক হওয়া শর্ত নয়। নাবালিকা সন্তানকে এককালীন কোন কিছু দান করে দিলে এবং তা নিছাব পরিমাণ হ'লে সে স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণের মালিক নাবালিকা হওয়ায় তার সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পিতা যাকাত আদায় করে দিবেন। উল্লেখ্য, নাবালিকা সন্তানের সম্পদ আলাদাভাবে হিসাব হবে। যদি সে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে না। কেননা সম্পদ যার কেবল তার জন্যই যাকাত প্রযোজ্য হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০১-৩০২; মুগনী ২/৪৬৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪১০)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : একজন মায়ের জন্য ৬ মাসের দুগ্ধবতী সন্তানকে বাড়িতে রেখে হজ্জে যাওয়ার বিধান কি?

-আবুবকর, ঢাকা।

উত্তর : হজ্জ ফরয হয়ে গেলে ছয় মাসের বাচ্চা নিরাপদে রেখে হজ্জে যেতে পারে। আর যদি বাচ্চার নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সাথে করে নিয়ে হজ্জে যাবে বা বাচ্চার নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার পরে হজ্জে যাবে *(ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ১০/২৫)*। কারণ হজ্জ একটি ফরয ইবাদত, যা আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। এই ইবাদত পালনে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৫)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত সেটা সম্পাদন করে' *(আবূদাঊদ হা/১৫২৪, মিশকাত হা/২৫২৩)*।

উল্লেখ্য যে, নারীদের হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পাশাপাশি সাথে মাহরাম ব্যক্তি থাকা শর্ত।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : বর্তমানে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইসলামিক মুভি দেখানো হয়। যেমন দ্যা মেসেঞ্জার, দ্যা ম্যাসেজ, এছাড়া ওছমানীয় খেলাফত নিয়ে তুর্কী মুভি ইত্যাদি। এই ধরণের মুভিতে শিক্ষণীয় ও ঈমানবর্ধক অনেক কিছু থাকলেও বিভিন্ন বাজনা ও নারীর উপস্থিতি রয়েছে। এসব দেখা জায়েয হবে কি?

-ছিয়াম শিকদার, চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর : বেপর্দা নারী চরিত্রসহ শরী'আত বিরোধী দৃশ্য থাকলে কিংবা তাক্বওয়া বিরোধী ও সঠিক ইতিহাস বিরোধী এবং সর্বোপরি তাওহীদের স্বচ্ছ আক্বীদা বিনষ্টকারী বিষয় থাকলে এসব অনুষ্ঠান দেখা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। প্রকাশ থাকে যে, নাট্যচিত্রগুলোর বেশীরভাগ অংশই মিথ্যা ও অতিরঞ্জনে ভরা। এতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে দর্শকদের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এতে মানুষের মনোরঞ্জন ও বিনোদনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে এসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রসমূহের প্রকৃত গুরুত্ব হারিয়ে যায়। সর্বোপরি যে কোন অভিনয়কর্মকেই তাক্বওয়া ও ইখলাছবিরোধী এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেলকারী কাজ হিসাবে অধিকাংশ বিদ্বান অপসন্দ করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/২৬৮-৭০; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/৭২)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : মা ৪ সন্তান রেখে মারা যাওয়ার পর পিতা নতুন বিয়ে করে। সেই সন্তানদের নতুন মা লালন পালন করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী কোন ত্রুটি করে না। কিন্তু সন্তানরা তাকে সৎ মায়ের মত দেখে এবং কথায় ও কাজে কষ্ট

www.at-tahreek.com

দেয়। এক্ষণে সন্তানদের উপর সৎ মায়ের প্রতি নিজ মায়ের মত হক আছে কি?

-নাসিম রেযা, খালিশপুর, খুলনা।

উত্তর : সৎ মায়ের মর্যাদা জন্মদাত্রী মায়ের সমান নয়। তবে পিতার স্ত্রী হিসাবে তিনি মাহরাম এবং সদাচরণ পাওয়ার পূর্ণ হকদার। বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাঁচটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা' *(আবূদাঊদ হা/৫১৪২; হাকেম হা/৭২৬০; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়িদ বলেছেন। তবে আলবানী ও আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন)।*

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : কোন জিন মানুষের সাথে মিলিত হয়েছে বলে ধারণা করলে উক্ত নারী বা পুরুষের উপর গোসল ফরয হবে কি?

-রমাযান আলী, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : গোসল ফরযের ভিত্তি হচ্ছে বীর্যপাত হওয়া। এক্ষণে কাপড় ভেজা দেখলে গোসল ফরয হবে অন্যথায় ফরয হবে না। সে নারী হৌক বা পুরুষ হৌক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না, অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভিজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাঁকে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নেই *(আবূদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : আমি মসজিদের ইমাম। কুরবানীর সময় এলাকাবাসীর পশু যবেহ করে দিলে তারা নিজ নিজ কুরবানীর গোশত থেকে আমাকে হাদিয়া হিসাবে কিছু দেয়। এভাবে যবহের বিনিময় হিসাবে গোশত নেয়া যাবে কি?

-হাফীয, খুলনা।

উত্তর : যবহের বিনিময় হিসাবে কুরবানীর গোশত হাদিয়া নেওয়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ থেকে নিষেধ করেছেন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলোর নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলোর গোশত, চামড়া, ভুঁড়ি ইত্যাদি ছাদাক্বা করে দিতে আদেশ করলেন। তিনি গোশত দ্বারা কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব' *(বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮)*। এক্ষণে মুছল্লীরা হাদিয়া হিসাবে টাকা বা অন্য কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : জনৈক ব্যক্তি তার জীবনের প্রথম দিকে অজ্ঞতার কারণে রামাযানের ছিয়াম পালনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে পানাহার করেছিলেন। এখন অনেক বছর পরে এসে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি? এক্ষেত্রে ক্বাযার সাথে কাফফারাও আদায় করতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহিদ, ঢাকা।

উত্তর : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগ করবে তাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে এবং ছুটে যাওয়া ছিয়ামগুলোর পরিমাণ অনুমান করে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে কাফফারা আদায় করতে হবে না। কারণ এটি একটি ফরয ইবাদত যা আদায় ব্যতীত যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। আর এটিই জমহূর ওলামায়ে কেরামের মাযহাব *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/১৪৩; বিন বায, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব ১৬/২১০; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ১/৭৭;)*। তবে ইবনু তায়মিয়াহ ও ওছায়মীনসহ একদল বিদ্বান মনে করেন, ছেড়ে দেওয়া ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। বরং খালেছ নিয়তে তওবা করলেই চলবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৯১-৯২)*। অবশ্যই তওবার পাশাপাশি সম্ভব হ'লে ক্বাযা আদায় করাই নিরাপদ। কারণ ছুটে যাওয়া ছিয়াম ঋণের মত। আর আল্লাহ্র ঋণ পরিশোধ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : আমার ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে যে সূদ আসে তা আমি গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করি। এক্ষণে নতুন বাড়ি করার সময় হিজড়া এবং চাঁদাবাজরা যে টাকা দাবী করে, তাদেরকে সূদের টাকা প্রদান করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থায় হিজড়া বা চাঁদাবাজদের দেওয়া যেতে পারে। তবে এ জাতীয় লোকদের অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের সূদ গ্রহণ করা যাবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : আমার ভাই আমার কাছে কিছু টাকা আমানত হিসাবে জমা রেখেছে। আমি ঐ টাকা কোন হালাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে এতে আমানতের খেয়ানত হবে কি?

-ফাহমীদা, ঢাকা।

উত্তর : যিনি আমানত রেখেছেন তার সরাসরি অনুমতি সাপেক্ষে তার আমানতের টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যাবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/১৮৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আরোহণের পশু বন্ধক রাখলে, তার উপর আরোহণ করা যাবে। তার এর ব্যয়ভার তাকে বহন করতে হবে। দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখলে, এর দুগ্ধ দোহন (পান) করা যাবে। তার এর ব্যয়ভার তাকে বহন করতে হবে *(বুখারী হা/২৫১২; মিশকাত হা/২৮৮৬)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : কারো কোন জিনিস চুরি করার অনেকদিন পর অনুতপ্ত হয়ে তা তাকে না জানিয়ে হাদিয়া হিসাবে ফিরিয়ে দিলে চুরির পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

-ইমরান হোসাইন, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : মালিককে অবহিত করে অনুতপ্ত হয়ে উক্ত জিনিস বা সমমূল্য ফেরত দেয়াই উত্তম হবে *(ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৩১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৬২)*। বিশেষ কারণে চুরির কথা না জানিয়ে চুরিকৃত মাল যে কোন উপায়ে ফেরত দেওয়াতেও কোন দোষ হবে না *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৪/০২; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৬৫)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : আমি বিবাহিতা এবং গর্ভবতী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি। আমি পড়াশুনা বাদ দিয়ে পুরোপুরি সংসারে মনোনিবেশ করতে চাই। কিন্তু স্বামী রাযী থাকলেও পিতা পড়াশুনা শেষ করাতে চান। অথচ দ্বীনের পথে ফিরে আসায় অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পড়াশুনা করার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

*-*ইবনাত বিভা, দিনাজপুর।*

** [আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : বিবাহিতা নারীর জন্য স্বামীর অনুসরণ করা কর্তব্য। স্বামী পড়াতে চাইলে পর্দার বিধান মেনে পড়াশুনা করবে। স্বামী সংসারে মনোনিবেশ করতে বললে তাই করবে। যদি পিতা-মাতা এবং স্বামীর আদেশ-নিষেধের মাঝে চূড়ান্ত বৈপরীত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সংসার জীবনে বৈষয়িক বিষয় সমূহে স্বামীর আদেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুতরাং সেসময় স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করাই তার জন্য যরূরী হবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বিবাহিতা নারীর স্বামীই আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা ফরয *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে বের হ'তে পারবে না। এই ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩)*। উল্লেখ্য যে, ইসলামী পর্দার বিধান মেনে দ্বীনী ইলম অর্জনের পাশাপাশি পরিবার ও সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করা দোষণীয় নয়। বৈষয়িক জ্ঞানও ইসলামের পথে ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয় করলে, তাতে ছওয়াব রয়েছে।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : জনৈকা নারী ৯ বছর পূর্বে স্বামীকে তালাকনামা পাঠিয়ে ডিভোর্স দেয়। পরে সে দ্বীনের পথে ফিরে এসে জানতে পারে যে নারীরা তালাক দিতে পারে না। অতঃপর সে সাবেক স্বামীকে ফোন দিলে তিনি বলেন তিনি তালাক দেননি এবং দিবেনও না। অথচ তিনি পরে আরেকটি বিবাহ করেছেন এবং সন্তানও আছে। এক্ষণে ঐ তালাকটি হয়েছে কি? না হলে উক্ত নারীর করণীয় কি?

-আরাফাত, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত নারীর প্রেরিত তালাকনামার মাধ্যমে 'খোলা' হয়ে গেছে এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিচ্ছেদ কার্যকর হয়েছে। 'খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নারীর পক্ষ থেকে, যা স্বামীকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কার্যকর হয় *(আল-মুগনী ৮/১৮১; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৮৯-৯০; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৬৭-৭০)*। এমতাবস্থায় নারীরা এক তোহর ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বা পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : হযরত শব্দের অর্থ কি? ছাহাবীদের নামের পূর্বে হযরত লেখা হয়। এটা লেখা জায়েয কি?

-আখতারুয্যামান, বরগুনা।

উত্তর : حضرة শব্দটি আরবী ও ফার্সীতে ব্যবহার হয়, যার বহুবচন حضرات। এর অর্থ মাননীয়, মহামান্য, সম্মানিত ইত্যাদি *(আল-মু'জামুল ওয়াছীত্ব ১/১৮১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাদের নিজের নামের পূর্বে ও সালাফগণ ছাহাবায়ে কেরামের নামের পূর্বে হযরত শব্দ ব্যবহার করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে ফার্সী ও উর্দু ভাষাভাষীরা রাসূলুল্লাহ, ছাহাবায়ে কেরাম ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের নামের পূর্বে উক্ত শব্দ সম্মানসূচকভাবে ব্যবহার করেছেন, যা দোষণীয় নয়। তবে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে এটা তাদের নামের কোন অংশ নয়। আর উক্ত শব্দ তাদের নামের পূর্বে না লিখলে বা না বললেও কোন গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : খৃষ্টান শাসনাধীন দেশে সরকার যদি তাগূত হয় সেক্ষেত্রে ঐ দেশের কোর্টে বিচার প্রার্থনা করা জায়েয হবে কি? যদি জায়েয না হয় তবে সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে?

-ইকবাল করীম, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : শারঈ কোন বিধানের ক্ষেত্রে কোন কাফির বিচারকের নিকট বিচার প্রার্থনা করা যাবে না। যেমন বিবাহ, তালাক, ইদ্দত ইত্যাদি। তবে দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের নিকট বিচার চাওয়া যাবে *(আল-মাাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ৩৩/২৯৫)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : ছালাতরত অবস্থায় বায়ুর চাপ এসেছে। কিন্তু আটকে দেয়ার পর নির্গত হয়েছে কি-না নিশ্চিত নই। এক্ষণে আমাকে ছালাত ত্যাগ করতে হবে কি? না নিশ্চিত না হওয়ায় ছালাত অব্যাহত রাখতে হবে?

-যিল্লুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : বায়ুর চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে বায়ুর চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করা সমীচীন নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম হা/৫৬০; মিশকাত হা/১০৫৭)*। বায়ুর অতিরিক্ত চাপ থাকলে ছালাতে খুশূ-খুযূ থাকে না। অতএব এমতাবস্থায় ছালাত ছেড়ে প্রয়োজন পূরণ করে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১২/৪৩৫)*। আর কেবল ওয়াসওয়াসার কারণে ছালাত ছেড়ে দিবে না। বরং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত অব্যাহত রাখবে। কারণ সন্দেহের দ্বারা পবিত্রতা নষ্ট হয় না *(বুখারী হা/১৩৭; মুসলিম হা/৩৬২; মিশকাত হা/৩০৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : জনৈকা বিবাহিতা মহিলা অন্য একজন ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। কোর্টেই তালাক দিয়ে ছেলের সাথে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নতুন স্বামীর সাথে সংসার চলাকালে এই স্বামী মারা যায়। এখন সে পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে কি? এক্ষেত্রে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-শামীম, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। কারণ একজনের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরী'আত সম্মত নয়। এজন্য তাকে খালেছভাবে তওবা করতে হবে। তবে তার দ্বিতীয় বিবাহের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকায় উক্ত বিবাহ শিবহে নিকাহ বা বিবাহের মত বন্ধন হিসাবে গণ্য। সেজন্য পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হ'লে দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর জন্য চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হবে। এরপর চাইলে সে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে বা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে *(মুগনী ৮/১০০-১০৩; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৩৮৩)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : জমি কিনে বাড়ি করার শেষ পর্যায়ে এসে জানতে পারি যে, সেখানে কবর ছিল। যেটা বাড়ির সিড়ির অংশে পড়েছে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুনীরুয্যামান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : যদি একটি কবর হয় এবং সেটি কেবল সিঁড়ির অংশে পড়ে তাহ'লে কবরের অংশটুকু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর কবরের অংশটুক আলাদা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখবে। আর যদি কবর একাধিক থাকে তাহ'লে যে অঞ্চল জুড়ে কবর আছে সে অঞ্চলের ভবন ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কারণ কবরবাসী অধিক হকদার তাদের দাফনকৃত জায়গায় অবস্থান করার জন্য *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২১২; বিন বায, মাজমূ'' ফাতাওয়া ১৩/২২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসা, আর এ অঙ্গারে (পরণের) কাপড়-চোপড় পুড়ে শরীরে পৌঁছে যাওয়া তার জন্য উত্তম হবে কবরের উপর বসা হ'তে *(মুসলিম হা/৯৭১; মিশকাত হা/১৬৯৯)*। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর চুনকাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা হ'তে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭০; মিশকাত হা/১৬৭০)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : মসজিদের ভিতর জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আক্কাস আলী, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : মসজিদের ভিতর জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত হা/১৬৫৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)*। কিছু লোক মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ে আপত্তি জানালে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুহায়েল ইবনু বায়যা ও তার ভাই সাহলের জানাযা মসজিদে নববীতে আদায় করেছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩; মিশকাত হা/১৬৫৬)*। ইমাম আবূদাউদ (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, 'মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ের বিধান'। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছটি পেশ করেন *(আবুদাউদ হা/৩১৮৯-৯০)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : কোন ব্যক্তির পূর্বের স্ত্রীর ছেলের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া মেয়ের বিবাহ জায়েয হবে কি?

-হামীদুল্লাহ সরকার, জামালপুর।

উত্তর : ব্যক্তির পূর্বের স্ত্রীর ছেলের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া মেয়ের বিবাহ জায়েয। বৈমাত্রেয় বোন সৎ মায়ের আগের স্বামীর হওয়ায় বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে। কারণ কুরআনে যেসকল নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে এরূপ বোন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৪; ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৮৯/১৭, ৫/২৫৮)*। ইবনু কুদামা বলেন, পিতার স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যারা হারাম নয়। পিতার কন্যারা এজন্য হারাম যে তারা পিতার ঔরসজাত। কিন্তু তাদের স্ত্রীর অন্য স্বামীর মেয়েদের হারাম হওয়ার কোন কারণ নেই। ফলে এরা নিম্নের আয়াতের আওতাভুক্ত হবে, যেখানে আল্লাহ বলেন, 'এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' *(নিসা ৪/২৪; মুগনী ৭/১১৭)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : সালোয়ার-কামীছের উপর হিজাব পরিধান করে পর্দা করা যাবে কি?

-আব্দুস সুবহান মণ্ডল, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : সালোয়ার-কামীছ বড় হ'লে এবং ঢিলাঢালা হলে তার উপর হিজাব দ্বারা পর্দা হ'তে পারে। নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা আবশ্যক। যথা- (১) তাক্বওয়াপূর্ণ পোষাক পরিধান করা *(আ'রাফ ৭/২৬)*। (২) এমন পোষাক পরা, যা পুরো দেহ আবৃত করে *(নূর ২৪/৩১, আহযাব ৩৩/৫৯, আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। (৩) পাতলা কাপড় না পরা, যাতে গোপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/৪৩৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই শ্রেণীর মানুষকে জাহান্নামী বলেছেন, তাদের একজন হ'ল পোষাক পরিধানকারী উলঙ্গ নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪)*। (৪) ঢিলা-ঢালা ও বড় পোষাক পরিধান করা, যাতে শরীরের অবয়ব প্রকাশ না পায় *(আহমাদ হা/২১৮৩৪; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৭৬, সনদ হাসান)*। (৫) পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া *(বুখারী হা/৫৪৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯)*। (৬) কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৭) নযরকাড়া পোষাক পরিধান না করা ইত্যাদি *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬; আবুদাউদ হা/৪০২৯; মিশকাত হা/৪৩৪৬)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : ইবাদত করা ও বরকত হাছিলের মধ্যে পার্থক্য কি? বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুমু খাওয়া যাবে কি?

-শেরশাহ, শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তর : ইবাদত করার মধ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য উদ্দেশ্য থাকে। অন্যদিকে বরকত অর্থ অতিরিক্ত, প্রাচুর্য, অন্তরে প্রশান্তি লাভ ইত্যাদি। বস্তুত হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা ইবাদত। এর দ্বারা বরকত লাভ উদ্দেশ্য নয়। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি হাজারে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, 'আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটা পাথর মাত্র। তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। তবে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তোমার চুম্বন করতে না দেখলে কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না' *(বুখারী হা/১৬১০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) একদিন মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছিলেন। তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-কে পুরো বায়তুল্লাহ স্পর্শ করতে দেখে বললেন, রাসূল (ছাঃ) কেবল রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন। তখন মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, বায়তুল্লাহর কোন কিছুই পরিত্যক্ত নয়। জওয়াবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। এ সময় মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন *(আহমাদ হা/১৮৭৭, সনদ হাসান)*। অতএব বরকত লাভের আশায় হাজারে আসওয়াদ বা কা'বার অন্য কোন অংশ স্পর্শ করা যাবে না। বরং এটি ইবাদত। যা শরী'আত মোতাবেক করতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : কমিটির সদস্যরা মসজিদের টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারবে কি? তাছাড়া সেখান থেকে নিজের প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদের উন্নতি কল্পে মসজিদের টাকা মসজিদ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তবে কারো ব্যক্তিগত ব্যবসায় খাটানো যাবে না এবং কেউ ঋণ নিতেও পারবে না। কারণ এগুলো আল্লাহ্র আমানত। আর আমানত যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে কেবল সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে। অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা বা ব্যবহার করা যাবে না *(মুগনী ৫/২৫১; মানছূর বাহূতী, শরহ মুনতাহাল ইরাদাত ২/১০০)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : আমার মা ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ নেয় এবং তা দিয়ে নানারকম খাবার বা অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করে সন্তানদের দেন। আমরা তা নিতে না চাইলে কান্নাকাটি করেন। এক্ষণে তা গ্রহণ করা বা খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ হোসাইন, নওগাঁ।

উত্তর : ব্যাংকের সূদ নেওয়া হারাম। অতএব মায়ের হারাম উপার্জন মায়ের জন্য হারাম হলেও সন্তানের জন্য নয়। কারণ একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ১৬৪)*। তবে অবশ্যই মাকে সূদ বর্জনের উপদেশ দিতে হবে এবং হালাল উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি বাতলিয়ে দিতে হবে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, مَهْنَأُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২০১ পৃঃ)*। সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৭)*। তবে সর্বপ্রকার হারামখোরের খাদ্য গ্রহণ বা খাওয়া থেকে বিরত থাকা নিঃসন্দেহে তাক্বওয়ার পরিচায়ক *(ওছায়মীন, শরহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৩/৫০৫-০৭)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : দেশে কিছু গরু-ছাগল-মুরগীর ফীড তৈরীর ফ্যাক্টরীতে শূকরের চর্বি, চামড়া, গোশত মিক্স করা হচ্ছে। এই ফীড পশুকে খাওয়ানো ঠিক হবে কি? ঐ পশুর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আবু ওবায়দা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : যে খাদ্যে শূকরের চর্বি মিশ্রিত রয়েছে, তা জেনে-শুনে হালাল প্রাণীকে খাওয়ানো যাবে না। কারণ তা সবার জন্য খাওয়া হারাম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/১১৮; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৪৪০)*। তবে অল্প সময়ের জন্য বা অল্প পরিমাণ খেয়ে থাকলে উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম হবে না *(খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান ৪/২৪৪; ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৬/৪৩৪)*। কিন্তু অধিকাংশ সময় ফীড বা হারাম খাবার, নোংরা এবং অপবিত্র খাদ্যের উপর নির্ভরশীল প্রাণীর গোশত খাওয়া, দুধ পান করা এবং তাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করাও যাবে না *(আবূদাঊদ হা/৩৭৮৬; তিরমিযী হা/১৮২৪; নাসাঈ হা/৪৪৪৭)*। কেননা হারাম খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে সেটি ভক্ষণ কারীর মধ্যে সংক্রমিত হয়।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : জনৈক মৃত ব্যক্তির ১ জন স্ত্রী, ৩ জন কন্যা সন্তান রয়েছে, কোন পুত্র সন্তান নেই। ১ জন বোন রয়েছে এবং ৮ জন ভাতিজা রয়েছে। তবে ঐ মৃত ব্যক্তির কোন ভাই জীবিত নেই। এক্ষণে ঐ মৃতের সম্পদে কে কতটুকু অংশীদার হবে?

-আবু হুরায়রা সিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : স্ত্রী এক অষ্টমাংশ পাবে এবং কন্যারা দুই তৃতীয়াংশ পাবে। অবশিষ্টাংশ বোন পাবে। বোন জীবিত থাকায় ভাতিজারা কোন অংশ পাবে না *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : 'যে জ্ঞানীকে সম্মান করে না সে আমাকে সম্মান করে না' কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-রমিজ শেখ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু শাহীন, আত-তারগীব হা/২৮৩)*। তবে আলেমগণের সম্মানে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের অধিকার জানে না' *(ছহীহুল জামে' হা/৫৪৪৩)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের,

কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর, যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্র সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার ন্যায় *(আবূদাউদ হা/৪৮৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : রাগ করে স্ত্রীকে 'তালাক নিতে পারো', 'ভালো না লাগলে তুমি চলে যাও' ইত্যাদি বলা যাবে কি? এতে বৈবাহিক সম্পর্কে কোন ক্ষতি হবে কি?

-দীদারুল আনওয়ার, ঢাকা।

উত্তর : তালাকের নিয়ত সহকারে যদি স্বামী এসব কথা বলে এবং সে কারণে স্ত্রী চলে যায় অথবা স্বামীর কথায় সাড়া দিয়ে তালাকে সম্মতি দেয়, তবে এক তালাক হয়ে যাবে। এভাবে স্বামীর কথা বলার অর্থ স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অধিকার দেওয়া। এ অবস্থায় স্ত্রী তালাক গ্রহণ করলে তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তালাক গ্রহণ না করলে তালাক হবে না *(মুগনী ৭/৪০৩; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৮৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : আমরা একটি এজেন্সী অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করে থাকি। কাজ শেষ করলে সেই মার্কেটপ্লেসে ডলার জমা হয়। এখন সেই মার্কেটপ্লেস থেকে ডলার নিয়ে আসতে হলে stripe নামক একটি পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়। সেই stripe পেমেন্ট সিস্টেমটির আমাদের দেশ থেকে একাউন্ট খোলার অনুমোদন নেই। এক্ষণে দেশে বসে আমি অনুমোদিত দেশের নামে রেজিস্ট্রেশন করে যদি ডলারগুলো নিয়ে আসি তাহলে আমার ইনকাম হালাল হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, সিলেট।

উত্তর : যে দেশের নাম দিয়ে একাউন্ট করা হবে সে দেশের অনুমোদন থাকলে উক্ত ব্যবসা জায়েয। আর সংশ্লিষ্ট দেশের অনুমোদন না থাকলে জায়েয নয়। কারণ মিথ্যা এবং প্রতারণা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : বর্তমান সমাজে পানি পরিশোধনের বিষয়টি খুবই প্রচলিত। এক্ষণে নাপাক পানি পরিশোধন করলে কি তা পাক হয়ে যাবে?

-মাহমূদুল হাসান, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : নাপাক পানি পরিশোধনের মাধ্যমে পানি তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য তথা রং, স্বাদ, ঘ্রাণ, পুষ্টিগুণ ইত্যাদি ফিরে পেলে তা পবিত্র হয়ে যাবে এবং উক্ত পানি পান করা বা তাদ্বারা ওযূ করা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৯৫-৯৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানে সরকার নির্ধারিত ৫% ভ্যাট প্রদান করতে হয়। তাতে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। তাই প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে আইনের নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভ্যাট ফাঁকি দেয়া বা কম দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এটা জায়েয হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : ভ্যাট প্রদানের কারণে পণ্যের ক্রয় মূল্য বেড়ে গেলে বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অথবা সরকারকে ভ্যাট কমানোর জন্য আহ্বান করতে হবে। কিন্তু মিথ্যা বলা বা সরকারকে ফাঁকি দেওয়া জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃত অবস্থা) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহ'লে তাদের কেনাবেচার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহ'লে তাদের দু'জনের কেনাবেচার বরকত রহিত করা হয় *(বুখারী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/২৮০২)*। রাসূল (ছাঃ) রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার সম্পর্কে বলেন, তাদেরকে তাদের হক প্রদান করবে, আল্লাহই তাদেরকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তারা কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে *(মুসলিম হা/১৮৪২)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : 'ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে আসলেও তাকে ভিক্ষা দাও' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল এবং ভিত্তিহীন *(আবূদাউদ হা/১৬৬৫; মিশকাত হা/২৯৮৮; যঈফাহ হা/১৩৭৮)*। তবে আল্লাহ তা'আলা ভিক্ষুকদের তাড়িয়ে দিতে বা ধমক দিতে নিষেধ করেছেন *(সূরা যোহা ৯৩/১০; মা'উন ২)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : বড় ফোঁড়া হয়ে একটানা পুঁজ-রক্ত বের হচ্ছে। এমতাবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুস্তাক্বীম, ঢাকা।

উত্তর : পুঁজ-রক্ত বের হওয়া অবস্থাতেই ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ পুঁজ-রক্ত বের হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয় *(বুখারী ১/৩১৮; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৫০-৫১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের সতর কতটুকু? খালি গায়ের উপর কেবল গামছা দিয়ে ছালাত পড়া যাবে কি?

-সাজিদুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : পুরুষদের সতর হচ্ছে হাটু থেকে নাভী পর্যন্ত। ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে এর সাথে যোগ হবে দুই কাঁধ। অতএব কেউ লুঙ্গী বা পায়জামার সাথে দুই কাঁধের উপর গামছা ঝুলিয়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। তবে ছালাত হচ্ছে আল্লাহর সাথে গোপন আলাপের মাধ্যম। অতএব এ সময় সুন্দর ঢিলেঢালা পোষাক পরিধান করে ছালাত আদায় করা সমীচীন *(আ'রাফ ৭/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কাপড় যদি বড় হয়, তাহ'লে শরীরে জড়িয়ে পরবে। আর যদি ছোট হয় তাহ'লে লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করবে *(বুখারী হা/৩৬১)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ যেন কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে *(আবুদাউদ হা/৬২৬; আহমাদ হা/৭৩০৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : আমার মা মাঝে-মধ্যে এমন এমন শরী'আত বিরোধী কথা বলেন যেন মনে হয় তিনি ঈমান হারিয়েছেন।

এক্ষণে আমি তার রান্নাকৃত খাবার খেতে পারব কি?

-আরাফাত হোসেন সাদী, খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ মায়ের রান্না করা খাবার খাওয়া যাবে। কারণ রান্নার সাথে কুফরীর কোন সম্পর্ক নেই। একজন কাফির মহিলাও রান্না করলে তার রান্না করা হালাল খাবার খাওয়া জায়েয *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১০১৫৫)*। তবে মাকে এরূপ কথা না বলার জন্য নছীহত করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : আমার মায়ের দুধ আমার চাচা পান করেছেন। আমি তার মেয়েকে বিবাহ করতে চাই এবং তারাও আমার কাছে বিয়ে দিতে চান। এক্ষণে এটা জায়েয হবে কি?

-আল-আমীন, নীলফামারী।

উত্তর : জায়েয হবে না। কারণ চাচা দুধ ভাই। আর দুধ ভাইয়ের মেয়ে ভাতিজী। আর ভাতিজীকে বিবাহ করা হারাম। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার চাচা হামযার মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হন না? কেননা, সে তো কুরাইশ যুবতীদের মধ্যে সুন্দরী। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, হামযাহ আমার দুধ-ভাই? আল্লাহ তা'আলা বংশগত (রক্ত সম্পর্কের) কারণে যা হারাম করেছেন, দুগ্ধপান করার কারণেও তা হারাম করেছেন *(মুসলিম হা/১৪৪৮; মিশকাত হা/৩১৬৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কখনো লোকলজ্জায় দান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি পালন করেন না। এতে কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের গুনাহ হবে?

-হাসীবুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : যে কারণেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাক তা পূরণ করতে হবে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকলে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করে ক্ষমা চেয়ে নিবে। কারণ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অঙ্গীকার নেই তার দ্বীন নেই' *(আহমাদ হা/১৩২২২; মিশকাত হা/৩৫; সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : একস্থানে ৩৫ বছর পূর্বে কবর দেয়া হয়েছিল। এখন মাটি সমান হয়ে গিয়ে কবরের কোন অস্তিত্ব বুঝা যায় না। সেখানে বাড়ি করা যাবে কি?

-আব্দুল হামীদ, আরব আমিরাত।

উত্তর : যতদিন মানুষ জানবে যে, উক্ত স্থানে কবর আছে ততদিন বাড়ি বা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। কারণ উক্ত জায়গার জন্য মাইয়েতই অধিক হকদার *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২১২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত। সাবধান! তোমরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ কর না। আমি তোমাদেরকে এথেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৪ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা করতে, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : আমি অনেকবার মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করে অর্থ গ্রহণ করেছি। এক্ষণে প্রদানকারীদের খুঁজে পাওয়া এবং টাকার অংক মনে করা সবটাই কঠিন। তাই এথেকে তওবা করলে চলবে, না টাকাও ফেরত দিতে হবে?

-মুস্তাফীযুর রহমান, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। অতএব ভবিষ্যতে এরূপ বিদ'আতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার প্রত্যয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইলে যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : কেবলমাত্র ভ্রমণের জন্য পশ্চিমা দেশসমূহ বা ভারতের মত সেক্যুলার দেশে যাওয়া যাবে কি? অনেক সালাফী বিদ্বান এটা নাজায়েয বলেছেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান কি?

-ওমর ফারূফ ছাকিব, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রের দর্শনীয় স্থানে ভ্রমনে যাওয়া দোষণীয় নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন' *(আনকাবুত ২৯/২০)*। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- যেন ফিৎনার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন- (১) হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান থাকা (২) প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ঈমানী মযবুতী থাকা *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৪)*। তবে অমুসলিম দেশে জীবিকা অন্বেষণের জন্য বা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যাওয়া সমীচীন নয়। কেননা এতে তাদের দ্বারা দ্বীন প্রভাবিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত...' *(আবুদাঊদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)*। তিনি বলেন, 'মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে' *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০, সনদ হাসান)*। তবে বাধ্যগত কারণে তাদের মাঝে বসবাস করতে হ'লে নিজ ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং সুযোগমত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে' *(নাহল ১৬/১২৫, মুমতাহিনাহ ৬০/৮; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ৬/৪০৩; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪৩)*।

YEAR TABLE (27th Vol.) বর্ষসূচী-২৭ (Oct. 2023 to Sept. 2024)

(২৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২৩ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় : ১.** দেশের তরুণ সমাজ বিদেশমুখী হচ্ছে কেন? *(অক্টোবর'২৩)* **২.** গাযায় ইস্রাঈলী আগ্রাসন : বিশ্ব বিবেক কোথায়? *(নভেম্বর'২৩)* **৩.** হানাহানি কাম্য নয় *(ডিসেম্বর'২৩)* **৪.** মানবাধিকার সবার জন্য সমান *(জানুয়ারী'২৪)* **৫.** বানরবাদ ও ট্রান্সজেণ্ডার, এরপর কি? *(ফেব্রুয়ারী'২৪)* **৬.** আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য *(মার্চ'২৪)* **৭.** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস হৌক যাকাত ও ছাদাক্বা *(এপ্রিল'২৪)* **৮.** ইস্রায়েল কি অপরাজেয়? *(মে'২৪)* **৯.** মানব জাতির ভবিষ্যৎ কি গণতন্ত্রে? *(জুন'২৪)* **১০.** মানব জাতির ভবিষ্যৎ হ'ল ইসলামী খেলাফতে *(জুলাই'২৪)* **১১.** দুর্নীতি ও কোটা সংস্কার আন্দোলন *(আগস্ট'২৪)* **১২.** স্বভাবধর্মের বিকাশ চাই *(সেপ্টেম্বর'২৪)*।

*** দরসে হাদীছ** : ফিৎনা কালে বাতিল ক্বিয়াস সমূহ থেকে সাবধান *(সেপ্টেম্বর'২৪) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

(১) অক্টোবর'২৩ : ১. নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত *-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* **২.** মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(২৭/১-৮) -ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর* **৩.** গীবত থেকে বাঁচার উপায় *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(২) নভেম্বর'২৩ : ১. সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(২৭/২-৪, ৭-১১) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **২.** দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৩.** যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৩) ডিসেম্বর'২৩ : ১. বায়তুল মাক্বদিস মুসলমানদের নিকটে কেন এত গুরুত্ববহ? *-ড. মুখতারুল ইসলাম* **২.** ইলম অন্বেষণ ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও ফযীলত *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৩.** কিভাবে ইবাদতের জন্য অবসর হব? *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৪) জানুয়ারী'২৪ : ১. হেদায়াত লাভের উপায় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** আলেমের গুরুত্ব ও মর্যাদা *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৩.** গোপন ইবাদত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব *-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*।

(৫) ফেব্রুয়ারী'২৪ : ১. আমাদের পরিচয় কি শুধুই মুসলিম? *-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* **২.** আল্লাহ্র হক *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৩.** গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় *(২৭/৫-৬)-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৬) মার্চ'২৪ : ১. হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(২৭/৬-৭) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** রামাযানকে আমরা কিভাবে অতিবাহিত করব? *-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* **৪.** ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* **৫.** যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৭) এপ্রিল'২৪ : ১. দান-ছাদাক্বা : পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য মাধ্যম *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** তাওফীক্ব লাভের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

(৮) মে'২৪ : ১. হজ্জকে কবুলযোগ্য করার উপায় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** হাদীছ অনুসরণে চার ইমামের গৃহীত নীতি ও কিছু সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** এলাহী তাওফীক্ব লাভ করবেন কিভাবে? *(২৭/৮-১০) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৯) জুন'২৪ : ১. ইবাদতে অলসতা দূর করার উপায় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** হাদীছ অনুসরণে পরবর্তী মুসলিম বিদ্বানদের সীমাবদ্ধতা ও তার মৌলিক কারণসমূহ *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** ক্ষমা প্রার্থনা : এক অনন্য ইবাদত *-ড. ইহসান ইলাহী যহীর*। **৪.** মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১০) জুলাই'২৪ : ১. পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ *(২৭/১০-১২) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** নফসের উপর যুলুম *-ড. ইহসান ইলাহী যহীর* **৩.** ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় হাদীছের ভূমিকা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৪.** আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১১) আগস্ট'২৪ : ১. শরী'আহ আইন বনাম সাধারণ আইন : একটি পর্যালোচনা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **২.** ছাদাক্বার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** হারাম দৃষ্টিপাতের ভয়াবহতা *-সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ*।

(১২) সেপ্টেম্বর'২৪ : ১. কুরআন নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে? *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** শারঈ মানদণ্ডে ঈদে মীলাদুন্নবী *-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*।

অর্থনীতির পাতা : সার্বজনীন পেনশন স্কিম এবং আমাদের প্রস্তাবনা *(নভেম্বর'২৩) -আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক*।

দিশারী : জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা *(এপ্রিল'২৪) - গবেষণা বিভাগ, হা.ফা.বা.*।

সাময়িক প্রসঙ্গ : ১. হিজাব ও ঔপনিবেশিকতা : প্রেক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *(অক্টোবর'২৩) -মুহাম্মাদ আবূ হুরায়রা ছিফাত* **২.** অবরুদ্ধ পৃথিবীর আর্তনাদ! *(নভেম্বর'২৩) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** ট্রান্সজেণ্ডারবাদ : এক জঘন্য মতবাদ *(ফেব্রুয়ারী'২৪)* -

আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক **৪.** নতুন শিক্ষা কারিকুলাম : মুসলিম জাতিসত্তা ধ্বংসের নীল নকশা *(মার্চ'২৪) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **৫.** প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা : আমাদের করণীয় *(জুন'২৪) -প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রব* **৬.** পহেলা বৈশাখ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি *(জুলাই'২৪) -মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত* **৭.** ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান : স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় *(সেপ্টেম্বর'২৪) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*।

সাময়ের ভাবনা : কোটা সংস্কার থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের পথে *(সেপ্টেম্বর'২৪) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

বিজ্ঞানচিন্তা : ১. সূর্যের চারিদিকে গ্রহের সুশৃংখল গঠন *(অক্টোবর'২৩) -ইঞ্জিনিয়ার আছিফুল ইসলাম চৌধুরী* **২.** পৃথিবীতে মানুষের আগমন নিয়ে আল-কুরআনের পথে বিজ্ঞান *(নভেম্বর'২৩) -ঐ* **৩.** আল-কুরআনে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পানি ও সূর্যের তরঙ্গচক্র *(ডিসেম্বর'২৩) -ঐ* **৪.** আসমান হ'তে লোহা নাযিলের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বৃষ্টির পানির উপকারিতা *(জানুয়ারী'২৪) -ঐ* **৫.** রআন বলছে আসমানে কোন ফাটল নেই; বিজ্ঞান কি বলে? *(ফেব্রুয়ারী'২৪) -ঐ* **৬.** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে পানি পান এবং আধুনিক বিজ্ঞান *(মার্চ'২৪) -ঐ* **৭.** আছহাবে কাহফের ঘটনায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব *(এপ্রিল'২৪) -ঐ* **৮.** ঘুমের কতিপয় সুন্নাতী পদ্ধতি ও আধুনিক বিজ্ঞান *(মে'২৪) -ঐ* **৯.** মানুষ কি কৃত্রিম বৃষ্টি (ক্লাউড সিডিং) ঘটাতে সক্ষম? *(জুন'২৪) -ঐ* **১০.** ভাষা জ্ঞান মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র অনন্য নিদর্শন *(জুলাই'২৪) -ঐ* **১১.** আসমান ও যমীনের মাঝে বিদ্যমান পরিমাপ সমূহ *(আগস্ট'২৪) -ঐ*।

ছাহাবী চরিত : হাসান বিন আলী (রাঃ) *(অক্টোবর ও নভেম্বর'২৩) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*।

নবীনদের পাতা : যে দো'আয় প্রশান্তি মেলে *(ফেব্রুয়ারী'২৪) -আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ*।

ভ্রমণ স্মৃতি : মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(অক্টোবর'২৩) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

শিক্ষাঙ্গন : ১. প্রাথমিক শিক্ষায় আক্বীদার পাঠ *(জুন'২৪) -সারওয়ার মিছবাহ* **২.** দুর্বলতা কাটাতে ছুটি *(জুলাই'২৪) -ঐ* **৩.** প্রফেশন হোক ইবাদত *(আগস্ট'২৪) -ঐ* **৪.** পরামর্শ হোক শিক্ষকের সাথে *(সেপ্টেম্বর'২৪) - ঐ*।

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. পরিবর্তনের জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প *(জানুয়ারী'২৪) -মুহসিন জব্বার* **২.** স্ত্রী নির্বাচনে নিয়তের গুরুত্ব *(মার্চ'২৪) -আব্দুত তাওয়াব*।

অমর বাণী : *(২৭/১, ৩-৬, ৮-১২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

হাদীছের গল্প : ১. ছালাতে অনুপম একাগ্রতা *(অক্টোবর'২৩) -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার* **২.** জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ)-এর উটের ঘটনা *(ডিসেম্বর'২৩) -ঐ* **৩.** রাসূল (ছাঃ)-এর দানশীলতা ও আল্লাহ্র সাহায্য *(জুলাই'২৪) -ঐ* **৪.** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের জীবন-যাপন *(আগস্ট'২৪) -ঐ*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ১. বুদ্ধিমান বালক *(মে'২৪) -মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ* **২.** অন্তর এক অবাক পাত্র *(জুন'২৪) -মুহসিন জব্বার* **৩.** লক্ষ্যহীন জীবনের প্রতি *(আগস্ট'২৪) -ঐ* **৪.** হাদিয়া অন্তর পরিবর্তন করে *(সেপ্টেম্বর'২৪) -নাজমুন নাঈম*।

চিকিৎসা জগৎ : ১. ডেঙ্গু জ্বর : আতঙ্ক নয়, সতর্কতা যরূরী *(নভেম্বর'২৩) -ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ*।

স্বাস্থ্যকথা : ১. (ক) সন্ধ্যা ৭-টার মধ্যে রাতের খাবার খাবেন যে কারণে (খ) সকালের নাশতায় ফল খাওয়ার সুফল *(ডিসেম্বর'২৩)* **২.** (ক) সর্দিতে নাক বন্ধ হ'লে ঘরোয়া চিকিৎসা (খ) শীতে ব্যথা বাড়লে করণীয় *(জানুয়ারী'২৪)* **৩.** এলার্জি ও এজমা রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ *(ফেব্রুয়ারী'২৪) -ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ* **৪.** দুধ চায়ের বদলে পান করতে পারেন যেসব স্বাস্থ্যকর চা *(মার্চ'২৪)* **৫.** তীব্র গরমে স্বাস্থ্য সতর্কতা *(মে'২৪) -ডা. মেহেদী হাসান মনিম* **৬.** (ক) সাপে কাটলে ভুলেও প্রচলিত এই ভুলগুলো করবেন না (খ) ফল ও সবজিতে রাসায়নিক পদার্থ : করণীয় কি? *(আগস্ট'২৪)* **৭.** (ক) চিয়া সিড খাওয়ার দারুণ কিছু উপকারিতা (খ) লাল না সাদা ডিম; মুরগী, হাঁস না কোয়েলের ডিম? কোন্টির পুষ্টিগুণ বেশী? *(সেপ্টেম্বর'২৪)*।

মহিলা অঙ্গন : অতি রোমান্টিকতা ও বৈবাহিক জীবনের টানাপোড়েন *(সেপ্টেম্বর'২৪) -সারওয়ার মিছবাহ*।

ক্ষেত-খামার : ১. (ক) মুক্তা চাষে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন নওগাঁর কবীর হোসাইন **(খ)** সাড়া ফেলেছে ডালি পদ্ধতিতে ফসল চাষ *(ডিসেম্বর'২৩)*।

বিশেষ প্রতিবেদন : কোটা আন্দোলন : ৩৬ দিনে ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের পতন *(সেপ্টেম্বর'২৪)-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*।

বিশেষ সংবাদ : ১. তাখাছ্ছুছ বিভাগের উদ্বোধন : মারকাযের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক *(মার্চ'২৪)* **২.** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানের মৃত্যু *(এপ্রিল'২৪)* **৩.** রাজশাহী যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ ইদ্রীস (৯৮)-এর মৃত্যু *(মে'২৪)* **৪.** অল ইণ্ডিয়া জমঈয়তের আহলেহাদীছ-এর মুর্শিদাবাদ যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মেছবাহুদ্দীন (৮৯)-এর মৃত্যু *(মে'২৪)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয়-১২টি ২. দরসে হাদীছ-১টি ৩. প্রবন্ধ-৪১টি ৪. অর্থনীতির পাতা-১টি ৫. দিশারী-১টি ৬. ছাহাবী চরিত-১টি ৭. সাময়িক প্রসঙ্গ-৭টি ৮. ভ্রমণস্মৃতি-১টি ৯. সময়ের ভাবনা-১টি ১০. বিজ্ঞান চিন্তা-১১টি ১১. নবীনদের পাতা-১টি ১২. অমর বাণী-১০টি ১৩. হাদীছের গল্প-৪টি ১৪. শিক্ষাঙ্গন-৩টি ১৫. ইতিহাসের পাতা থেকে-২টি ১৬. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান-৪টি ১৭. চিকিৎসা জগৎ-১টি ১৮. স্বাস্থ্যকথা-১১টি ১৯. বিশেষ প্রতিবেদন-১টি ২০. মহিলা অঙ্গন-১টি ২১. ক্ষেত-খামার-২টি ২২. কবিতা-৪৩টি ২৩. বিশেষ সংবাদ-৫টি ২৪. প্রশ্নোত্তর-৪৮০টি। স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	২৭ ছফর	১৭ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৩
০৩ সেপ্টেম্বর	২৯ ছফর	১৯ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩১
০৫ সেপ্টেম্বর	০১ রবীঃ আউঃ	২১ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	০৩ রবীঃ আউঃ	২৩ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	০৫ রবীঃ আউঃ	২৫ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৭	০৫:৪২	১১:৫৫	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৪
১১ সেপ্টেম্বর	০৭ রবীঃ আউঃ	২৭ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৮	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২২
১৩ সেপ্টেম্বর	০৯ রবীঃ আউঃ	২৯ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	১১ রবীঃ আউঃ	৩১ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০৩	০৭:১৮
১৭ সেপ্টেম্বর	১৩ রবীঃ আউঃ	০২ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩০	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:১৯	০৬:০১	০৭:১৫
১৯ সেপ্টেম্বর	১৫ রবীঃ আউঃ	০৪ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৮	০৭:১৩
২১ সেপ্টেম্বর	১৭ রবীঃ আউঃ	০৬ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩২	০৫:৪৬	১১:৫১	০৩:১৭	০৫:৫৬	০৭:১১
২৩ সেপ্টেম্বর	১৯ রবীঃ আউঃ	০৮ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩২	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৪	০৭:০৯
২৫ সেপ্টেম্বর	২১ রবীঃ আউঃ	১০ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৩	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৫	০৫:৫২	০৭:০৭
২৭ সেপ্টেম্বর	২৩ রবীঃ আউঃ	১২ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৪	০৫:৪৮	১১:৪৯	০৩:১৪	০৫:৫০	০৭:০৫
২৯ সেপ্টেম্বর	২৫ রবীঃ আউঃ	১৪ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৪	০৫:৪৯	১১:৪৮	০৩:১৩	০৫:৪৯	০৭:০২
০১ অক্টোবর	২৭ রবীঃ আউঃ	১৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৭	০৭:০০
০৩ অক্টোবর	২৯ রবীঃ আউঃ	১৮ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৬	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৫	০৬:৫৮
০৫ অক্টোবর	০১ রবীঃ আখের	২০ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪৩	০৬:৫৬
০৭ অক্টোবর	০৩ রবীঃ আখের	২২ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	০৫ রবীঃ আখের	২৪ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৫	০৩:০৭	০৫:৩৯	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	০৭ রবীঃ আখের	২৬ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৭	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	০৯ রবীঃ আখের	২৮ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৬:৪৯
১৫ অক্টোবর	১১ রবীঃ আখের	৩০ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৪১	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬:৪৭

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-১	-২	-২
গাযীপুর	০	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+১	+১	০	০	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	-১	-১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+৩	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-১	-২	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	+১	০	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+১	+২	+৩	+১	+২
ময়মনসিংহ	-১	০	+১	০	০
জামালপুর	+১	+২	+৩	+২	+২
নেত্রকোণা	-২	-১	০	-১	-১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৫	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৫	+৫	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৩	+৩
খুলনা	+৫	+৪	+৩	+৩	+২
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২	+২	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+২	+১	০	০	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	০	০	-১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১	+১	০
বরিশাল	+১	+১	০	-১	-১
ভোলা	০	-১	-১	-২	-২
বরগুনা	+৩	+২	০	০	-১

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+২	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৩	+৫
রাজশাহী	+৭	+৮	+৮	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৬	+৭	+৫	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৮	+৯
নওগা	+৫	+৬	+৭	+৬	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
দিনাজপুর	+৬	+৭	+৮	+৭	+৮
লালমণিরহাট	+২	+৪	+৫	+৩	+৫
নীলফামারী	+৫	+৭	+৮	+৬	+৮
গাইবান্ধা	+২	+৪	+৫	+৩	+৪
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৮	+৯	+৮	+৯
রংপুর	+৩	+৫	+৬	+৫	+৬
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৫	+৩	+৪

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৪	-৪
ফেনী	-৩	-৪	-৪	-৫	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-২	-২	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৭	-৮	-৮
নোয়াখালী	-২	-২	-৩	-৩	-৪
চাঁদপুর	০	-১	-১	-২	-২
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-২	-২	-৩
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৬	-৬	-৭
কক্সবাজার	-৪	-৬	-৮	-৭	-৯
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-৬	-৭	-৭
বান্দরবান	-৬	-৭	-৮	-৮	-৯

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৭	-৫	-৫	-৬	-৫
মৌলভীবাযার	-৬	-৫	-৫	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৩	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৩	-৪	-৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 12, September 2024

মীলাদ প্রসঙ্গ

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচলিত 'মীলাদুন্নবী' অনুষ্ঠান ধর্মের নামে সৃষ্ট একটি বিদ'আতী রীতি মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বইটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

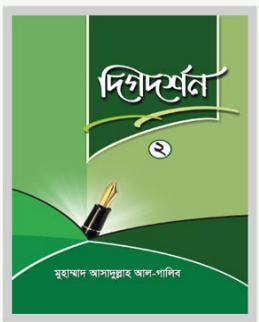

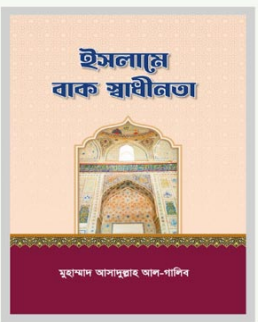

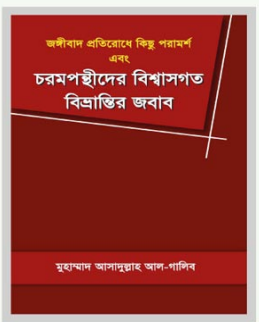

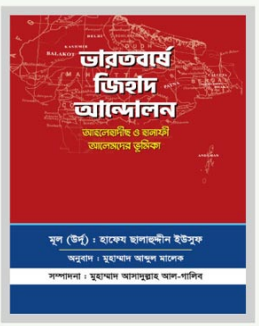

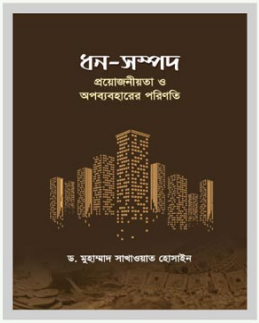

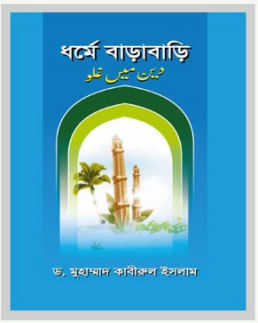

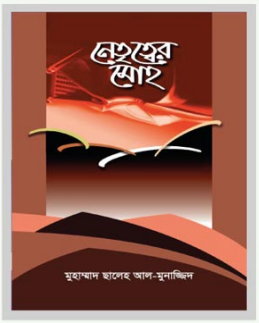

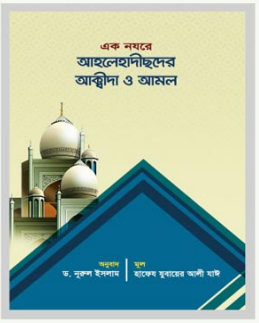

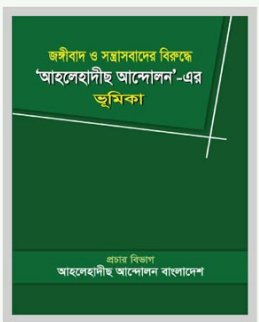

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com